ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক
জাগরণ
THE FIRST DAILY OF TRIPURA
গৌরবের ৬৬ তম বছর
অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com
JAGARAN ■ 13 January, 2020 ■ আগরতলা, ১৩ জানুয়ারী , ২০১৯ ইং ■ ২৭ পৌষ ১৪২৬ বঙ্গাব্দ, সোমবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ Founder : J.C.Paul ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

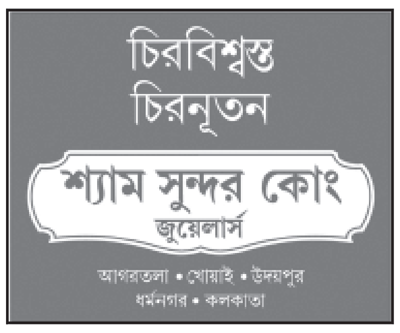

এটিএম হ্যাকে জড়িত সন্দেহে ধৃতের পুলিশ লকআপে মৃত্যু

খুনের অভিযোগ পরিবারের, তদন্তের নির্দেশ মুখ্যমন্ত্রীর

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১২ জানুয়ারি।। এটিএম হ্যাকের সাথে জড়িত সন্দেহে ধৃত এক ব্যক্তির পুলিশ লকআপে মৃত্যু হয়েছে। এই ঘটনায় মৃতের পরিবার খুনের অভিযোগ এনে থানায় মামলা করেছে। পুলিশের বক্তব্য, এটিএম হ্যাকের সাথে জড়িত সন্দেহে ধৃত সুশান্ত ঘোষ আত্মহত্যা করেছে। কিন্তু মৃতের পরিবারের দাবি, পুলিশি নির্যাতনেই তার মৃত্যু হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার ওই ঘটনার ম্যাজিস্ট্রেট তদন্তের নির্দেশ দিয়েছেন। এদিকে, প্রদেশ কংগ্রেস পুলিশ লকআপে সন্দেহভাজন অপরাধীর মৃত্যুর ঘটনায় প্রকৃত রহস্য উন্মোচন করে দোষীর দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি জানিয়েছে।

রবিবার পশ্চিম আগরতলা থানার সামনে পুলিশ লকআপে মৃত সুশান্ত ঘোষের পরিবারের সদস্যরা। ছবি- নিজস্ব।

ত্রিপুরায় সর্ববৃহৎ এটিএম হ্যাকের ঘটনায় ক্রাইম ব্রাঞ্চ ধৃত দুই তুর্কি নাগরিক এবং দুই বাংলাদেশী নাগরিককে জিজ্ঞাসাবাদ করে বেশ কিছু তথ্য-প্রমাণ সংগ্রহ করেছে। এর ভিত্তিতে পুলিশ একটি ব্যাগও উদ্ধার করে। ওই ব্যাগে তুর্কির নাগরিকদের জামা-কাপড় পাওয়া গিয়েছে। এদিকে, এটিএম হ্যাকারদের সহায়তার জন্য সন্দেহবশত লঙ্কামুড়ার ঘোষপাড়ার বাসিন্দা সুশান্ত ঘোষকে পুলিশ গ্রেফতার করেছিল। তাকে আদালতে সোপর্দ করে একদিনের রিমান্ডে নেয় পুলিশ। কিন্তু গতকাল শনিবার রাতে পশ্চিম আগরতলা থানার পুলিশ লকআপে রহস্যজনকভাবে তার মৃত্যু হয়।

এই ঘটনার পর আজ সুশান্ত ঘোষের বাবা পরিমল ঘোষ অভিযোগ করেন, তার ছেলে নির্দোষ এবং তাকে পুলিশ লকআপে খুন করা হয়েছে। তিনি বলেন, ছেলের মৃত্যু সংক্রান্ত ঘটনার সুষ্ঠু তদন্তক্রমে দোষীর বিচার চেয়ে মামলা করেছেন। তাঁর দাবি, কোনও বেআইনি কাজের সাথে তার ছেলে জড়িত ছিল না। একই কথা বলেন মৃতের বোন মৌসুমী ঘোষও। তাঁর দাবি, গতকাল আদালতে ভাইয়ের সাথে দেখা হলে তখন আমাকে সতর্ক থাকতে বলেছিলেন সুশান্ত। বার বার তার সাথে দেখা করার জন্য পুলিশের কাছে আবদার না করার জন্যও বলেছিলেন। তখন বুঝতে পারিনি পুলিশ তাকে মেরে ফেলবে, এ-কথা বলতে গিয়ে কান্নায় ভেঙে পড়েন মৌসুমী।

মৌসুমী ঘোষের দাবি, আজ সকালে থানা থেকে দুই পুলিশ কর্মী গিয়ে আমাদের থানায় যেতে বলেন। সে মোতাবেক থানায় গিয়ে জানতে পারি আমার ভাই পুলিশ লকআপে অসুস্থ হয়ে পড়লে তাকে জিবি হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। তিনি বলেন, পুলিশের সাথেই আমরা জিবি হাসপাতালে গিয়েছিলাম। কিন্তু পুলিশ তাদের হাসপাতালে রেখে গায়েব হয়ে যায। এর পর আমরা জানতে পেরেছি, সুশান্তর মৃতদেহ জিবি হাসপাতালের মর্গে রয়েছে। মৌসুমীর কথায়, পুলিশ বলছে লকআপে সুশান্ত আত্মহত্যা করেছে। কিন্তু থানার লকআপে কীভাবে আত্মহত্যা করল ভাই, সেই প্রশ্নের কোনও জবাব দিচ্ছে না পুলিশ। তাঁর সাফ কথা, লকআপে সুশান্ত পুলিশের

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

ব্রু শরণার্থী প্রত্যাবর্তনে

ত্রিপুরা ও মিজোরাম সরকারকে একমাসের চূড়ান্ত সময়সীমা বেঁধে দিল কংগ্রেস

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১২ জানুয়ারি।। ত্রিপুরায় আশ্রিত ব্রু শরণার্থীদের মিজোরামে প্রত্যাবর্তনের জন্য এক মাসের চূড়ান্ত সময়সীমা বেঁধে দিয়েছে প্রদেশ কংগ্রেস। তাঁদের মিজোরামে ফেরত পাঠানো না হলে গণ-আন্দোলনের হুমকি দিয়েছেন প্রাক্তন পিসিসি সভাপতি তথা প্রাক্তন বিধায়ক বীরজিৎ সিনহা। তাঁর সাফ কথা, ব্রু শরণার্থীদের জন্য শিবির সংলগ্ন গ্রামে সামাজিক এবং অর্থনৈতিক পরিস্থিতির ক্রমাগত অবনতি হচ্ছে। কখনও কখনও আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতিও অস্বাভাবিক হয়ে উঠে।

রবিবার বীরজিৎ সিনহা বলেন, ত্রিপুরায় দীর্ঘ সময় ধরে ব্রু শরণার্থীরা আশ্রয় নিয়ে রয়েছেন। প্রায় ৩৫ হাজার শরণার্থী ত্রিপুরার বিভিন্ন শিবিরে আশ্রিত। কিন্তু এখন তাদের জন্য সমস্যার সৃষ্টি হচ্ছে। তাঁর অভিযোগ, ব্রু শরণার্থীদের মিজোরামে প্রত্যাবর্তনে কেন্দ্র ও রাজ্য সরকার টালবাহানা করছে। এমন-কি, ত্রিপুরা সরকার তাদের রাজ্যেই পুনর্বাসন দিতে চাইছে। বীরজিতের সাফ কথা, ত্রিপুরায় জমির অভাব রয়েছে। সেই তুলনায় মিজোরামে প্রচুর জমি রয়েছে। সেখানে ব্রু শরণার্থীদের পুনর্বাসন দেওয়া হোক। তাঁর দাবি, কেন্দ্রীয় সরকার বিশেষ প্যাকেজ দিয়ে ব্রু শরণার্থীদের স্বভূমে পাঠানোর ব্যবস্থা করুক।

তিনি বলেন, এখন শরণার্থী শিবিরের পার্শবর্তী গ্রামে সামাজিক এবং অর্থনৈতিক পরিস্থিতির ক্রমাগত অবনতি হচ্ছে। আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতিও অনেক সময় নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যাচ্ছে। তাঁর মতে, ব্রু শরণার্থী মিজোরামে প্রত্যাবর্তন না হলে ত্রিপুরায় জাতি-উপজাতির মধ্যে এর ভয়ঙ্কর প্রভাব পড়বে। কারণ, সম্প্রতি কাঞ্চনপুরে পরিস্থিতি অগ্নিগর্ভ হয়ে রয়েছে।

তিনি বলেন, প্রায়ই ত্রিপুরার স্থায়ী বাসিন্দারা ব্রু শরণার্থীদের হাতে আক্রান্তের অভিযোগ উঠছে। ফলে, ত্রিপুরার প্রকৃত নাগরিক নিজেদের অসুরক্ষিত মনে করছেন। বীরজিতের মতে, ত্রিপুরার বৃহত্তর স্বার্থে ব্রু শরণার্থীদের মিজোরামে প্রত্যাবর্তন খুবই জরুরি।

তাই তিনি ব্রু শরণার্থী প্রত্যাবর্তনে ত্রিপুরা ও মিজোরাম সরকারকে এক মাসের চূড়ান্ত সময়সীমা বেঁধে দিয়েছেন। এক মাসের মধ্যে তারা মিজোরামে ফিরে না গেলে গণ-আন্দোলনে নামবে কংগ্রেস, হুঁশিয়ারি দেন তিনি।

যান সন্ত্রাসে রক্তাক্ত রাজপথ, মৃত ১, আহত ১

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১২ জানুয়ারি।। রাজ্যে যান সন্ত্রাসে মৃত্যুর মিছিল অব্যাহত রয়েছে। আজ পৃথকস্থানে দুর্ঘটনায় এক জনের মৃত্যু ও একজন গুরুতর আহত হয়েছেন। দুর্ঘটনায় অনিয়ন্ত্রিত যান চলাচলকেই দায়ি করা হয়েছে। মূলত, গতির কাছে প্রতিদিন হার মানছে জীবন।

রবিবার ১২টা নাগাদ লরির ধাক্কায় ৩৬ বছরের এক যুবকের মৃত্যু হয়েছে। ঘটনা খোয়াই থানা এলাকায় মহাদেবটিলা স্কুলের নিকট। ঘটনার বিবরণে জানা যায় টি, আর-০৪-১৭৫৬ নম্বরের একটি ইট বোঝাই ট্রাক চেবরী থেকে খোয়াই অভিমুখে আসছিল দ্রুত গতিতে। সেই সময় মহাদেবটিলা স্কুলের নিকট রাস্তা পার হচ্ছিল ৩৬ বছরের সত্যব্রত দেব। তৎক্ষণাৎ গাড়ির ধাক্কায় ঘটনাস্থলে মৃত্য হয় সত্যব্রত দেবের। মহাদেবটিলা এলাকার নিতিশ দেবনাথের বাড়িতে দীর্ঘ ১৮-২০ বছর যাবত কাজ করত ওই যুবক। ঘটনার খবর পেয়ে দমকল কর্মীরা তাকে খোয়াই জেলা হাসপাতালে নিয়ে আসলে কর্তব্যরত চিকিৎসক মৃত বলে জানায়। এদিকে অভিশপ্ত ট্রাকটি ঘটনাস্থল থেকে পালিয়ে গেলেও পুলিশের হাতে ধরা পরে। মৃত সত্যব্রত দেবের বাড়ি কল্যাণপুর থানা এলকায় রতিয়া গ্রামে ।

এদিকে, যান সন্ত্রাসের শিকার ১৩ বছরের এক কিশোর তার নাম রোহান রায়। ঘটনা রবিবার সকালে বিশালগড় থানাধীন জাঙ্গালিয়া এলাকায়। উল্লেখ্য, রবিবার স্বামী বিবেকানন্দের জন্মদিন উপলক্ষ্যে বিশালগড় বিবেকানন্দ শিশু নিকেতন থেকে একটি শোভাযাত্রা বের হয়েছিল। এই শোভাযাত্রাটি দেখার জন্যই এই কিশোর জাঙ্গালিয়া এলাকায় রাস্তার পাশে দাঁড়িয়ে ছিল। এমন সময় দ্রুতবেগে বিপ্লব দেবনাথ নামে এক বাইক চালক তার টিআর ০১-কে৮২৯৯ নম্বরের বাইক নিয়ে এসে তাকে ধাক্কা দেয়। ঘটনাস্থলেই জ্ঞান হারিয়ে ফেলে এই কিশোর। খবর দেওয়া হয় বিশালগড় অগ্নিনির্বাপক দপ্তরে। দমকল কর্মীরা গিয়ে এই কিশোরকে উদ্ধার করে বিশালগড় মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে যায়। সেখান থেকে তাকে প্রাথমিক চিকিৎসার পর রেফার করা হয় জিবি হাসপাতালে। পুলিশ বাইকটিকে আটক করেছে এবং বাইক চালকের কিছু না হলেও ওই দমকলের গাড়িতে করেই চালককে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়।

প্রসঙ্গত, শনিবার ৬ বছরের এক শিশু লড়ির ধাক্কায় প্রাণ হারিয়েছে। ২৪ ঘন্টার মধ্যেই আরও যুবকের দুর্ঘটনায় মৃত্যু সড়ক পথে যাতায়াত অতান্ত ঝঁকিপূর্ণ করে তুলেছে।

৪ দিনের সফরে ভারত আসছেন বাংলাদেশের তথ্যমন্ত্রী

মনির হুসেন, ঢাকা, ১২ জানুয়ারী ।। চারদিনের সফরে ভারত আসছেন বাংলাদেশের তথ্যমন্ত্রী ড় হাছান মাহমুদ। এ লক্ষ্যে সোমবার নয়াদিল্লির উদ্দেশে ঢাকা ত্যাগ করবেন তিনি। রবিবার তথ্য মন্ত্রণালয়ের পাঠানো তথ্যবিবরণীতে এ তথ্য জানানো হয়। এতে জানানো হয়, সফরে দু'দেশের তথ্য খাতে সহযোগিতা প্রসারের লক্ষ্যে ভারতের তথ্য ও সম্প্রচারমন্ত্রী প্রকাশ জাভাদেকারের সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক বৈঠকে তিনি মিলিত হবে। এছাড়া এ সফরে ভারতে বাংলাদেশ বেতার ও বাংলাদেশে আকাশবাণীর সম্প্রচারের উদ্বোধন এবং জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জীবনের ওপর চলচ্চিত্র নির্মাণে দু'দেশের চলচ্চিত্র উন্নয়ন করপোরেশনের মধ্যে আনুষ্ঠানিক চুক্তির কথা রয়েছে। একইসঙ্গে দেশের বঙ্গবন্ধু ফিল্ম সিটির আধুনিক রূপায়নের জন্য অভিজ্ঞতা বিনিময়ে হায়দ্রাবাদের রামুজী ফিল্ম সিটি তথ্যমন্ত্রী পরিদর্শনের কথা তথ্যবিবরণীতে জানানো হয়।

নাগরিক সংশোধনী আইন নিয়ে ফের বিরোধীদের বিঁধলেন প্রধানমন্ত্রী

কলকাতা, ১২ জানুয়ারি (হি.স.)।। দেশের নাগরিক সংশোধনী আইন নিয়ে ফের বিরোধীদের বিঁধলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। রবিবার বেলুড় মঠে সিএএ'র পক্ষে জোর সওয়াল করে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী বলেন, নাগরিক সংশোধনী আইন নাগরিকত্ব ছিনিয়ে নেওয়ার জন্য নয়, বরং নাগরিকত্ব প্রতিষ্ঠিত করার আইন। আর এটাই যুব সমাজ বুঝতে পারছেন। তাই ২০২০ সাল কেবল নতুন বছর নয়, একটি নতুন দশক যা দেশ গঠনে যুবকদের অংশগ্রহণকে আরও জোরদার করবে। এদিন বেলুড়ের মঞ্চে মোদি বলেন, ''এখন দেশে সংশোধিত নাগরিকত্ব আইন নিয়ে প্রচুর আলোচনা চলছে। এই আইন কী? এটা আনার এত প্রয়োজনীয়তা কী? অনেকের মনে অনেক প্রশ্ন আছে। অনেক তরুণ সজাগ। আবার অনেকে আছেন, যাঁরা গুজবের শিকার। এদের সঠিক রাস্তায় আনা, এদের বোঝানোটাও আমাদের কর্তব্য। আজ যুব দিবসে দেশের যুবকদের, বাংলার যুবসমাজকে এই পবিত্র জমিতে দাঁড়িয়ে বলতে চাই, এমন নয় যে এই আইন আমরা রাতারাতি এনেছি। আমারা সবাই জানি, অন্যান্য দেশের যে কোনও

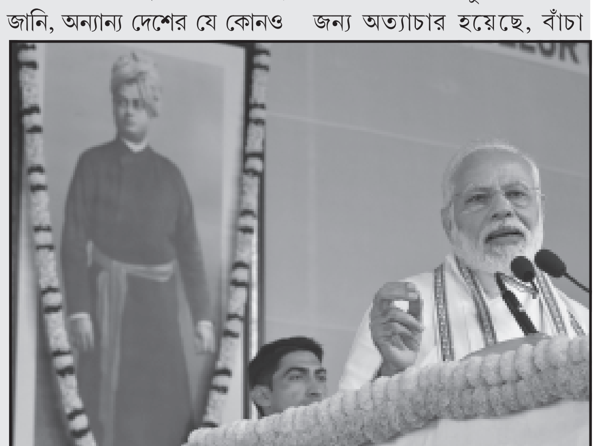

রবিবার প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি বেলুর মঠে একটি অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখছেন। ছবি- পিআইবি।

ব্যক্তি যে ভারতে বিশ্বাস করে, ভারতের সংবিধানে ভরসা রাখে, তাঁদের জন্য এই আইন। আমি আরও একবার বলছি, নাগরিকত্ব আইন, নাগরিকত্ব ছিনিয়ে নেওয়ার জন্য নয়। এটা নাগরিকত্ব দেওয়ার মঞ্চ। আর সংশোধিত নাগরিকত্ব আইন শুধু আগের আইনের সংশোধনী মাত্র। এটা একটা সুযোগ, যাঁদের উপর শুধু দেশভাগের পর শুধু ধর্মবিশ্বাসের জন্য অত্যাচার হয়েছে, বাঁচা মুশকিল হয়ে গিয়েছে, মা-বোনেদের সম্মান অসুরক্ষিত হয়ে গিয়েছে তাঁদের ন্যায়বিচার দেওয়ার।'' স্বামী বিবেকানন্দের জন্মবার্ষিকীতে আজ বেলুড় মঠে

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

ফার্ম শ্রমিকদের দুর্বিষহ অবস্থা তোপ সিটুর

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১২ জানুয়ারি ।। ত্রিপুরা ফার্ম শ্রমিক ইউনিয়নের ৬ষ্ঠ রাজ্য সম্মেলন রবিবার সিটু রাজ্য কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত হয়। সম্মেলনে সিটু নেতা কানু ঘোষ বলেন, সারা রাজ্যে দুর্বিষহ করুণ অবস্থা চলেছে। কাজ নেই। গত ১ বছরে ফার্ম শ্রমিকদের মজুরি কানাকড়িও বাড়েনি। বিগত বাম আমলে অনিয়মিত শ্রমিকদের নিয়মিত করা হয়েছে বলেও উল্লেখ করেন তিনি। রাজ্যে শ্রমিক কর্মচারী বিরোধী সরকার চলেছে। সর্বত্র চলেছে অশান্তির পরিবেশ। নিচুস্তরের কর্মচারীদের অহেতুক বদলি করা হচ্ছে বলে উল্লেখ করেন তিনি। অত্যন্ত ভয়ভীতি উপেক্ষা করে শ্রমিকরা সম্মেলনে এসেছেন। সন্ত্রাস করে শ্রমিক আন্দোলন রাখা যাবে না বলে মন্তব্য করেন সিটু নেতা কানু ঘোষ।

যুব সম্প্রদায় সুস্থ থাকলেই প্রধানমন্ত্রী মোদীর ফিট ইন্ডিয়া স্বপ্ন পূরণ সম্ভব : মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১২ জানুয়ারি।। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর ফিট ইন্ডিয়ার স্বপ্ন পূরণ সম্ভব হবে যুব সম্প্রদায় সুস্থ থাকলে। তাই প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ফিট ইন্ডিয়া এবং মেড ইন ইন্ডিয়া গড়ার যে স্বপ্ন দেখছেন ত্রিপুরা রাজ্যও তাঁর পথ অনুসরণ করে চলেছে। আমাদের যুব সম্প্রদায় সুস্থ থাকলেই ফিট ইন্ডিয়া গড়ে উঠবে। মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব রবিবার সকালে স্বামী বিবেকানন্দ ময়দানে ত্রিপুরা পুলিশ সপ্তাহ ২০২০ উদযাপনের অঙ্গ হিসেবে 'আগরতলা হাফ ম্যারাথন দৌড়' অনুষ্ঠানে সুস্থ থাকার আহ্বান জানিয়েছেন।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, আজ স্বামী বিবেকানন্দের জন্মদিন। আজকের দিনটি রাষ্ট্রের কাছে, যুবাদের কাছে গর্বের দিন। স্বামীজি যুব সম্পদায়কে খেলাধূলায়, মননে-চিন্তনে জেগে ওঠার আহ্বান জানিয়েছিলেন। মুখ্যমন্ত্রী দেব ম্যারাথন দৌড়ে অংশগ্রহণকারী মোট ৬১৪ জন প্রতিযোগী ও প্রতিযোগিনীর প্রশংসা করে বলেন, আজকের দৌড় প্রতিযোগিতায় বড় মাত্রায় অংশগ্রহণকারীদের দেখে রাজ্যের জনগণের মধ্যে অনুপ্রেরণার জন্ম দেবে।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ত্রিপুরার প্রতিটি ক্লাবের মধ্যে নানা গুণাবলী রয়েছে। একে আরও জাগ্রত করতে ত্রিপুরা সরকার

দুর্গাপূজার আগে রাজ্যের ১,১০০টি ক্লাবের মধ্যে বিভিন্ন খেলাধূলার সামগ্রী বিলি করেছে। অথচ আগের সরকার সে পথে হাঁটেনি। তাঁর দাবি, রাজ্য সরকার ড্রাগসমুক্ত ত্রিপুরা গড়তে চাইছে। এই কাজে সকলকে একাত্ম হতে হবে।

এদিন মুখ্যমন্ত্রী সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে বলেন, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ফিট ইন্ডিয়া ও মেড ইন ইন্ডিয়া গড়ার ডাক দিয়েছেন। আমরাও ফিট ত্রিপুরা, মেড ইন ত্রিপুরা গড়তে চাইছি। তিনি বলেন, আমরা চাই যুব সম্প্রদায় নিজেকে সুস্থ রাখতে ফুটবল, ক্রিকেট, ভলিবল, হ্যান্ডবল, কবাডি প্রভৃতি খেলায় আরও বেশি করে যুক্ত হোক। তারা সুস্থ থাকলেই ত্রিপুরা সুস্থ থাকবে। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ত্রিপুরা বনজ সম্পদে সমৃদ্ধ। আমরা প্রধানমন্ত্রী বনধন যোজনাকে ত্রিপুরায়ও ফলপ্রসূ করার উদ্যোগ নিয়েছি। তাতে ৩০টি স্ব-সহায়ক দলকে যুক্ত করা হবে। তিনি জানান, সম্প্রতি ১১টি স্ব-সহায়ক দলের প্রকল্প কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে পাঠানো হয়েছিল। তার মধ্যে ৯-টি মঞ্জুরি পেয়েছে। অবশিষ্ট ১৯টি স্ব-সহায়ক দলের প্রজেক্ট কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে পাঠানোর প্রক্রিয়া চলছে, জানান তিনি।

প্রসঙ্গত, ত্রিপুরা পুলিশ ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

জাগরণ আগরতলা ◘ বর্ষ-৬৬ ◘ সংখ্যা ৯৫ ◘ ১৩ জানুয়ারি ২০২০ইং ◘ ২৭ পৌষ ◘ সোমবার ◘ ১৪২৬ বঙ্গাব্দ

প্রশ্নের মুখে বিরোধী জোট

বিজেপি বিরোধী আন্দোলনে তেজীভাবের সম্ভাবনা কি আছে? এই প্রশ্ন উঠিয়াছে এই কারণে যে, বিরোধীরা এক কাট্টা হইতে পারে না। ব্যাঙ যেমন এক পাল্লায় তোলা যায় না, সেই অবস্থা হইয়াছে বিরোধীদের। কংগ্রেস সিদ্ধান্ত নিয়াছে দেশের যেখানেই সংশোধিত নাগরিকত্ব আইন এবং এনআরসির বিরুদ্ধে আন্দোলন হইবে, সেখানেই কংগ্রেস আন্দোলনকারীদের পাশে থাকিবে। শনিবার কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির বৈঠকে সোনিয়া গান্ধী সরাসরি মোদি সরকারকে আক্রমণ হানেন। তিনি স্পষ্ট বলিয়াছেন, নাগরিকত্ব আইন দেশের আত্মাকে ধ্বংস করার আইন। এই আইন বলবৎ করিয়া দেশের অখন্ডতা আর বহুত্ববাদী চরিত্রকেই সমাপ্ত করিতে চায় বিজেপি সরকার। তাঁহার মতে দেশে যতরকম অশান্তি ও অরাজকতা চলিতেছে তাহার প্রত্যেকটির প্ররোচনাকারী নরেন্দ্র মোদি ও অমিত শাহ। ভারতে বিভাজনের রাজনীতি করিয়া তাঁহারা রাজনীতির সুবিধা লাভ করিতে চাহিতেছেন। সিপিআই(এম) পলিটব্যুরোও বৈঠকে বসিতেছে। সোমবার বিরোধীদের জোটের বৈঠকে তৃণমূল নেত্রী তথা পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় অংশ নিবেন না বলিয়া জানাইয়াছেন। কারণ হিসাবে তিনি জানাইয়াছেন গত ৮ই জানুয়ারি বুধবার ভারত বনধে কংগ্রেস ও সিপিএম যে হিংসার আশ্রয় নিয়াছিল তাহার প্রতিবাদে আমরা বিরোধী জোটের বৈঠকে যোগ না দেওয়ার সিদ্ধান্ত ঘোষণা করিতেছি। এই ঘটনায় কি বিরোধী জোট কিছু ধাক্কা খাইবে না?

গত লোকসভা নির্বাচনের আগেও বিরোধী জোট জোর ধাক্কা খাইয়াছে। কোনও কোনও বিরোধী দল ঝোপ-বুঝিয়া কোপ মারার চেষ্টায় থাকেন। এনআরসি ও নাগরিকত্ব সংশোধনী আইন নিয়া সবচাইতে বেশী সংগ্রামমুখর মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। মমতা এমন সময়ই বিরোধী জোটের বৈঠকে যাইবেন না বলিয়া জানাইয়াছেন যখন প্রধানমন্ত্রী কলকাতা সফরের কর্মসূচী ঘোষিত হইয়াছে। যথারীতি মমতা প্রধানমন্ত্রী মোদীর সঙ্গে একান্ত বৈঠকও করিয়াছেন। বৈঠকের পরেই তিনি আবার এনআরসি, সিএএ বিরোধী ধরনা মঞ্চে উপস্থিত হইয়া নিজের পক্ষে সাফাই দিতে গিয়া বলিয়াছেন যে, প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করা মুখ্যমন্ত্রীর সাংবিধানিক দায় দায়িত্বের মধ্যে পড়ে। তিনি প্রধানমন্ত্রীকে বলিয়াছেন রাজ্যের বকেয়া হাজার কোটি টাকা মিটাইয়া দিতে এবং সিএএ প্রত্যাহার করিয়া নিতে। মমতার এই বিশ্লেষণ দেওয়া সত্ত্বেও বিরোধীরা ছাড়িয়া কথা কহে নাই। বিরোধীদের প্রস্তাবিত বৈঠক মমতার না যাওয়ার পিছনে গোপন কোনও রফা আছে কিনা সেই প্রশ্ন তুলিয়াছে সিপিএম ও কংগ্রেস। মমতা বলিয়াছেন এনআরসি ও সিএএ'র বিরুদ্ধে তিনি একাই লড়াই জারী রাখিবেন। পশ্চিমবঙ্গে বনধকে কেন্দ্র করিয়া সহিংস ভূমিকা তো নতুন নহে। রাজ্যস্তরে এই আন্দোলন, দ্বন্দ্ব তো নতুন নহে। তাই বলিয়া বৃহত্তর ক্ষেত্রে একটি ঐক্যবদ্ধ বিরোধী জোট গড়িয়া না উঠিলে বিজেপিকে রোখা অসম্ভব। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়দের এই সেন্টিমেন্ট ও রাজনীতির খেলা কার্য্যত বিজেপিকে শক্তিশালী করিবার রসদই যুগাইয়া যাইবে সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।

আসলে এনআরসি এবং সিএএ আন্দোলনে কংগ্রেস দেশ জুড়িয়া নেতৃত্ব দেওয়ার বিষটি মমতাকে মানাইয়া নেওয়া কষ্টকর। কারণ, তিনি ইহাই প্রতিষ্ঠা দিতে চাহিতেছেন যে তিনিই থাকিবেন আন্দোলনের পুরোধা। এই আন্দোলনের সুফল অর্থাৎ ভোট বাক্সের লক্ষ্যেই মমতা আজ অনেক বেশী সোচ্চার।তাহার প্রমাণও তিনি পাইয়াছেন পশ্চিমবঙ্গে তিনটি বিধানসভা আসনের উপনির্বাচনের ফলাফলে। মমতা এই ইস্যুকে অন্যের হাতে অবলীলায় ছাড়িতে চাইবেন কেন? পশ্চিমবঙ্গে বিজেপির সামনে যে সংকট আসিয়া দাঁড়াইয়াছে তাহা এনআরসি ও সিএএ। এই ইস্যু হইতে এই মুহূর্তে কেন্দ্রকে সরিয়া যাওয়াও প্রায় অসম্ভব। এক্ষেত্রে বিরোধীরা যদি ঐক্যবদ্ধ হইতে না পারে তাহা হইলে বিজেপি যেন তেন প্রকারেণ সংকট কাটাইয়া উঠিতে পারিবে। সুতরাং বিজেপির এখন বড় কাজ বিরোধী ঐক্যে ফাটল ধরানো এবং এই ঐক্যকে চুরমার করিয়া দেওয়া। সাম্প্রতিক নির্বাচনগুলিতে কংগ্রেস সাফল্য পাইয়াছে। মমতা কংগ্রেসের সাফল্য কি চান? যদি কংগ্রেস আবার পূর্ণ শক্তি নিয়া জাতীয় রাজনীতিতে উঠিয়া আসে তাহা হইলে তৃণমূলের শক্তি ক্ষীণ হওয়ার সম্ভাবনা আছে। মমতা অনেক হিসাব করিয়া আগাইতে চাহিতেছেন। দেশ এখন এক গভীর সংকটে হাবুডুবু খাইতেছে। এই অবস্থায় কংগ্রেস সোজা হইয়া উঠিয়া দাঁড়াইতে না পারিলে বিরোধী শক্তি উজ্জীবিত হইবে না। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নিজের রাজনীতির স্বার্থকে কোনও ভাবেই জলাঞ্জলী দিতে চাহিবেন না। কোনও দল যদি আত্মত্যাগে বিমুখ থাকে তাহা হইলে বিরোধী জোটের শক্তিশালী হইবার সম্ভাবনা কতখানি প্রশ্ন থাকিয়া যায়।

স্বামী বিবেকানন্দের ১৫৮ তম জন্মদিনে অন্ধ ও প্রতিবন্ধী সহ ১৫৮ জন যুবকের রক্তদান

বাঁকুড়া, ১২ জানুয়ারি (হি.স.) : স্বামী বিবেকানন্দের ১৫৮ তম জন্মদিনে ১৫৮ জন যুবক রক্তদান করে শ্রদ্ধা জানালো।দেশবন্ধু ফিজিক্যাল ক্লাবের উদ্যোগে ক্লাবের সদ্য প্রয়াত সভাপতি গণেশ নাগের স্মৃতিতে স্বামীজির জন্মদিন উপলক্ষ্যে স্বেচ্ছা রক্তদান শিবিরের আয়োজন করা হয়। প্রদীপ প্রজ্জোলন করে শিবিরের উদ্বোধন করেন বিধায়ক অরূপ খাঁ। বিধায়ক শম্পা দরিপা, পুরপ্রধান মহাপ্রসাদ সেনগুপ্ত, উপপৌরপ্রধান দিলীপ আগরওয়ালা, কাউন্সিলর রাধারানী ব্যানার্জি, রেখা দাস রজক, সহ বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন।

রক্তদান করার জন্য লম্বা লাইন পড়ে যায়। এদিন শিবিরে অন্ধ যুবক সৌরভ কুন্ডুকে সঙ্গে নিয়ে এসে তার বাবা, মা ও সৌরভের সঙ্গে রক্তদান করেন। এছাড়াও প্রয়াত গণেশ নাগের প্রতিবন্ধী পুত্র রাজা নাগ রক্তদান করেন। শারীরিক প্রতিবন্ধকতাকে অগ্রাহ্য করে তাদের রক্তদান দেখে অভিভূত হয়ে যান উপস্থিত সকলে। ক্লাবের সভাপতি দেবদাস দাস জানান যে রবিবার রক্তদানে অভূতপূর্ব সাড়া পড়ে, বহু যুবক যুবতী রক্তদান করতে এগিয়ে এলেও আজ সুযোগ পাননি, সে কারণে আরো একদিন একটি শিবিরের আয়োজন করা হবে। বাঁকুড়া ভলান্টারি ব্লাড ডোনার্স সোসাইটির সম্পাদক বিপ্রদাস মিদ্যা বলেন মহিলা সহ বিভিন্ন পেশার মানুষ আজ যেভাবে রক্তদান করার জন্য এগিয়ে এসেছেন তা দেখে রীতিমত মুগ্ধ।রক্তদানে উদ্বুদ্ধ করার জন্য সোসাইটি পরিচালিত সচেতনতা শিবিরের সুফল পাওয়া যাচ্ছে বলে তিনি মন্তব্য করেন।

বিবেকানন্দের জন্মদিন উপলক্ষ্যে এদিন আরএসএস-এর উদ্যোগে একটি সাইকেল মিছিল বের হয়।

যাদবপুরের পড়ুয়াদের 'অসভ্য' বলে কটাক্ষ বাবুল সুপ্রিয়র

কলকাতা, ১২ জানুয়ারি (হি.স.): 'যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্মান নষ্ট করছে কিছু 'অসভ্য' ছেলেমেয়ে' ঊ যাদবপুরের পড়ুয়ারাদের নিয়ে এরকমই অভিযোগ তুললেন কেন্দ্রীয়মন্ত্রী বাবুল সুপ্রিয়ঊ

যাদপুরের বিক্ষোভ প্রসঙ্গে বাবুল সুপ্রিয় বলেন, 'কিছু অসভ্য ছেলেমেয়েঊ অসভ্যই বলবো এদেরকেঊ যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের সমস্ত সম্মান নষ্ট করছে এরাঊ বিশ্ববিদ্যালয়ে চত্বরে নতুন রাজনীতির আখড়া বানিয়ে ফেলেছেঊ গেটের বাইরে রাজনৈতিক মঞ্চ বানানো হচ্ছে এটা নক্কারজনকঊ আমি লাঠি চালাতে বলছি না কিন্তু রাজ্য প্রশাসনকে কোথাও গিয়ে কন্টোল করতে হবেঊ'' মুখ্যমন্ত্রীকে কটাক্ষ করে কেন্দ্রীয়মন্ত্রী বলেন, দিদি এসবে লিড করছেনঊ এই সব কাজে উৎসাহ যোগাচ্ছেন ।না হলে আমাকে যেদিন আটকে দেওয়া হল তখন রাজ্যপাল এলেন ঊ অন্যদিকে, রাজ্যপাল বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তনে যোগ দিতে না পেরে যখন ফিরে গেলেন। তখন মুখ্যমন্ত্রীর কি ভূমিকা পালন করেছিলেন।

খ্যাতি ও অখ্যাতির সঙ্কটে বিবেকানন্দ

ইন্দ্রজিৎ সেনগুপ্ত

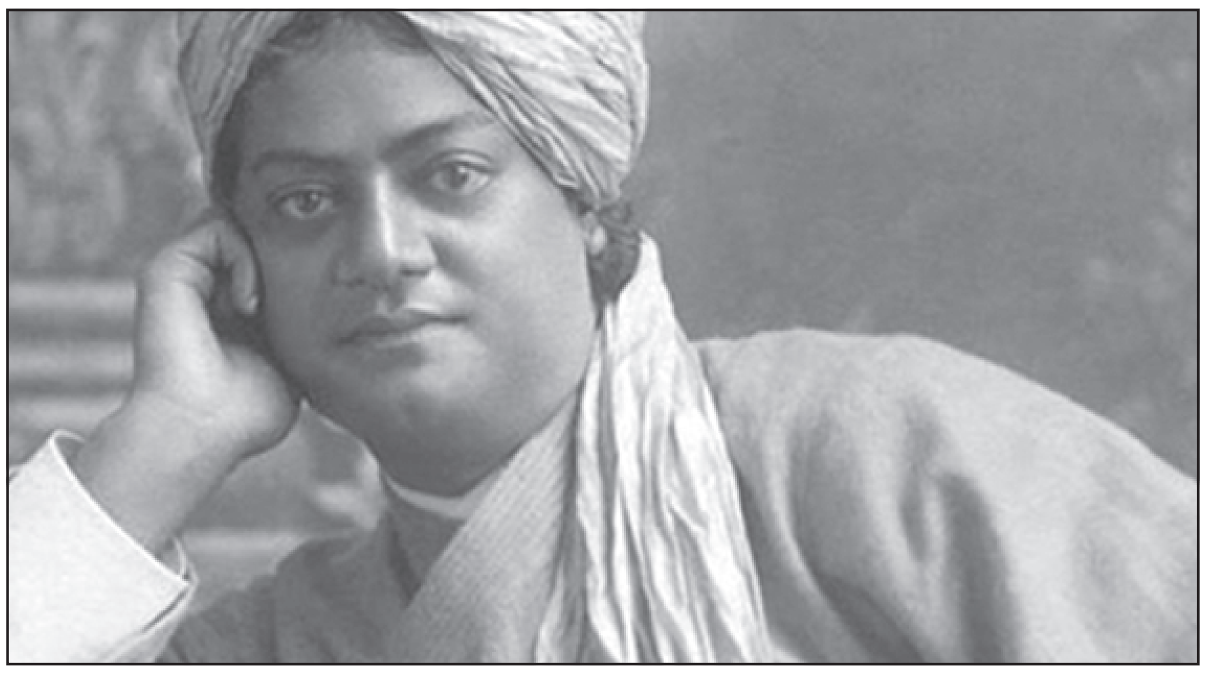

১৮৯৩ সালের ১১ সেপ্টেম্বর। শিকাগোর আর্ট ইনস্টিটিউটে বসেছিল 'দ্যা পার্লামেন্ট অব ওয়ার্ল্ড রিলিজিয়নস'। এদিন বিবেকানন্দ কার প্রথম সংক্ষিপ্ত ভাষণ দেন। তিনি ভারত এবং হিন্দু ধর্মের প্রতিনিধিত্ব করেন। প্রথম দিকে বিচলিত থাকলেও তাঁর বক্তৃতা শুরু করলেন এভাবে, 'আমেরিকার ভ্রাতা ও ভগিনীগণ!' তার এ সম্ভাষণে প্রায় সাত হাজারের মতো দর্শক-শ্রোতা দুই মিনিট দাঁড়িয়ে তাকে সংবর্ধনা জানান। নীরবতা ফিরে আসার পর তিনি তার বক্তৃতা শুরু করলে। 'আমার পূর্ববর্তী বক্তারা যে সহিষ্ণুতা ও মহাজাগতিক গ্রহণযোগ্যতার দাবি করেছেন, সেই সহিষ্ণুতা ও মহাজাগতিক গ্রহণযোগ্যতা বিশ্ব শিখেছে সেই ধর্মের সর্বাধিক প্রাচীন সন্ন্যাসীদেরবৈদিক ক্রমানুসারে'। তিনি ইহুদীদের ওপর রোমান আক্রমণ এবং ইহুদী মন্দির ধ্বংস হয়ে যাবার পর ভারতে আশ্রয় এবং পারসিক জাতির ভারতে আশ্রয় নেওয়ার কথা স্মরণ করিয়ে বিশ্বে দরবারে ভারতের অবদান ও ভারতের মাহাত্ম তুলে ধরলেন। গীতা থেকে এ সম্পর্কে দুটি উদাহরণমূলক পঙক্তি উদ্ধৃত করেন---'যেহেতু বিভিন্ন স্রোতধারারর উৎসসমূল বিভিন্ন জায়গায় থাকে, সেগুলির সবই সমুদ্রের জলে মিশে যায়, সুতরাং হে প্রভু, বিভিন্ন প্রবণতার মধ্য দিয়ে মানুষ বিভিন্ন যে সকল পথে চলে, সেগুলো বিভিন্ন রকম ঝাঝ বা সোজা মনে হলেও, সেগুলি প্রভুর দিকে ধাবিত হয়। এবং যে আকারের মধ্যে দিয়েই হোক না কেন, যে-ই আমার নিকট আসে, আমি তাঁর নিকট পৌঁছাই সকল মানুষই বিভিন্ন পথে চেষ্টা করছে যা অবশেষে আমার নিকট পৌঁছাই সকল মানুষই বিভিন্ন পথে চেষ্টা করছে যা অবশেষে আমার নিকট পৌঁছায়।' সভার সভাপতি ড. ব্যারোজ বলেন, কমলা সন্নাসী স্বামী বিবেকানন্দ ভারতের প্রতিনিধিত্ব করেছেন এবং তাঁর শ্রোতাদের উপর সব চাইতে বিস্ময়কর প্রভাব বিস্তার করেছেন। সংবাদমাধ্যমে তিনি প্রচুর মনোযোগ আকর্ষণ করেন যাতে তিনি ভারতের সাইক্লোন সন্ন্যাসী হিসেবে অভিহিত হন। নিউ ইয়র্ক ক্রিটিক লিখেছিল, 'ঐশ্বরিক আধিকারবলে তিনি একজন বক্তা এবং হলুদ ও কমলার চিত্রবৎ আধানে তাঁর শক্তিশালী, বুদ্ধিদীপ্ত চেহারার চেয়ে কম আগ্রহোদ্দীপক ছিল না ওই সকল সমৃদ্ধ ও ছন্দোময়ভাবে উচ্চরিত শব্দসমূহ। নিউইয়ক' হেরাল্ড লিখেছিল, বিবেকানন্দ নিঃসন্দেহ ধর্মসভার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিত্ব। তাঁর বক্তৃতা শুনে আমরা অনুভব করি এ শিক্ষিত জাতির নিকট মিশনারি পাঠানো কি পরিমাণ বোকামি।' আমেরিকার পত্রিকাসমূহ স্বামী বিবেকানন্দকে ধর্মসভার সবচেয়ে মহান ব্যক্তিত্ব এবং সভার সবচেয়ে জনপ্রিয় ও প্রভাবশালী ব্যক্তি হিসেবে প্রতিবেদন লেখে।

সেদিন পত্র-পত্রিকায় তাঁকে ভারতের সাইক্লোন সন্ন্যাসী আখ্যা দেওয়া হয়েছিল, সেই খ্যাতির ভারে স্বামী বিবেকানন্দ সেসময় বেশ মুশকিলে পড়ে গিয়েছিলেন। জনপ্রিয়তা ও খ্যাতির কিছু কিছু বিড়ম্বনা তো থাকেই, তা বোঝা যায়, কিন্তু এই তরুণ সন্ন্যাসীটি তখন বুঝতে পারেননি যে, তাঁর এই জনপ্রিয়তাকে কাজে লাগাবার জন্য এক শ্রেণির ব্যবসায়ী তাঁকে কুক্ষিগত করে ফেলবে। শিকাগোর বিশ্ব ধর্ম সম্মেলনের শুধু উদ্বোধনী ভাষণে নয়, তারপরে আরও অনেকগুলি আলোচনা চক্রে প্রমাণিত হয়ে গিয়েছিল যে স্বামী বিবেকানন্দের বক্তৃতায় এক দারুন আকর্ষণী শক্তি আছে। যেসব সভায় অনেক বক্তা, সেসব সভায় বিবেকানন্দের ডাক পড়ত সবচেয়ে শেষে। আন্যান্যদের বক্তৃতা শুনতে শুনতে শ্রোতারা যখন ঝিমিয়ে পড়তেন, অনেক উঠে চলে যেতে শুরু করতেন, তখন উদ্যোক্তারা ঘোষণা করতেন, আপনারা বসুন , বসুন এরপরে বলবেন স্বামী বিবেকানন্দ। অমনি সভামণ্ডলে নতুন উৎসাহের সঞ্চার হত। শুধু প্রকাশ্য জনসভায় নয়, বিভিন্ন ঘরোয়া আসরেও তাঁর ডাক পড়ত, বিশিষ্ট ব্যক্তিরা ঘণ্টার পর ঘণ্টা মন্ত্রমুগ্ধের মতন তাঁর কথা শুনতেন।

তখন স্বামী বিবেকানন্দের জনপ্রিয়তা দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে দেখে শিকাগোর শ্লেটন লাইসিয়াম ব্যুরো নামে এক ব্যবসায়ী তাঁরা সঙ্গে তিনি বৎসরের একটা চুক্তি করে ফেলেছিল। স্বামীজীর সাথে তাদের চুক্তি ছিল যে, তারা আমেরিকার বিভিন্ন শহরে এই ভারতীয় সন্ন্যাসীর বক্তৃতার ব্যবস্থা করবে, টিকিট বিক্রির টাকা বক্তা ও উদ্যোক্তাদের মধ্যে ভাগাভাগি হবে।

আপাতদৃষ্টিতে এটি বিবেকানন্দের পক্ষে বেশ উপযোগী ছিল। তিনি ভারতের ধর্ম ও বাণী প্রচার করার জন্য সেদেশে গিয়েছিলেন, সহসা ফিরে যাওয়ার কোনও মানে ছিল না। তাঁর পক্ষে নানা শহর ঘুরে ঘুরে হল ভাড়া কার, কাগজ বিজ্ঞাপন দিয়ে শ্রোতা সংগ্রহ কিংবা টিকিট বিক্রির ভার নেওয়া সম্ভব ছিল না। সেসব দায়িত্ব অন্যের ওপর চাপানোই ছিল শ্রেয়।

তিনি বক্ততা দেবার পর কোথাও আশি ডলার কোথাও একশো সাতশ ডলার পেয়েমনে করেছিলেন, বেশ ভালই উপার্জান হচ্ছে। একদা স্বামীজি ডেট্রেয়েটে একদিনের বক্ততার জন্য পেয়েছিলেন ন'শো ডলার। ডলারের দাম তখন ভারতীয় মুদ্রায় ছিল তিন টাকা, সেই অনুযায়ী হিসেব কষলে সেটা ছিল অনেক টাকা। তখন ভারতে অনেক শিক্ষিত ব্যক্তিও সারা বছরে সাতশ টাকা রোজগার করতে পারতেন না। কিন্তু সন্ন্যাসীর পক্ষে এরকম ভাবে অর্থ উপার্জান করা কি নীতিসম্মত? প্রশ্নটি তিনি নিজেই নিজেকে করতেন। আর এই প্রশ্নটি তাঁকে সবসময় বিদ্ধ করত। চুক্তিটি করার সময় বিবেকনন্দ আমেরিকায় তাঁর নবলব্ধ বন্ধুদের কারও সঙ্গে পরামর্শ করেননি, এমনকি দেশেও কাউকে জানাননি।

অর্থ উপার্জন করার ব্যাপারে বিবেকানন্দ একটা যুক্তি তৈরি করে নিয়েছিলেন। ভারতে একজন সন্ন্যাসী কেবলমাত্র গাছতলায় শুয়ে রাত কাটিয়ে দিতে পারেন, আমেরিকার মতো শীতেরদেশে সেটা কখনও সম্ভব নয়। ভারতে সাধু, সন্ন্যাসীর দেখলেই সাধারণ মানুষ পুণ্য সঞ্চয়ের আশায় তাঁদের আহার্যের ব্যবস্থা করে দিত। সেরকম প্রথা আমেরিকায় ছিল না। এর মধ্যে তিনি বিভিন্ন পরিবারে আতিথ্য নিয়েছিলেন বটে, কিন্তু দিনের পর দিন তা সম্ভব ছিল না। মাঝে মাঝেই তিনি হোটেল থাকতে বাধ্য হতেন। তাও সাধারণ হোটেল থাঁকে স্থান দিত না, দামি হোটেলেই তাঁকে উঠতে হতে, সে খরচ তাকে কে দেবে। এছাড়া তাঁর কিছু কিছু ব্যক্তিগত ব্যয়ও ছিল।

কিন্তু দু'এক মাস যেতে না যেতেই বিবেকানন্দ বুজলেন, ওইরকম একটা চুক্তির জালে আবদ্ধ হওয়া মারাত্মক ভুল হয়েছে। মার্কিন দেশের ব্যবসায়ীরা ধর্ম বোঝে না, মানুষের সেবাকার্য নিয়ে মাথা ঘামায় না, তাঁরা বোঝে শুধু মুনাফা। আর বিবেকানন্দের মতন এখজন বিদেশি, অসংসারী, অনভিজ্ঞ মানুষকে ঠকিয়ে অতিরিক্ত লাভ করাও তাঁদের পক্ষে সহজ। বিবেকানন্দকে তাঁর চরকির মতন ঘোরাতে লাগল এবং এক শহর থেকে আর এক শহরে, দিনের পরি দিন বক্তৃতা দিতে দিতে তিনি ক্লান্ত, বিধ্বস্ত হতে লাগলেন, কিন্তু তাতে পকেট ভরতে লাগল ওই ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানেরই। এক সময় তিনি টের পেয়েও গেলেন যে, তিনি প্রতারিত হচ্ছেন। প্রশংসা ও নিন্দে দুটোই বাড়ার ফলে তাঁকে নিয়ে যত বিতর্ক জমছিল, ততই তাঁর সম্পর্কে লোকেরকৌতূহল বাড়ছি, দলেদলে লোক ছুটে আসছিল তাঁর বক্তৃতা শুনতে। এক জায়গায় টিকটি বিক্রি হয়েছিল আড়াই হাজার ডলার, তার থেকে স্বয়ং বক্তা পেয়েছিলেন মাত্র দু'শো ডলার।

অথচ এই চুক্তির জাল ছিন্ন করে বেরিয়ে আসার কোনও উপায় ছিল না। তাহলে তাঁকে অসম্ভব ক্ষতিপূরণ দিতে হত। তিনি বুঝেছিলেন যে, তিন বছরধরে যদি তাঁকে এরকম পরাধীন ভাবে বক্তৃতা দিয়ে ছুটে বেড়াতে হয়, তাহলে তাঁর জীবনীশক্তির কিছুই আর অবশিষ্ট থাকবে না। বক্তৃতা দিয়ে মানুষকে মুগ্ধ করার ক্ষমতা ছিলতাঁর ভারতের শাশ্বত বাণী সেই দেশের মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়া ছিল তাঁর কাছে তাঁর জীবনের ব্রত। বহু যথার্থ ভোগবাদবিমুখ নারী-পুরুষ অবশ্য ঘমটার পর ঘমটা বিবেকানন্দের অধ্যাত্মাবাদেরকথা মনে দিয়ে শুনতেন এবং তার ভক্ত হয়েছিলেন। কিন্তু ভক্তের সংখ্যা বাড়তে শত্রুর সংখ্যাও যে বাড়ে। শিকাগোর ধর্মসভায় অন্য যেসব ভারতীয় যোগ দিতে এসেছিলেন, তাঁরাও বিভিন্ন জায়গায় বক্তৃতা দিয়েছিলেন এবং শ্রোতা ও পেয়েছিলেন। কিন্তু বিবেকনন্দের মতোন তাঁরা এমন স্পষ্ট বক্তা ছিলেন না তঁরা উচ্চাস্বের কথা বলতেন বটে কিন্তু, বিবেকান্দর এমন মতবিরোধের সৃষ্টি করেননি এমনভাবে মিশনারিদের মধ্যে জ্বালা ধরাননি। তখন বিবেকনন্দ আমেরিকার পত্র পত্রিকায় সবচেয়ে বেশ আলোচ্য ছিলেন। আমেরিকার প্রায় সব গির্জায় তাঁর বিরুদ্ধে বিষোদগার চলেছিল। এই সবই তাঁর জনপ্রিয়তা বৃদ্ধি করেছিল, এবং তাতে অন্য বক্তাদের ঊর্ষান্বিত হয়ে ওঠাও অস্বাভাবিক ছিল না। তাছাড়া বিবেকনন্দ বক্তৃতা দিয়ে অর্থ উপার্জন করেছিলেন অনেক। প্রতাপ মজুমদার প্রথম দিকে বিবেকানন্দের প্রতি স্নেহ প্রদর্শন করেছিলেন, পরে বিবেকানন্দকে নিয়ে এতটা বাড়াবাড়ি তাঁর ঠিক সহ্য হয়নি। তিনি তাঁর কাছাকাছি মানুষদের বলে বেড়াতে শুরু করেছিলেন যে, ও ছেলেটা তো গাঁয়ে মানে না আপনি মোড়ল, ওর কথাগুলিতো সমস্ত ভারতীয় হিন্দুদের মনোভাবের প্রতিফন হতে পারে না, কারণ হিন্দু সমাজের পক্ষ থেকে ওকে তো প্রতিনিধি করে পাঠানো হয়নি। ও একটা ভুঁইফোঁড়!

প্রতাপ মজুমদার দেশে ফিরে আসার পর দেশের দু'একটি পত্রপত্রিকায় বিবেকানন্দ সম্পর্কে কটু কথা প্রকাশিত হতে লাগল। নরেন দত্ত নামে একটি ছোকরা ব্রাহ্মদের থিয়েটারে গান গাইত, ওর আবার ধর্মীয় নেতা হবার যোগ্যতা হল কী করে? কেশব চন্দ্র সেনও তো থিয়েটারে অভিনয় করেছিলেন, তাঁর ধর্মগুরু হতে কোনও আপত্তি ওঠেনি, সে কথা কেউ মনে রাখল না। বিবেকানন্দ সম্পর্কে আরও বলাবলি হতে লাগল যে, সন্ন্যাসীর ভেক ধরে সে আমেরিকায় ব্যভিচারী হয়েছে, সর্বদা চুরুট ফোঁকে। পানাহারের কোনও বাছবিচার নেই, অখাদ্য কুখাদ্য খায়, নারীঘটিত দুর্বলতা ও আছে। এসব খবর বিবেকানন্দের কাছে এসে পৌঁছেছিল, তিনি প্রতিবাদ করতে চাননি, কিন্তু ব্যথিত হতেন।

অন্যারা যখন ভাবছিল বিবেকানন্দ বক্তৃতা দিয়ে অনেক টাকা উপার্জন করছেন কিন্তু তিনি নিজে যে এ কাজ আর একেবারেই পছন্দ করেছিলেন না, তা কেউ জানত না। তখন সার্কসের ক্লাউনের মতন ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানটি তাঁকেক বিভিন্ন জায়গায় ঘোরাচ্ছিল। বক্তৃতার পর বক্তৃতা দিতে গিয়ে মুখে রক্ত উঠে আসছিল তাঁর। আবর একটি নতুন শহরে গিয়ে বক্তৃতা দিতে হবে ভাবলেই বিভীষিকা জাগ্রত তাঁর মনে রাত্রে ভাল ঘুম হত না। তন্দ্রাচ্ছন্ন অবস্থায় তিনি পরবর্তী বক্তৃতার বিষয় আওড়াতেন। তাঁর মাথায় তখন একটাই প্রশ্ন ঘুরত, এই চুক্তির হাত থেকে রেহাই পাবার কি কোনও উপায় নেই?

বক্তৃতা দেবার সময় শুধু যে উদ্ভট প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হত, তাই-ই নয়, অন্যরকম বিপদও ঘটত। একবার পশ্চিমের একটি শহরের বিশ্ববিদ্যালয়ে বক্তৃতার সময় বিবেকানন্দ বলেছিলেন,'প্রকৃত সত্যের উপলব্ধি যার হয়, তিনি পারিপার্শ্বিকের প্রভাব থেকে মুক্তি লাভ করেন, বাইরের কিছুতেই তিনি বিচলিত হন না।' ছাত্রদের মধ্যে ছিল কিছু কাউরয় গোত্রীয় ছাত্র। তাঁরা ওই কথা শুনতে শুনতে বলল, বটে, তাই নাকি? পরীক্ষা করার জন্য তাঁর স্বামীজির বক্তৃতা চলাকালীন মঞ্চে উঠে এলো। তারপরে কোথা থেকে একটা মস্ত বড় কাঠের টব জোগাড় করে এনে সেটা উল্টে দিয়ে বলল, 'মশাই, এটার ওপর দাঁড়িয়ে আপনারা ওই সব বড় বড় ভাবের কথা শোনাতে পারবেন?'। স্বামীজি দেখলেন আপত্তি করে লাভ নেই। মোঘলের হাতে পড়লে যেমন এক সঙ্গে বসে খানা খেতেই হয়, সেইরকমই কোমরবন্ধে পিস্তল ঝোলানা কাউবয়দের কথা অগ্রাহ্য করা চলে না। টবের উপর উঠে তিনি টের পেলেন যে সেটা নড়ছে। এই অবস্থায় মনঃসযোগ করে কথা বলা যায় না। বিবেকানন্দ বুঝেছিলেন যে এই দুর্দান্ত প্রকৃতির ছেলেগুলি তাকে আরও কিছু বিপদে ফেলার চেষ্টা করবে। বক্তৃতা শোনার জন্য এরা পয়সা দিয়েছে, তা উশুল না করে ছাড়বে না। তিনি দু পা ফাঁক করে দাঁড়িয়ে শুরু করলেন ভাষণ। হঠাৎ দুম করে একটা শব্দ হল, তাঁর কানের পাশ দিয়ে একটি পিস্তলের গুলি বেরিয়ে গেল। বিবেকানন্দ বিচলিত হবার কোনও লক্ষণ দেখালেন না। এরা যদি তাঁকে মেরে ফেলতে চাইত, তাহলে একটি গুলিই যথেষ্ট ছিল, কারণ কাউবয়দের হাতের টিপ অব্যর্থ হয়। স্বামীজি জানতেন ভয় দেখানোই এদের উদ্দেশ্য, আর ভয় পাওয়া মানেই পরাজয়।

সেদিন গুলি চালার পরেও স্বামীজির মুখের একটি রেখাও কুঞ্চিত হয়নি। বিবেকানন্দ সেই বেপরোয়া কাউবয়দের সমাবেশ ভাষণ চালিয়ে গিয়েছিলেন। তাঁর বক্তব্যকে তিনি সাধারণ পর্যায়ে নামিয়ে আনেননি, তিনি বলেছিলেন, উচ্চমার্গের জীবনদর্শনের কথা। তাঁরা কেউ বুঝক বা না বুঝুক তিনি কিন্তু বিচ্যুত হননি তাঁর কেন্দ্র থেকে। তারপরেও আরও কয়েকবার বিকট শব্দে গুলি ছুটে গিয়েছিল তাঁর মাথার দু'পাশ দিয়ে। শেষের দিকে তিনি যেন সে শব্দ শুনতেই পেলেন না। গুরুর নাম স্মরণ করে একাগ্র হয়ে ছিলেন তিনি।

বক্তৃতা শেষ হবার পর সেই যুবকরা পিস্তলখাপে গুঁজে ছুটে এসেছিল এই হিন্দু স্বামীজির সঙ্গে করমর্দন করার জন্য। প্রকৃত সাহসীর সম্মান তাঁরা দিতে জানত। তাঁদের সঙ্গে হাত মেলাতে মেলাতে বিবেকানন্দ মৃদু হাস্য করেছিলেন। আর নিজেকে নিজেই প্রশ্ন করেছিলেন, আর কত পরীক্ষা দিতে হবে?

(সৌজন্যে-দৈ :স্টেটসম্যান)

গঙ্গাসাগরে বইছে উন্নয়নের জোয়ার

আনন্দ মুখোপাধ্যায়

জলে কুমির, ডঙায় বাঘ, গাছে সাপ---একমসয় এটাই ছিলগঙ্গাসাহরের পরিবেশ। এখানকার মানুষ এই বিপদসঙ্কুল পরিবেশে বিভিন্ন প্রতিকূলতার সঙ্গে লড়াই করেই বসবাস করে এসেছেন যুগ যুগ ধরে। আয়লা থেকে নানা ধরনের ঘূর্ণিঝড় বন্যা, বিভিন্ন সময়ে আছড়ে পড়েছে সুন্দরবনের উপকূলবর্তী এই অঞ্চলে। এতদসত্ত্বেও কপিল মুনি, সাগর রাজা ও মা গঙ্গার প্রতি অগাধ অশ্বিাসের জোরে সমস্ত বিপদকে পদদলিত করে জীবনধারণ করে চলেছে সেখানকার ভূমিপুত্ররা।

একসময় এই দুর্গম এলাকায় যাতায়াতের একমাত্র মাধ্যম ছিল জলপথ। অগণিত অতিক্রম করে মাইলের পর মাইল জঙ্গলের পথে পায়ে হেঁটে পৌঁছতেন পবিত্র গঙ্গাসাগরে। প্রতিবছর মকর সংক্রান্তির পুণ্যলগ্নে ১৩-১৪ জানুয়ারির কাকভোরে লক্ষাধিক মানুষ আজও গঙ্গাসাগরে অবগাহন করে কপিলমুনির আশ্রমে পুজো নিবেদন করেন। পাশাপাশি, সারা বছর ধরেই এখানে ভক্ত সমাগম লেগে থাকে। কুম্ভমেলা ছাড়া একমাত্র গঙ্গাসাগরেই মকরসংক্রান্ত উপলক্ষে যে লক্ষাধিক পুণ্যার্থী সমাগম হয়, তার নজির সারা দেশে বিরল। তাই তো যুগ যুগ ধরে লোকমুখে প্রচলিত প্রবাদ শোনা যায়—'সব তীর্থ বারবার, গঙ্গাসাগর একাবার'।

দিন কয়েক আগে, ভোর চারটের শিয়ালদহ থেকে নামখানা লোকালে হঠাৎই চেপে বসলাম গঙ্গাসাগর যাত্রার উদ্দেশ্যে। কাকদ্বীপ স্টেশন নেমে সেখান থেকে টোটোয় লট নং ৮ ভেসেল ঘাট। বিশাল গঙ্গা পেরিয়ে ওপারে কচুবেড়িয়া পৌঁছনারে পর সেখান থেকে বাস, প্রাইভেট গাড়ি বা ম্যাজিক গাড়ি সারি সারি দাঁড়িয়ে রয়েছে। এর কোনও একটিতে উঠে পড়লেই চৌরাঙ্গি, বাগবাজার, কালীবাজার, রুদ্রনগর, শ্রীদাম প্রভৃতি জনপদগুলি অতিক্রম করে ঘণ্টাখানেকের মধ্যে পৌঁছে যাওয়া যাবে পূণ্যভূমি গঙ্গাসাগর। একদা অতি দুর্গম এলাকা বলে পরিচিত হলেও আজ সেখানে উন্নয়নের জোয়ার এসেছে। পাকা বাঁধানো রাস্তাঘাট, পানীয় জল, নতুন ঝাঁ চকচকে বাস টার্মিনাস, হাসপাতাল তাক লাগিয়ে দেওয়ার মতো।

গঙ্গাসাগর ও তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের সিংহভাগ মানুষ মূলত কৃষিজীবী ও মৎস্যজবী। পাশাপাশি ছোট ব্যবসায়ী, পুজোর ডালা বিক্রেতা, হোটেল ও চা-দোকানি, ডাব বিক্রেতা, শঙ্খ-ঝিনুকের তৈরি সরঞ্জমাম বিক্রেতা---এমন নানা ধরনের পেশার সঙ্গে জড়িত রয়েছেন অঞ্চলের বাসিন্দারা। মৎস্যজীবীরা কোথাও নৌকো নিয়ে সমুদ্রে মাছের সন্ধ্যানে পাড়ি, দিচ্ছেন, তো কোথাও বালির চরে নতুন নৌকো তৈরির কাজে ব্যস্ত একদল মানুষ। কেউবা কাকদ্বীপ থেকে মীন নিয়ে ভেসেল ধরে কচুবেড়িয়া যাচ্ছেন। আর রয়েছেন একদল প্রতিবন্ধী, কুষ্ঠারোগগ্রস্ত, অশীতিপর দরিদ্র মানুষ, যারা মন্দির চত্বর ও সাগরের সন্নিকটে বিক্ষাপাত্র নিয়ে তীর্থযাত্রীদের দানের আশায় অপেক্ষা করে আছেন। ভ্যান ও টোটো চালিয়ে জীবিকা নির্বাহকারীর সংখ্যাও নেহাত কম নয়। রয়েছে বিশাল সারমেয়ল দল, যারা নারকেলের শাস খাওয়ার লোভে তীর্থযাত্রীদের পায়ে পায়ে লেগে রয়েছে।

স্থানীয় লোকজনের সঙ্গে কথা বলে জানা গেল, কপিলমুনির আশ্রমের আশেপাশের বিভিন্ন দোকানপাট ও হোটেল ব্যবসায়ীদের অধিকাংশেরই পূর্বপুরুষ মেদিনীপুর থেকে একসময় চলে এসে এই অঞ্চলে বসবাস শুরু করে। খেজুর, নন্দীগ্রাম, হলদিয়ায় আজও অনেকেণই পৈতৃক ভিটে ও চাষের জমিজমা রয়েছে। দিঘা, বকখালির মতো বছরের সবসময় বিপুল জনসমাগম না হওয়ায় বছরের বিশেষ সময়ের বেচাকেনায় সংসার চালানো অসাধ্য বলেজানালেন মৃত্যুঞ্জয় দাসনাম এক ডালা বিক্রেতা। বললেন, মেদিনীপুর থেকে চাষোর ধানও অন্যান্য ফসল পাই বলে কোনওক্রমে সংসার চলে যায়। এখানকারছোট দোকানদার, ঝিনুকের সরঞ্জাম ও গহনা বিক্রেতাদের বেশিরভাগেরই শুধুমাত্র দোকানেরই বক্রির ওপর নির্ভর করে জীবিকা চলে না। পরিবারের একাধিক সদস্য কোনও না কোনও জীবিকার সঙ্গে যুক্ত থাকায় কোনওক্রমে গ্রাসাচ্ছাদনের বন্দোবস্তটুকু হয়ে যায়। মহিলারাও সমানতালে পুরুষদের সঙ্গে কাজে সহায়তা করেন। এলাকার ব্যবসায়ীদের বক্তব্য, বকখালির মতো গঙ্গাসাগরেও ব্রিজের ব্যবস্থা না হলে টুরিস্ট স্পট হিসেবে সারা বছর ধরে এই অঞ্চলে ব্যাপক জনসমাগম হওয়া সম্ভব নয়।

(সৌজন্যে-দৈ :স্টেটসম্যান)

এক নজরে বাংলাদেশ

মনির হোসেন, ঢাকা,

ভারত-বাংলাদেশের সীমান্তবর্তী হবিগঞ্জের সাতছড়ি জাতীয় উদ্যান ক্রাইমজোনে পরিণত

নিজস্ব প্রতিনিধি,ঢাকা,জানুয়ারী ১২।। ভারত-বাংলাদেশের সীমান্তবর্তী হবিগঞ্জের সাতছড়ি জাতীয় উদ্যান যেন ক্রাইমজোনে পরিণত হয়েছে। এক মাসের ব্যবধানে দুটি সংঘবদ্ধ ধর্ষণের ঘটনা ঘটেছে সেখানে। পাশাপাশি প্রায়ই ছিনতাইয়ের ঘটনাও ঘটছে। এতে আতঙ্কিত পর্যটকরা। ফলে দিন দিন পর্যটক হারাচ্ছে উদ্যানটি। পর্যটকরা মনে করছেন, স্থায়ী নিরাপত্তা ব্যবস্থা না থাকায় উদ্যানে অপরাধ কর্মকান্ড বৃদ্ধি পেয়েছে। তবে কর্তৃপক্ষের দাবি, এখানে নিরাপত্তার কোনও অভাব নেই।

হবিগঞ্জ জেলার সবচেয়ে জনপ্রিয় পর্যটন স্পট চুনারুঘাটের সাতছড়ি জাতীয় উদ্যান। প্রতিবছর শীতকালে দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে কয়েক লাখ পর্যটকের সমাগম ঘটে এ উদ্যানে। কিন্তু কয়েক বছর ধরে উদ্যানটি পর্যটকদের জন্য আতঙ্কের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। উদ্যানের ভেতর থেকে বারবার অস্ত্র উদ্ধার ও ছিনতাইয়ের পর নতুন করে যুক্ত হয়েছে ধর্ষণ ও সংঘবদ্ধ ধর্ষণের ঘটনা। সম্প্রতি এক মাসের ব্যবধানে উদ্যানের ভেতরে দুটি সংঘবদ্ধ ধর্ষণের ঘটনা ঘটেছে। এর আগেও একাধিক ধর্ষণের ঘটনা ঘটেছে উদ্যানের ভেতরে। গত ৭ জানুয়ারি উদ্যানে ঘুরতে গিয়ে সংঘবদ্ধ ধর্ষণের শিকার হয় বৃন্দাবন কলেজের এক ছাত্রী। এ ব্যাপারে ৮ জানুয়ারি প্রেমিকসহ ৫ জনকে আসামি করে হবিগঞ্জের নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইব্যুনাল-২-এ মামলা করেন তিনি। বিচারক জিয়া উদ্দিন মাহমুদ মামলাটি আমলে নিয়ে চুনারুঘাট থানাকে তদন্তের নির্দেশ দেন। এ ঘটনায় ৯ জানুয়ারি ভোরে মামলার প্রধান আসামি শামীম আহমেদ মামুনকে (২২) আটক করে পুলিশ।

এর আগে গত ১১ ডিসেম্বর সাতছড়ি উদ্যানে প্রেমিকের সঙ্গে ঘুরতে গিয়ে সংঘবদ্ধ ধর্ষণের শিকার হয় ব্রাহ্মণবাড়িয়ার এক স্কুলছাত্রী। প্রেমিককে গাছে বেঁধে ওই ছাত্রীকে ধর্ষণ করে একদল দুর্বৃত্ত। অভিযোগ রয়েছে, কিছু দিন পরপরই ঘটে এমন ধর্ষণের ঘটনা। এছাড়া কয়েক বছর ধরে শীত মৌসুমের শুরুতেই উদ্যানের গভীর অরণ্য থেকে বিভিন্ন ধরনের আগ্নেয়াস্ত্র উদ্ধার করে র‌্যাপিড অ্যাকশন ব্যাটালিয়ন (র‌্যাব)। সাতছড়ি উদ্যানে ঘুরতে আসা কুতুব উদ্দিন জানান, আমরা প্রায়ই পরিবার-পরিজন নিয়ে সাতছড়িতে আসি। সম্প্রতি এখানে ছিনতাই ও ধর্ষণের একাধিক ঘটনায় পর্যটকরা আতঙ্কিত। হবিগঞ্জের কবি, সাহিত্যিক ও নারীনেত্রী তাহমিনা বেগম গিনি বলেন, পর্যটনে অপার সম্ভাবনাময় জেলা হবিগঞ্জ। এরমধ্যে সবচেয়ে বেশি জনপ্রিয় পর্যটন স্পট সাতছড়ি জাতীয় উদ্যান। কিন্তু সেখানকার বর্তমান অবস্থা খুবই খারাপ।

পর্যটকদের কোনও নিরাপত্তা নেই। এর ফলে প্রতিনিয়ত ছিনতাই ও ধর্ষণের ঘটনা ঘটছে। সাতছড়ি ফরেস্ট অফিসার মাহমুদ হোসেন জানান, এ উদ্যানে ট্যুরিস্ট গাইড সব সময় থাকে। সমস্যা হলো তরুণ-তরুণীরা গাইড সঙ্গে নিতে চান না। তিনি বলেন, উদ্যানে আইনশৃঙ্খলা বাহিনীও নিয়োজিত থাকে। আমরা চেষ্টা করি সবসময় পর্যটকদের চলাচল নিশ্চিত করতে। হবিগঞ্জের চুনারুঘাট থানার ওসি শেখ নাজমুল হক জানান, সাতছড়িতে ঘুরতে আসা অনেকেই প্রেমিক-প্রেমিকা। পাশাপাশি দুটি ঘটনার ভিকটিমই প্রেমিকের সঙ্গে ঘুরতে এসেছিল। অনেক সময় পর্যটন এরিয়ার বাইরে চলে গেলে অপ্রত্যাশিত ঘটনা ঘটে থাকে। তারপরও পুলিশ সতর্ক রয়েছে। কোনও ব্যক্তিই অপরাধ করে পার পাবে না। পুলিশের স্থায়ী ক্যাম্প স্থাপনের বিষয়ে তিনি বলেন, ঊর্ধতন কর্তৃপক্ষের সঙ্গে আলোচনা চলছে।

ভারত সীমান্তে বাংলাদেশি হত্যাকান্ড নিয়ে বাংলাদেশের বিদেশমন্ত্রীর উদ্বেগ

নিজস্ব প্রতিনিধি,ঢাকা,জানুয়ারী ১২।। ভারত সীমান্তে বাংলাদেশি হত্যাকান্ড নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন বাংলাদেশের বিদেশমন্ত্রী ড় এ কে আব্দুল মোমেন। তিনি বলেন, ভারত-বাংলাদশ সীমান্তে হত্যাকান্ড শূন্যতে নামিয়ে আনতে দুই দেশের সীমান্তরক্ষী বাহিনীর মধ্যে বৈঠক হয়েছে। তারা এ হত্যাকান্ড বন্ধে পদক্ষেপও নিয়েছে। তবুও হত্যাকান্ডের মতো ঘটনা ঘটেছে। সীমান্তে হত্যা বন্ধের বিষয়ে নয়াদিল্লিকে বার্তা জানিয়েছি। প্রধানমন্ত্রীর আবুধাবি সফর নিয়ে ঢাকার বিদেশ মন্ত্রণালয়ে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে রবিবার সাংবাদিকদের এক প্রশ্নের জবাবে মন্ত্রী এ কথা বলেন।

২০০৯ সালে আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় আসার পর বাংলাদেশ এবং ভারতের মধ্যে একাধিক বৈঠকে সীমান্ত হত্যা কমিয়ে আনার বিষয়ে আলোচনা হয়েছে।

সীমান্ত হত্যা শূন্যে নামাতে একাধিকবার ঘোষণাও দিয়েছে ভারত। সব শেষ শনিবার ভোরে ঠাকুরগাঁওয়ের বালিয়াডাঙ্গী উপজেলায় ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তে সাবুল ইসলাম নামের এক বাংলাদেশিকে গুলি করে হত্যা করে লাশ নিয়ে যায় ভারতের সীমান্তরক্ষী বাহিনী-বিএসএফ। এই ঘটনার তিন দিন আগে গত বুধবার সন্ধ্যায় চাঁপানবাবগঞ্জের জোহরপুর সীমান্তে বিএসএফের গুলিতে ২ বাংলাদেশি নিহতের খবর আসে গণমাধ্যমে। নিহত দু'জন হলেন- শিবগঞ্জ উপজেলার পাঁকা ইউনিয়নের দশরশিয়া গ্রামের এনামুল সরকার বুদ্ধর ছেলে সেলিম ও শফিকুলের ছেলে সুমন।

সীমান্তে হত্যার ঘটনায় উদ্বিগ্ন বিদেশমন্ত্রী বলেন, একজন নাগরিকও যেন হত্যার শিকার না হয়, সেটি আমরা ভারতকে জানিয়েছি। সীমান্তে হত্যাকান্ড বন্ধের জন্য ভারত সম্মতি প্রকাশ করেছিল। কিন্তু তারপরও এমন ঘটনা ঘটছে। বিষয়টি নিয়ে আমরা উদ্বিগ্ন। এরইমধ্যে এই হত্যাকান্ড বন্ধের বিষয়ে আমরা নয়াদিল্লিকে বার্তা জানিয়েছি।

রাইসিনা ডায়লগে অংশ নিতে বিদেশ প্রতিমন্ত্রীর ভারতে না যাওয়ার বিষয়ে মোমেন বলেন, আমাদের প্রতিমন্ত্রী সেখানে যেতে পারবেন না, এটা আগেই জানিয়ে দেয়া হয়েছে। ভারতের গণমাধ্যম এ বিষয়ে যে খবর দিয়েছে, সেটাও ঠিক নয়। আরব আমিরাতের সফরের কারণে তিনি সেখানে যাচ্ছেন না। আর এটা কোনো দ্বিপাক্ষিক কোনো সফরও নয়। সেখানে না গেলে আকাশ ভেঙ্গে পড়বে না।

১৩-১৪ জানুয়ারি ভারতের বিদেশ মন্ত্রণালয় আয়োজিত আন্তর্জাতিক সম্মেলন রাইসিনা সংলাপে আমন্ত্রিত ছিলেন বাংলাদেশের বিদেশ প্রতিমন্ত্রী শাহরিয়ার আলম। কিন্তু তিনি ভারত সফর বাতিল করেছেন শনিবার গণমাধ্যমে খবর আসার পর প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে আবু ধাবি সফরের কারণেই প্রতিমন্ত্রী ভারতে যাচ্ছেন না বলে জানায় মন্ত্রণালয়। ভারতে সংশোধিত নাগরিকত্ব আইন (সিএএ) এবং জাতীয় নাগরিকপঞ্জী (এনআরসি) নিয়ে বিতর্কের পরিপ্রেক্ষিতে এর পূর্বেও তিনজন মন্ত্রীর পূর্ব নির্ধারিত সফর বাতিল হয় দেশটির সংবাদমাধ্যমে বলা হচ্ছে। বিদেশ প্রতিমন্ত্রীসহ চার মন্ত্রীর সফর বাতিল হওয়ায় ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির 'মুখ পুড়ল' বলেও ভারতীয় গনমাধ্যেম মন্তব্য করেছে। দুই দেশের মধ্যে সম্পর্ক গণমাধ্যমে শীতল বলা হলেও সেই সম্পর্ক অনেক উষ্ণ বলে মন্তব্য করে বিদেশমন্ত্রী বলেন, রাইসিনা ডায়লগে অংশ নেয়ার চেয়ে প্রধানমন্ত্রীর সাথে দ্বিপাক্ষিক সফরে সংযুক্ত আরব আমিরাত যাওয়াটা বিদেশ প্রতিমন্ত্রীর জন্য বেশি গুরুত্বপূর্ণ।

প্রসঙ্গত, রবিবার বিকালে চার দিনের সরকারি সফরে সংযুক্ত আরব আমিরাত যাচ্ছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। এই সফরে মধ্যপ্রাচ্যের দূতদের আগামী দিনের করণীয় বিষয়ে নির্দেশনা দিতে ১৪ জানুয়ারি দূত সম্মেলন হওয়ার কথা রয়েছে। সেখানে উপস্থিত থাকবেন প্রধানমন্ত্রী।

বাংলাদেশ ও ভারতের ভাষাগত সাদৃশ্যের কারণেই দু'দেশের বন্ধুত্ব অত্যন্ত গাঢ় : রীভা গাঙ্গুলী

নিজস্ব প্রতিনিধি,ঢাকা,জানুয়ারী ১২।। বাংলাদেশ ও ভারতের ভাষাগত সাদৃশ্যের কারণেই দুই দেশের বন্ধুত্ব অত্যন্ত গাঢ় বলে মন্তব্য করেছেন বাংলাদেশে নিযুক্ত ভারতীয় হাইকমিশনার রীভা গাঙ্গুলী দাশ। সোমবার সন্ধ্যায় ঢাকার গুলশানের ইএনকে-১৪ তে অনুষ্ঠিত 'বিশ্ব হিন্দি ভাষা দিবস' উপলক্ষে ভারতীয় হাইকমিশন আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে তিনি এ মন্তব্য করেন। রীভা গাঙ্গুলী বলেন, বিশ্বের বিভিন্ন দেশে হিন্দি ভাষা ছড়িয়ে যাচ্ছে। টেলিভিশন, পত্রিকা, চলচ্চিত্র ও গানের মধ্য দিয়ে হিন্দির প্রসার বাড়ছে। বাংলাদেশেও অনেকে হিন্দি ভালোবাসেন। বর্তমানে এ ভাষা শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা অত্যন্ত জরুরি হয়ে পড়েছে। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ও সার্চ ইঞ্জিন গুগলেও হিন্দি ভাষা ব্যাপক জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে। এছাড়া বিশ্বের বিভিন্ন স্থানে প্রায় ৩৫টি পত্র-পত্রিকা হিন্দিতে প্রকাশিত হয়। হিন্দি সাহিত্যও এখন বিশ্বব্যাপী জনপ্রিয়। আর হিন্দি ও বাংলা ভাষা অনেক নিকটবর্তী। সেদিক থেকে এই দুই ভাষার মাধ্যমে আমরা দু'দেশ অত্যন্ত বন্ধুত্বপূর্ণ। আয়োজনের শুরুতে প্রদীপ জ্বালিয়ে অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন রীভা গাঙ্গুলী। হিন্দি দিবস উপলক্ষে ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর বক্তব্য পাঠ করেন ডেপুটি হাই-কমিশনার বিশ্বদ্বীপ দে। ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন ভারতীয় হাইকমিশনের ইন্দিরা গান্ধী কালচারাল সেন্টারের পরিচালক ড় নীপা চৌধুরী। আয়োজনের সাংস্কৃতিক পর্বে লোকনৃত্য পরিবেশন করেন নৃত্যশিল্পী মুনমুন আহমেদ। রামধারী সিং দিনকারের 'হিমালয়' কবিতাটি হিন্দিতে পাঠ করেন খালেদ হাসান মুন। সঙ্গীত পরিবেশন করেন ইন্দিরা গান্ধী কালচারাল সেন্টারের শিক্ষার্থীরা। আলোচনা ও সাংস্কৃতিক আয়োজন শেষে অনুষ্ঠানে হিন্দি ভাষা দিবস উপলক্ষে ভারতীয় হাইকমিশন কর্তৃক আয়োজিত বিভিন্ন প্রতিযোগিতার বিজয়ীদের মধ্যে পুরস্কার দেওয়া হয়। পুরস্কার হিসেবে তাদের হাতে ক্রেস্ট ও সার্টিফিকেট তুলে দেন হাইকমিশনার রীভা গাঙ্গুলী দাশ।

দুই নাবালক শ্রমিকদের উদ্ধার

নলহাটি, ১২ জানুয়ারি (হি.স.) : দুই নাবালক শ্রমিকদের উদ্ধার করল বীরভূম চাইল্ড লাইন। ১০৯৮ এ ডায়ালে ফোন আসার পর চাইল্ড লাইন, লেবার কমিশন এবং নলহাটি থানার পুলিশ মিলে এই দুই নাবালককে উদ্ধার করে বীরভূম সিডব্লিউসিতে নিয়ে যাওয়া হয়। বীরভূম চাইল্ড ওয়েলফেয়ার কমিশন তাদের গতকাল মুর্শিদাবাদ সিডব্লিউসিতে জমা দিয়েছে, বলে জানান বীরভূম চাইল্ড লাইন টিম মেম্বার সাহেবুল সেখ।

জানা গেছে, মুর্শিদাবাদ জেলায় বছর পনেরোর ওই দুই কিশোর নলহাটি স্টেশনের কাছে পিচ রোড সারাইয়ের কাজে নিযুক্ত ছিল। তাদের বাড়ির অবস্থা খুব খারাপ। পেটের দায়ে তারা এই কাজ করছিল। যে কনট্র্যাক্টর তাদের কাজে নিযুক্ত করেন, তাকে শিশু শ্রম আইনে ২০ হাজার টাকা ফাইন করা হবে। সেই টাকা দুই কিশোরের পরিবারের হাতে দেওয়া হবে। তাছাড়া কিশোরের বাবা মাকে বিষয়টি জানানো হয়েছে। তাদেরও কাউন্সেলিং করা হবে।

রঞ্জিতে লজ্জার হার : মাত্র দু'দিনেই বাংলাকে উড়িয়ে দিল বিদর্ভ

নাগপুর, ১২ জানুয়ারি (হি.স.) : বছরের শুরুতেই রঞ্জিতে লজ্জার হার উপহার দিল বাংলা। বিদর্ভের কাছে মাত্র দু'দিনেই অসহায় আত্মসমর্পণ করল অরুণ লালের দল। রবিবার নাগপুরে বাংলাকে ৯ উইকেটে হারাল বিদর্ভ। অক্ষয় ওয়াখাড়ে এবং আদিত্য সারওয়াতের স্পিনের দাপটেই এই সাফল্য অর্জন করে বিদর্ভ ঊ

চারদিনের রঞ্জি ম্যাচে শনিবার নাগপুরে টস জিতে ব্যাটিং নিয়ে প্রথম ইনিংসে মাত্র ১৭০ রানে অল আউট হয়ে যায় বাংলা। জাবাবে ২১২ রান করে বিদর্ভ। ৪২ রানে পিছিয়ে থেকে দ্বিতীয় ইংনিসে ব্যাট করতে নেমে ব্যাটসম্যানদের বিস্ময়কর ব্যর্থতায় মাত্র ৯৯ রানেই গুটিয়ে যায় বাংলার দ্বিতীয় ইংনিস ঊ ফলে ৫৭ রানের লক্ষ্যে খেলতে নেমে মাত্র ১ উইকেট হারিয়ে ৬১ রান তুলে জয় তুলে নেয় বিদর্ভ ঊ বিদর্ভের বিরুদ্ধে রঞ্জির অ্যাওয়ে ম্যাচ খেলতে গিয়ে স্পিনিং ট্র্যাক দেখে বেশ উৎসাহ পেয়েছিল বাংলা। কিন্তু বিদর্ভের অনামা স্পিনাররাই যে বাংলার ব্যাটসম্যানদের সামনে ত্রাস হয়ে দেখা দেবে এটা ভাবেননি কেউই। কিন্তু প্রথম দিনের পর সেটাই পরিস্কার হয়ে গিয়েছিল। বিদর্ভের বিরুদ্ধে রঞ্জির অ্যাওয়ে ম্যাচ খেলতে গিয়ে স্পিনিং ট্র্যাক দেখে বেশ উৎসাহ পেয়েছিল বাংলা। কিন্তু বিদর্ভের অনামা স্পিনাররাই যে বাংলার ব্যাটসম্যানদের সামনে ত্রাস হয়ে দেখা দেবে এটা ভাবেননি কেউই। কিন্তু প্রথম দিনের পর সেটাই পরিস্কার হয়ে গিয়েছিল। টস জিতে ব্যাটিং নিয়ে বাংলা প্রথম ইনিংসে মাত্র ১৭০ রানে অল আউট হয়ে যায়। জাবাবে বিদর্ভ ২১২ রান করে। অধিনায়ক ফৈয়জ ফজল ৫১ রান করেন। এছাড়া অক্ষয় ওয়াদাকার ৪৯ এবং অক্ষয় কর্ণেয়ার ৩৪ রান করেন। ওয়াশিম জাফর(১১) অবশ্য রান পাননি। বাংলার হয়ে অর্নব নন্দী, শাহবাজ আহমেদ এবং শ্রেয়ন চক্রবর্তী প্রত্যেকে তিনটি করে উইকেট নিয়েছেন।

৪২ রানে পিছিয়ে থেকে দ্বিতীয় ইংনিসে ব্যাট করতে নামে বাংলা। তবে চিত্রের কিছু উন্নতি হয়নি। বরং আরও খারাপ হয়েছে। দ্বিতীয় ইনিংসেও বাংলার ব্যাটসম্যানদের বিস্ময়কর ব্যর্থতা অব্যাহত। ২৬.১ ওভারে মাত্র ৯৯ রানেই গুটিয়ে যায়

ছয়ের পাতায়

রবিবার প্রদেশ কংগ্রেস ভবনে আয়োজিত সাংবাদিক সম্মেলনে দলের কর্মকর্তারা। ছবি- নিজস্ব।

কাছাড়ের ধলাইয়ে স্করপিওর ধাক্কায় হত আইআর ব্যাটালিয়নের জওয়ানকে গান স্যালুট, শোক প্রকাশ বহুজনের

ধলাই (অসম), ১২ জানুয়ারি (হি.স.) : শনিবার মধ্যরাতে রুটিন টহলে বেরিয়ে আর ফেরা হয়নি ১৫ নম্বর আইআর ব্যাটালিয়নের প্লাটুন ১১ সেকশন ২-এর কনস্টেবল সেবুল হোসেন লস্করের। তিনি ধলাই থানায় কর্তব্যরত ছিলেন।

ঘটনার বিবরণে জানা গেছে, গতকাল রাতে ধলাই পুলিশের জনৈক অফিসারের সাথে কয়েকজন কনস্টেবল রুটিন টহলে বের হয়েছিলেন। একই থানা এলাকার ভাগাবাজার ইসলামাদে রাস্তার পাশে তাঁদের টাটা-সুমো গাড়িটি দাঁড় করিয়ে কয়েকজন নেমেছিলেন। গাড়ির পাশেই দাঁড়িয়েছিলেন সেবুল হোসেন। কিন্তু সে সময় আচমকা মিজোরামের আইজল থেকে দুরন্ত গতিতে এএস ০১ বিকিউ ১২২২ নম্বরের একটি স্করপিও এসে পেছন থেকে সেবুলকে সজোরে ধাক্কা মেরে পুলিশের সুমোর সঙ্গে চেপে ধরে। ঘটনাস্থলেই ১৫ আইআর ব্যাটালিয়ন কনেস্টেবল সেবুলের মৃত্যু হয়।

এদিকে স্করপিও ও পুলিশের সুমো গাড়ির ব্যাপক ক্ষতিসাধন হয়েছে। স্করপিওটি প্রায় অচল হয়ে পড়ায় চালক গাড়ি নিয়ে পালাতে না পারেনি। টহলদারী অন্যান্য পুলিশ সঙ্গে সঙ্গে স্করপিওর চালক নিরুপম দেববর্মাকে আটক করে। তবে পুলিশ সেবুলের নিথর দেখেও নিজে থেকে তাকে মৃত ঘোষণা না করে শিলচর মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে যায়। সেখানে চিকিৎসকরা সেবুলকে মৃত বলে ঘোষণা করেন।

পুলিশ স্করপিও চালক নিরুপমকে প্রথমে আটক করলেও পরে গ্রেফতার করে লকআপে পুরে দেয়।

চালক নিরুপম নিজেকে ত্রিপুরার বাসিন্দা বলে জানায়। আজ রবিবার সেবুলের মৃতদেহের ময়না তদন্ত সেরে তাঁর জন্মভিটে উধারবন্দ এলাকার ময়নারবন্দের বাড়িতে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে তাঁকে গান স্যালুটের মাধ্যমে সম্মান জানিয়ে ধর্মীয় মতে তাঁর অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পন্ন হয়েছে। সেবুলের পরিবারকে সমবেদনা জানান ধলাই থানার ওসি ভার্গব বরবরা, সিআই মিতুল রংহাং-সহ অন্যান্য পুলিশ আধিকারিক এবং তাঁর সহকর্মী হাবিলদার অনুকূল চন্দ, কনস্টেবল মুন্না দেব, পান্না চন্দ, সপ্তমকুমার নাথ মাঝারভুইয়াঁ, রূপক দেব, আশিস মালাকার, আব্দুল সুব্বুর লস্কর, পিন্টু রায়, সন্তোষ যাদব। এছাড়া সেবুলের অকালমৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ করেছেন ধলাই থানার গ্রামরক্ষী বাহিনীর সভাপতি সিতাংশু দাস, গ্রামরক্ষী বাহিনীর সার্কিল সংযোজক হিতেশ চক্রবর্তী, আব্দুল করিম লস্কর, সোনাহর আলি লস্কর-সহ অনেকে।

নাগরিক স্বাস্থ্য সংঘের ঐতিহাসিক সেবা কাজের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন হল

কলকাতা, ১২ জানুয়ারি (হি.স.) : ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের আধ্যাত্মিক গুরু স্বামী বিবেকানন্দের ১৫৮তম জন্মজয়ন্তী উপলক্ষ্যে চোখের অস্ত্রোপচার শিবিরের উদ্বোধন এক গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় বলে উল্লেখ করেছেন কুমারসভা পুস্তকালয়ের সভাপতি তথা এদিনের অনুষ্ঠানের প্রধান বক্তা বিদ্যানুরাগী প্রেমশঙ্কর ত্রিপাঠি।

নাগরিক স্বাস্থ্য সঙ্ঘের উদ্যোগে এবং শ্রী দিন্দওয়না নাগরিক সভার সহযোগিতায় ২৯৭তম ফ্রি আই অপারেশন শিবিরের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন হয় বড়বাজার যমুনা ভবনের সভাঘরে। এদিন অনুষ্ঠানের শুরুতে কুঞ্জ বিহারি আগরওয়াল জানিয়েছেন, ৭০ বছরে প্রায় ৭০ হাজার চক্ষু অস্ত্রোপচার সম্ভব হয়েছে নাগরিক স্বাস্থ্য সংঘের উদ্যোগে। এই শিবিরে আড়াই লক্ষ রোগীর চক্ষু চিকিৎসা করা হয়। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন রাজস্থান পরিষদের সভাপতি শার্দূল সিং জৈন ঊ তিনি বলেন, নাগরিক স্বাস্থ্য সংঘ সেবা কাজের এক দৃষ্টান্তমূলক ইতিহাস রচনা করেছেন।

বেলুড় মঠে পাপ খণ্ডন করতে এলেন প্রধানমন্ত্রী, বিবেকানন্দ কিন্তু বিভাজনের ভারতবর্ষ চাননি : অনুব্রত

রামপুরহাট, ১২ জানুয়ারি (হি.স.) : "বেলুড় মঠে পাপ খণ্ডন করতে এসেছেন প্রধানমন্ত্রী। বিবেকানন্দ কিন্তু বিভাজনের ভারতবর্ষ চাননি। ভারতবর্ষে বিবেকানন্দ এরকম প্রধানমন্ত্রী চাননি। যিনি জাতি, ধর্মের ভিত্তিতে বিভাজন করেন। বিবেকানন্দ চেয়েছিলেন সব ধর্মের মানুষের বাস যোগ্য হোক ভারতবর্ষ"। রবিবার বীরভূমের ময়ূরেশ্বর ২ নম্বর ব্লকের কোটাসুরের জনসভায় এভাবেই প্রধানমন্ত্রীকে কটাক্ষ করেন তৃণমূলের জেলা সভাপতি অনুব্রত মণ্ডল।

রবিবার বিকেলে কোটাসুরে জাতীয় নাগরিকপঞ্জি এবং সংশোধনী নাগরিকত্ব আইনের বিরুদ্ধে জনমত গঠন করতে জনসভার আয়োজন করা হয়েছিল। সভায় উপস্থিত ছিলেন বীরভূম জেলা পরিষদের সভাধিপতি বিকাশ রায় চৌধুরী, বোলপুরের সাংসদ অসিত মাল, ময়ূরেশ্বরের বিধায়ক অভিজিৎ রায়, দলের দুই জেলা সহ সভাপতি অভিজিৎ সিং এবং সৈয়দ সিরাজ জিম্মি। সভায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে অনুব্রত মণ্ডল বলেন, "তুমি বেলুড় মঠে পাপ খণ্ডন করতে এলে। তুমি বিবেকানন্দের কাছে বলতে এলে আমি অনেক অন্যায় করেছি। তুমি ভালো রাস্তা দেখাও। বিবেকানন্দ তোমার দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে। কারণ বিবেকানন্দ তো এই ভারতবর্ষ চায়নি। বিবেকানন্দ তো এই প্রধানমন্ত্রী চাননি। যে প্রধানমন্ত্রী হিন্দু-মুসলিমে বিভেদ সৃষ্টি করে"। সিপিএমের প্রাক্তন সাংসদ মহম্মদ সেলিমাকে কটাক্ষ করে অনুব্রত মণ্ডল বলেন, " ৩৮ হাজার কোটি টাকা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় কেন্দ্রের কাছে পায়। ৫৫ হাজার কোটি টাকা নিয়ে চলে গিয়েছে। কিন্তু রাজ্যের পাওনা দিচ্ছে না। সেই কথাই বলতেই প্রধানমন্ত্রীর কাছে গিয়েছিল মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তা ছাড়া মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তো প্রধানমন্ত্রীকে মুখের উপর বলে এসেছেন যে এনআরসি এবং সিএএ আমরা মানব না। অথচ আমরা জেলার ১৬৭ টি পঞ্চায়েতে ১৫২ কোটি টাকা দিয়েছি। সেই টাকা বুঝে নিতে প্রধানমন্ত্রীর কাছে গিয়েছিলেন। যাদের সঙ্গে লোক নেই, সেই সেলিমের মতো লোক মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে কথা বলছেন। ওরা টিভির সামনে কথা বলতে ভালোবাসে। ওদের জনসমর্থন নেই"। সভার আগাগোড়া নাগরিকত্ব সংশোধনী আইন এবং জাতীয় নাগরিকপঞ্জির বিরোধিতা করে বক্তব্য রাখেন অনুব্রত মণ্ডল। সভার শেষে ময়ূরেশ্বর বিধানসভা এলাকায় দেখভালের দায়িত্ব দেন সাঁইথিয়া পুরসভার কাউন্সিলর শান্তনু রায় ওরফে সঞ্জুকে। দলীয় নেতা কর্মীদের নির্দেশ দেন সঞ্জুর সঙ্গে আলোচনা করে কাজ করার জন্য।

করিমগঞ্জের বাজারিছড়ায় স্বামী বিবেকানন্দের জন্মজয়ন্তী পালিত

বাজারিছড়া (অসম), ১২ জানুয়ারি (হি.স.) : অন্যান্য বছরের মতো এবারও লোয়াইরপোয়া উন্নয়ন খণ্ডের অধীন বাজারিছড়া গ্রাম পঞ্চায়েতের কালাছড়া নেতাজি সংঘ বিভিন্ন কার্যসূচির মাধ্যমে বীরসন্ন্যাসী স্বামী বিবেকানন্দের জন্মজয়ন্তী পালন করেছে। কার্যসূচি অনুযায়ী আজ সকাল নয়টায় স্বামীজির প্রতিকৃতির সামনে প্রদীপ প্রজ্বলন করেন নেতাজি সংঘের উপদেষ্টা মণ্ডলির সদস্য সন্দীপ করপুরকায়স্থ। এর পর স্বামীজির প্রতিকৃতিতে মাল্যদান

ছয়ের পাতায়

পিকনিক নিয়ে উত্তেজনা এলাকায়

রামপুরহাট, ১২ জানুয়ারি (হি.স.) : ফের উত্তপ্ত হল বীরভূমের মল্লারপুর থানার কোট গ্রাম। দুই পক্ষের সংঘর্ষে চারটি বাড়ি ভাঙচুর করা হয়েছে। খবর পেয়ে বিশাল পুলিশ বাহিনী গ্রামে গিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে।

জানা গিয়েছে, ঝিকড্ডা গ্রাম পঞ্চায়েতের সদস্যা কোট গ্রামের বাসিন্দা মতি বিবির ছেলে জহরলাল শেখের সঙ্গে গ্রামের আফরোজা শেখের দ্বন্দ্ব দীর্ঘদিনের। রবিবার গ্রামের মাঠে অনুগামীদের নিয়ে বনভোজন করছিলেন জহরলাল। বেলার দিকে গ্রামের ভিতর একটি বোমা ফাটায় আফরোজা। এতেই উত্তপ্ত হয়ে ওঠে গ্রাম। শুরু হয় দুই পক্ষের বোমাবাজি, গুলি। জহর অনুগামীর চারটি বাড়িতে বোমা ফাটানোর পাশাপাশি ভাঙচুর করে বলে অভিযোগ। জহরলাল বলেন, "আমরা পিকনিক করছিলাম। কিন্তু ওরা আমাদের পিকনিক করতে দেবে না। আমাদের পিকনিক করতে দেবে না বলে গ্রামে বোমা ফাটায়। ওরা ক্ষমতা দেখাতে এসব করেছে। সাদেক বলে একজন গুলি চালায়"।

যদিও আফরোজা অনুগামী আসমা বিবি বলেন, "হঠাৎ ওরা আমাদের বাড়িতে আটটি বোমা ফাটায়। বাড়ি ভাঙচুর করে। জহরলাল, নাসিম শেখও নূর ইসলাম বাড়িতে ঢুকে ভাঙচুর চালায়। ওরা আমদের বাড়িতে ভাঙচুর চালাল"। গ্রামের বাসিন্দা খুরসাদ মীর বলেন, "শনিবার মল্লারপুরে দলের সভা ছিল। সেই সভা থেকে ফিরে এসে খাওয়াদাওয়া করেছিলাম। এদিকে এদিন জহরলাল একটি পিকনিক করছিল উত্তরপাড়ায়। এ নিয়ে দক্ষিণ পাড়ার আফরোজ বোমা

ছয়ের পাতায়

হরেকরকম হরেকরকম হরেকরকম

অনেকে বোধহয় ভুলেই গিয়েছেন যে আমি আছি: সুমনা

"দ্য কপিল শর্মা শো" যাঁদের ছাড়া অসম্পূর্ণ, তাঁদের একজন হলেন সুমনা চক্রবর্তী। এই বাঙালি অভিনেত্রী হিন্দি টেলিজগতে অনেক বছর ধরে কাজ করছেন। হিন্দি ছবিতে তাঁকে শেষ দেখা গিয়েছিল ২০১৪ সালের ছবি "কিক"-এ। কিন্তু তার পর শুধুই "দ্য কপিল শর্মা শো", আর কোনও ছবি বা ওয়েবসিরিজ, কোনও কিছুতেই দেখা যায়নি সুমনাকে। অভিনেত্রী সম্প্রতি হিন্দুস্থান টাইমস-কে দেওয়া একটি সাক্ষাতকারে বলেছেন যে অভিনেত্রী হিসেবে আরও কাজ করতে চান তিনি।সুমনা ওই সাক্ষাতকারে বলেছেন তিনি পার্টি করেন না, শ্যুটিং থেকে হয় সোজা বাড়ি আসেন অথবা বন্ধুবান্ধবের সঙ্গে দেখা করেন। হয়তো এই কারণে অনেকে তাঁকে নাক উঁচু ভাবেন বা এমনটা মনে করেন যে তিনি অনেক টাকা চাইবেন কিন্তু আসলে বিষয়টা এমন নয়। মজা করে এমনটাও বলেছেন, "অনেকে বোধহয় ভুলেই গিয়েছেন যে আমি আছি।" তার পরেই অবশ্য তিনি ওই সাক্ষাতকারে বলেছেন যে অভিনেত্রী হিসেবে কাজ চালিয়ে যেতে, একটু বোধহয় সবার সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ রাখাটা প্রয়োজন।ফারহান ও অভিষেকের ছবির জোড়া ফার্স লুকহিন্দুস্থান টাইমস-এর ওই প্রতিবেদন অনুযায়ী, সুমনা বলেছেন, "আমার মনে হয় সবাই আমাকে একটু নাক উঁচু ভাবে বা মনে করে যে আমি অনেক টাকা চাইব। এটা ঠিক যে আমার যা প্রাপ্য আমি সেটাই চাইব কিন্তু যদি প্রজেক্টটা ভাল হয় তবে পারিশ্রমিকের বিষয়টা নিয়ে আলোচনা করাই যায়। আসলে আমার পিআর স্কিল একদম ভাল না। সেটা অনেক দেরিতে বুঝেছি এখন আমি নতুন করে মিটিং করছি, ফোন করছি, মেসেজ করছি, বলতে গেলে কাজ চাইছি।"সেই নিয়ে অবশ্য তাঁর মনের কোনও গ্লানি নেই। একটা সময় পর্যন্ত তিনি মনে করতেন যে শুধু ভাল কাজ করলেই যথেষ্ট। কিন্তু অভিনেত্রী এখন উপলব্ধি করেছেন যে সেটাই যথেষ্ট নয়। তিনি ওই সাক্ষাতকারে এমনটাও বলেছেন যে ভাল চরিত্র পেতে, ভাল প্রজেক্ট পেতে আগ্রহী ঠিকই কিন্তু এমনটা নয় যে সেটা মুখ্য চরিত্রই হতে হবে। ওই প্রতিবেদন অনুযায়ী, কাজ পাওয়া নিয়ে সুমনা সম্প্রতি যে পদক্ষেপগুলি নিয়েছেন, তার ফলও ফলতে শুরু করেছে। আশা করা যায় অচিরেই তাঁকে "দ্য কপিল শর্মা শো"-এর বাইরেও অন্য কোনও গুরুত্বপূর্ণ প্রজেক্টে দেখতে পাবেন দর্শক।

নতুন মোড়কে "গুপী-বাঘা"

দেবলীনা ব্যানার্জী : বড়পর্দায় নতুন রূপে ফিরছে "গুপী-বাঘা"। উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী ও সত্যজিত রায়ের সৃষ্ট এই দুই নস্ট্যালজিক চরিত্র আরও একবার ফিরতে চলেছে বড়পর্দায়। সম্পূর্ণ আধুনিক ফরম্যাটে। কিন্তু "গুপী গাইন, বাঘা বাইন" আধুনিক ফরম্যাটে আদৌ কি সম্ভব? যে দুই চরিত্রকে আশৈশব সাদা কালোর ফরম্যাটেই দেখে এসেছে বাঙালি। শোনা যাচ্ছে পরিচালক রঙ্গন চক্রবর্তীর দীর্ঘদিনের ইচ্ছা বাস্তবায়িত হতে চলেছে প্রযোজক হিসেবে দেব এগিয়ে আসার পর।অন্যদিকে সুরিন্দর ফিল্মসের সঙ্গে ইতিমধ্যেই আলোচনা হয়েছে বলে খবর রয়েছে। এবার দেখার দেবই কি প্রযোজনা করছেন, নাকি অন্য কেউ! যদিও এর আগেই দক্ষিণারঞ্জন মিত্রের রচনা নিয়ে "হবুচন্দ্র রাজা গবুচন্দ্র মন্ত্রী"র মত সাহিত্যনির্ভর ছবির প্রযোজনা করছেন দেব। তাই আধুনিক আঙ্গিকে সাজানো চিত্রনাট্য নিয়ে রঙ্গনের "গুপী বাঘা ইন হাফগানিস্তান" আসতে চলেছে। প্রসঙ্গত, ২০১৯-এই পঞ্চাশে পা দিয়েছে "গুপী গাইন, বাঘা বাইন" ছবি।এইরকম কাল্ট চরিত্রদের নতুন ছাঁচে ফেলা খুব সহজ ব্যাপার নয়। এখানে মুখ্য চরিত্রে অর্থাত গুপীর চরিত্রে দেব ও বাঘার চরিত্রে অভিনয় করবেন রাহুল। এইখানেও গান-বাজনা করতে দেখা যাবে দু"জনকে। তবে সেটা আধুনিকের আঙ্গিকে অর্থাত ব্যান্ডের গান। কিন্তু বাড়ির লোকের অমত থাকায় ঘর-বসত বাড়ি ছেড়ে ব্যান্ড তৈরির কাজে নেমে পড়ে তারা। যেখানে ভূতের রাজার মতো বর নিয়ে হাজির হয় মহীন।ঠিক এইখানেই মহীনের ঘোড়াগুলির সঙ্গে মিল ঘটাবেন পরিচালক। এছাড়াও নতুন "গুপী-বাঘা"তে থাকবে হীরক রাজার রাজত্ব, তার পতন, হাল্লা-শুন্ডির যুদ্ধ সবই থাকছে। শুধুমাত্র হীরক রাজার রাজত্বের নাম হিসাবে পাওয়া যাবে হাফগানিস্তান। আর গুপী বাঘা চলে যাবেন সেই হাফগানিস্তানেই। সঙ্গীত পরিচালনার দায়িত্বে থাকছেন দেবজ্যোতি মিশ্র। সিনেমার শ্যুটিং লোকেশন কিংবা মুক্তির তারিখ কিছুই জানানো হয়নি এখনও পর্যন্ত।

লুডো"র ফার্স লুকে কে এই লাস্যময়ী ?

দেবলীনা ব্যানার্জী : বছরের প্রথম দিনই ধন্দে ফেললেন অভিনেতা রাজকুমার রাও। আদ্যোপান্ত নারীবেশে একটি ছবি নিজের ইনস্টাগ্রামে শেয়ার করেছেন অভিনেতা। লম্বা চুল, মুখে মেক-আপ, ঠোঁটে লিপস্টিক, গয়না-গাঁটিতে সজ্জিত। পরনে সবুজ ঘাঘরা চোলি। একঝলকে দেখে বোঝার উপায় নেই যে ইনি রাজকুমার রাও। অভিনব স্টাইলে তাঁর আগামী ছবি "লুডো"র লুক প্রকাশ্যে আনলেন রাজকুমার। পরিচালক অনুরাগ বসু।মুখ্য চরিত্রে রাজকুমার রাও আর তাঁর বিপরীতে "দঙ্গল" খ্যাত ফতিমা সানা শেখ। রাজকুমার-ফতিমা ছাড়াও "লুডো"তে গুরুত্বপূর্ণ চরিত্রে অভিনয় করেছেন অভিষেক বচ্চন এবং আদিত্য রায় কপুর। রয়েছেন পঙ্কজ ত্রিপাঠীও।

রণবীর কাপুরের বিষয়ে আজও একইভাবে আবেগপ্রবণ দীপিকা

মুম্বই : রণবীর কাপুর হয়ে রণবীর সিং - দীপিকা পাড়ুকোনের জীবনে এই দুই রণবীরের উপস্থিতিই খুবই গুরুত্বপূর্ণ। একজন তাঁর প্রাক্তন প্রেমিক আর একজন বর্তমান স্বামী। রণবীর কাপুরের সঙ্গে প্রেমে থাকার সম্পর্ক অনেকদিন আগেই চুকেছে। রণবীর সিংয়ের সঙ্গে চুটিয়ে প্রেম করার পর আজ তিনি তাঁর ঘরণী। দু"জনের দাম্পত্যের সুন্দর ছবি সোশ্যাল মিডিয়ার দৌলতে এখন সকলের ঘরে ঘরে।তাঁদের ভালোবাসার ঘর থেকে তরুণ সম্প্রদায় প্রেম করতে -ঘর বাঁধতে শিখছে। কিন্তু নিজের পুরনো প্রেমকে কী পুরো ভুলিয়ে দিতে পেরেছেন দীপিকা। তাঁর সাম্প্রতিক এক কমেন্টে বলিউডে ঝড়। তিনি একটি রিয়েলিটি শো -তে বিশেষ বিচারক হিসেবে এসেছিলেন। সেখানেই একজন ইয়ে জাওয়ানি হ্যায় দিওয়ানির একটি গান গান। এই গান শুনেই আবেগে ভেসে যান তিনি।

প্রাক্তন প্রেমিকের সঙ্গে ব্রেকআপের পরে এই সিনেমায় আবার একসঙ্গে অভিনয় করেছিলেন দু"জন। নিজের লাভলাইফ নিয়ে সবসময়েই ওপেন দীপিকা। রণবীর কাপুরের সঙ্গে প্রেমে থাকাকালীন তিনি যখন টের পান রণবীর তাঁকে ঠকাচ্ছেন তখনই তিনি সম্পর্ক থেকে বেরিয়ে এসেছিলেন। তারপরেই জানিয়েছিলেন যাঁর -তাঁর সঙ্গে শারীরিক সম্পর্ক তৈরি করেন না তিনি, যখন একটি মানসিকভাবে একটি সম্পর্কে থাকেন তখনই তিনি নিজের শরীর সেখানে দিতে পারেন। রণবীর তাঁকে ঠকানোয় মুহূর্তও দেরি করেননি সম্পর্ক থেকে বেরিয়ে আসতে।তবে সেই প্রেমিকের বিশেষ কিছু জিনিস যে এখনও তাঁর ভিতরে রয়েছে তা নিজের আরও একবার পরিষ্কার করে দিলেন তিনি। জানিয়ে দিয়েছেন এই গানটি তাঁর হৃদয়ের একেবারে বিশেষ জায়গায় আছে।আর এই গানটি শুনলে নিজের আবেগের ওপর কোনও নিয়ন্ত্রণ রাখতে পারেন না।এদিকে রণবীর এখন ক্যাটরিনা হয়ে আলিয়ার সঙ্গে রয়েছেন। তাঁর বাকি সম্পর্কগুলোর মতোই এটাতেই গুঞ্জন এবার বিয়ে হবে... রণবীর আছেন নিজের মতো আর আবেগপ্রবণ দীপিকা নিজের প্রতিটা সম্পর্ককেই দেন নিজের জায়গা। তিনি জানিয়েছেন ," এটা কখনও সখনও ঘটে যে সেটা এত গভীরভাবে হৃদয় ছুঁয়ে যায় যা মুখে বলা যায় না। এটাকে ঠিক ব্যক্তও করা যায় না। এটা আমার স্মৃতিতে সবসময়ের জন্য থাকবে। "তিনি যখন এই কথা বলেন তখন তাঁর দিকে অবাক চোখে তাকিয়ে ছিলেন নেহা কক্কর ও বিশাল। তবে দীপিকা -র সাহস নিয়ে তো কোনও কথা নেই। এবারেও তিনি প্রমাণ করলেন দিওয়ানি মস্তানি হয়ে যান।

কী খেয়ে রোগা থাকেন তারকারা ? চ্যালেঞ্জের সামনে এবার ছবিই তুলে ধরলেন তারা...

মুম্বই: কী খেয়ে রোগা থাকেন তারকারা? সেই ছবিই প্রকাশ করলেন তারা। একটি চ্যালেঞ্জ শুরু হয়েছে। যাকে বলা হচ্ছে ওয়াটস ইন ইওর ডাব্বা। এটি শুরু করেছেন টুইঙ্কল খান্না। তিনি এই চ্যালেঞ্জেটি দিয়ে অনেককে। যাতে সবাইকে জানাতে হবে যে তাদের ডাব্বায় কী রয়েছে। অর্থাত তাদের খাবার কী। মুম্বইয়ে ডাব্বা ব্যাপারটি খুব জনপ্রিয়। ডাব্বা করে খাবার পৌঁছে দেওয়া হয় তারকাদেরও। শ্যুটিং-এর সময় সেই ডাব্বায় থাকা খাবার খান তারা। যদিও আগে থেকে নির্দেশ থাকে ডাব্বায় কী আসবে। কারণ নিজের নিজের ডায়েট মেনে তারকারা খাওয়া দাওয়া করেন। টুইঙ্কেলের ছোঁড়া চ্যালেঞ্জে সামনে আসতে শুরু হয়েছে অক্ষয় কুমার, মালাইকা আরোরার ডায়েট প্ল্যান। দেখবেন তারা কী খান?তবে দেখুন। অক্ষয় বেশ থালা সাজিয়ে বসেন খেতে। সঙ্গে আবার জুসও থাকে। তিনি খান অ্যাভাকাডো টোস্ট, চিয়া পুডিং। বার্লে ব্রেডের ওপর ম্যাশড অ্যাভাকাডো। সঙ্গে থাকে মরশুমি ফল।অন্যদিকে মালাইকাকে দেখে তো ভাবেন যে তিনি খাবারই মুখে তোলেন না! ৪০এর কোঠায় বয়সে এসেও তিনি এতটা স্লিম! তবে দেখুন তার পাতে কী থাকে? জুকিনি ন্যুডলস ইউথ রেড বেল পেপার সস, যা বেশ সুস্বাদু করেই বানানো। আর যিনি চ্যালেঞ্জ ছুঁড়েছেন সেই টুইঙ্কল খান্না নিজে বিটরুট টিক্কা!তাহলে বুঝলেন তো নিয়মিত ডায়েট সঙ্গে শরীরচর্চায় মাধ্যমে নিজেদের ফিট রাখেন তারকারা। তবে এরা সকলেই অন্য তারকাদের চ্যালেঞ্জ ছুঁড়েছেন। এখন দেখার আরও কী কী সামনে আনেন অন্য তারকারা।

আপনার হাতের রেখায় কি ইংরেজি এম অক্ষর রয়েছে?

কখনও কি খেয়াল করে দেখেছেন আপনার হাতে ঞ্চ আছে কি না? যদি থাকে, নিশ্চিতভাবেই আপনি স্পেশাল। হ্যাঁ, ঠিক এমনটাই মনে করেন জ্যোতিষীরা।জ্যোতিষশাস্ত্র বলে, কোনও পুরুষের হাতে ঞ্চ থাকলে, তিনি অত্যন্ত প্রতিশ্রুতিমান। আপনার যদি তেমন থাকে তবে জানবেন আপনি অত্যন্ত অনুভূতিপ্রবণ। শুধু চাকরি নয়, যে কোনও উদ্যোগ নিলেই আপনি সাফল্য পাবেন।অংশীদারি ব্যবসাতেও আপনি ভাল শুধু নয়, অসাধারণ। কোনও মেয়ে যদি আপনার প্রেমে পড়েন, তবে সম্পর্কের ভবিষ্যত নিয়ে চিন্তা থাকে না। আপনারা কখনওই কাউকে প্রতারিত করেন না। চোখ বন্ধ করে ভরসা করা যায়।আরও জেনে রাখুনমহিলাদের হাতে যদি ঞ্চ থাকে তবে, তিনি পুরুষের থেকেও ক্ষমতাশালী হতে পারেন। যদি প্রেমিক, প্রেমিকা দু"জনের হাতেই ঞ্চ থাকে সেটা রাজযোটক। তবে সে ক্ষেত্রেও সাফল্যের দিক থেকে মেয়েটিই এগিয়ে থাকবে।হাতের তালুতে ঞ্চ থাকা ছেলে বা মেয়ে যে কেউ-ই যে কোনও পরিস্থিতিতে নিজেকে সহজেই খাপ খাইয়ে নিতে পারেন। সাফল্যের জন্য নিজের মধ্যে প্রয়োজনীয় পরিবর্তনও এঁরা করতে পারেন।সুতরাং, হাতে যদি ঞ্চথাকে তবে নিশ্চিতে এগিয়ে যান। নিজের উপরে আস্থা রাখুন। সাফল্য আপনার কাছে আসবেই।

ব্রিটিশ এয়ারওয়েজের উপর ক্ষুব্ধ সোনম

বেজায় চটেছেন অভিনেত্রী সোনম কাপুর। হঠাত কে রাগিয়ে দিল নায়িকাকে? সোনমের টুইটার ফিড বলছে, ব্রিটিশ এয়ারওয়েজের উপর বেজায় চটেছেন। কারণ, এক মাসে তিনবার ব্রিটিশ এয়ারওয়েজে যাত্রা করেছেন সোনম। তার মধ্যে দু"বার সোনমের ব্যাগ হারিয়েছে ওই বিমান সংস্থা।টুইটারে তাই সোনম লিখেছেন, "একমাসে তিন বারের মধ্যে দু"বারই ব্যাগ হারাল। কোনও দায়িত্ব নেই ব্রিটিশ এয়ারওয়েজের। আর কোনও দিনও এই এয়ারলাইন্সে সফর করব না।""'কভি ইদ কভি দিওয়ালি", সম্প্রীতির বার্তা দিতেই নতুন ছবির ঘোষণা সলমনের !এই টুইটের পর ক্ষমা চেয়ে ব্রিটিশ এয়ারওয়েজ একটি টুইট করেছেন। টুইটে লিখেছে, "যা হয়েছে, সেটা অভিপ্রেত নয় কখনওই। আমরা ক্ষমাপ্রার্থী। তবে ব্যাগ হারানোর আবেদনপত্র জমা পড়ে গেলে সব সময় মতো হবে।"নম তার পর জানিয়েছেন, সমস্ত দরখাস্ত করা হয়েছে বিমানবন্দরে। এখানেই শেষ নয়। সেই টুইটার ফিডের মধ্যেই এক নেটিজেন লিখেছেন, "যেটা আমাদের কাছে স্বপ্ন, এই অভিনেত্রীদের কাছে সেটাই বিলাসিতা।" তার পর আরও রেগে যান সোনম কাপুর। সেখানে তিনি লিখেছেন, "আপনি পাগল নাকি? আমরা বিলাসিতা করতে পারি, কারণ, আমাদের বাবারা সময়মতো পরিশ্রমটা করেছিলেন।"ইতিহাস বিকৃতি ও দুর্বল চিত্রনাট্যের শিকার "তানহাজি", সইফের অভিনয়ই একমাত্র প্রাপ্তিশেষবার সোনমকে দেখা গিয়েছিল "দ্য জোয়া ফ্যাক্টর" ছবিতে।

কোন রাশির পুরুষদের প্রতি মহিলারা বেশি আকৃষ্ট

১) মিথুন রাশি : মিথুন রাশির জাতকরা নিজ গুণ ও ব্যক্তিত্বের জেরে খুব সহজেই মেয়েদের কাছে জনপ্রিয় হয়ে উঠতে পারেন। মিথুন রাশির পুরুষরা সহ"জাতভাবেই খুব রোমান্টিক প্রকৃতির হয়ে থাকেন। আর এই কারণেই মহিলারা খুব সহজেই এঁদের প্রেমে পড়ে যান। মহিলাদের সঙ্গে ঠিক কীভাবে কথা বলতে হয় তা মিথুন রাশির পুরুষরা খুব ভাল করেই জানেন।২) সিংহ রাশি : সিংহ রাশির পুরুষরা সত্যিকারেরই পুরুষ সিংহ। এরা একদিকে যেমন খুব ভালো মনের মানুষ হন, তেমনই এঁরা খুবই রোমান্টিক প্রকৃতির হয়ে থাকেন। শুধু তাই নয়, এই রাশির পুরুষরা খুব সহজেই মেয়েদের মনে প্রভাব বিস্তার করতে পারে। নিজেদের ব্যক্তিত্বের গুণেই এই রাশির পুরুষরা খুব সহজেই মেয়েদের ওপর প্রভাব বিস্তার করতে পারে।৩) তুলা রাশি : তুলা রাশির পুরুষদের ভিড়ের মধ্যে থেকে আলাদা করে চিহ্নিত করা যায়। তাঁদের কথা বলা বা অন্যের সঙ্গে মত আদান-প্রদানের ক্ষেত্রে একটা নিজস্বতার ছাপ রাখেন। আর সেই কারণেই এই রাশির পুরুষের প্রতি সহজে আকৃষ্ট হন মেয়েরা। শুধু তাই নয়, এই রাশির পুরুষরা নিজের জীবনের সঙ্গে সবকিছুই খুব ভালরকমভাবে ব্যালান্স করে চলতে পারেন। আর সেই কারণেই এই রাশির পুরুষরা মহিলাদের কাছে অনেক বেশি বিশ্বাসযোগ্য।

কফি দিয়ে বানিয়ে নিন ত্বকের যত্নের নানা প্যাক

কফিতে থাকা ক্যাফেইন ত্বকের যত্নে অনন্য। এছাড়া এতে রয়েছে অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট, যা ত্বক টানটান ও উজ্জ্বল রাখে। ঠোঁট ফাটা রোধ করার পাশাপাশি ত্বকে জৌলুস ফেরাতে নিয়মিত ব্যবহার করতে পারেন কফির প্যাক।ত্বকের রন্ধ্র সংকোচন করে ত্বক টানটান রাখে কফি। এজন্য কফি দিয়ে বানিয়ে ফেলুন আইস কিউব। গরম জলে কফি মিশিয়ে ফুটিয়ে তা আইস ট্রেতে ঢেলে জমতে দিন। একটি সুতি কাপড়ে এই বরফ মুড়ে চেপে চেপে পুরো মুখে লাগান। এতে ত্বকে উজ্জ্বলতা আসবে এবং টানটান হবে ত্বক।কোমল ও মসৃণ ঠোঁটের জন্য কফি দিয়ে বানিয়ে ফেলতে পারেন লিপবাম। ১ টেবিল চামচ নারকেল তেলের সঙ্গে ২ চা চামচ কফি গুঁড়ো মিশিয়ে দুই-চারদিন রেখে দিন। একটি ডাবল বয়লার নিয়ে তাতে ১ টেবিল চামচ এই তেল এবং ২ টেবিল চামচ কোকো বাটার ভালোভাবে মিশিয়ে নিন।

পুরনো লিপস্টিক বা লিপবামের কৌটোয় ভরে রেখে দিন। ব্যবহার করুন ইচ্ছে মতো।চোখের ফোলা ভাব কমাতে কফি বেশ কার্যকর। ১ চা চামচ কফির সঙ্গে মিশিয়ে নিন ২ টেবিল চামচ আমন্ড তেল। এবার এই মিশ্রণ রোদে কিংবা একটু উষ্ণ জায়গায় চারদিন রেখে দিন। চিজ ক্লথ বা মসলিন কাপড়ে এই মিশ্রণ ছেঁকে নিন। এতে দুই ফোঁটা ভ্যানিলা এক্সট্র্যাক্ট মেশাতে পারেন। সিরামটি কাচের বোতলে ঢেলে রেখে দিন। প্রতিদিন রাতে ঘুমানোর আগে এবং সকালে ঘুম থেকে উঠে চোখের নীচে আঙুলের ডগা দিয়ে আলতো করে ম্যাসাজ করে লাগান।ত্বকে জমে থাকা জীবাণু ও মরা চামড়া দূর করতে সপ্তাহে দুইবার ব্যবহার করতে পারেন কফির আধা কাপ নারকেল তেলের সঙ্গে ১ চা চামচ দারুচিনি গুঁড়া এবং এক কাপ কফি মিশিয়ে কাচের বয়ামে রেখে দিন। প্রতিদিন ১ থেকে ২ টেবিল চামচ করে এই মিশ্রণ ত্বকে ঘষে নিন।

ত্বকের কালো ছোপ দূর করতে নারকেল জল ও গুঁড়ো দুধের প্যাক

ত্বকে মেলানিনের পরিমাণ বেড়ে গেলে মেছতার মতো ছোপ ছোপ দাগ পড়ে। এর ফলে ত্বক কালচে ও মলিন হয়ে যায়। এই দাগ দূর করতে নারকেলের জল ও গুঁড়ো দুধ বেশ কার্যকর। এই দুইটি উপাদান টানা কয়েকদিন ব্যবহার করলে ত্বক হবে দাগমুক্ত ও মসৃণ।এই দুটি উপাদান কীভাবে ত্বকের ব্যবহার করবেন, সে সম্বন্ধে পরামর্শ দেওয়া হয়েছে বোল্ডস্কাই ওয়েবসাইটের লাইফস্টাইল বিভাগে। এক নজরে চোখ বুলিয়ে নিন। যা যা লাগবেগুঁড়ো দুধ দুই চা চামচ ও নারকেলের জদ দুই টেবিল চামচ। গুঁড়ো দুধে প্রচুর পরিমাণে প্রোটিন ও ল্যাকটিক অ্যাসিড রয়েছে। অন্যদিকে নারকেলের জলে

অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট ও উপকারি পুষ্টিগুণ রয়েছে, যা ত্বকের দাগ দূর করে উজ্জ্বল ও মসৃণ করে। * যেভাবে ব্যবহার করবেনপ্রথমে একটি বাটিতে গুঁড়ো দুধ ও নারকেলের জল একসঙ্গে ভালো করে মিশিয়ে নিন। এই প্যাক মুখে ও ঘাড়ে লাগিয়ে ২০ থেকে ২৫ মিনিট অপেক্ষা করুন। এবার হালকা গরম জল দিয়ে মুখ ও ঘাড় ধুয়ে ফেলুন। দেখবেন, ধীরে ধীরে ত্বকের ছোপ ছোপ দাগ দূর হয়ে যাবে।* পরামর্শগ্ন ফ্রিজে রাখা নারকেলের জল ব্যবহার না করাই ভালো।গ্ন ভালো ফল পেতে সপ্তাহে অন্তত ৩ থেকে ৪ বার এই প্যাক ত্বকে লাগান।গ্ন প্যাক ব্যবহারের পর ত্বকে বেশি করে ওয়াটার বেইজড অথবা ক্রিম বেইজড ময়েশ্চারাইজার ব্যবহার করুন।

ক্যান্সারের মোকাবেলা করবে যেসব ফল

বিশ্বব্যাপী ক্যান্সার বাড়ছে আর আগের তুলনায় এখন আরও বেশি মানুষ এই রোগে মারা যাচ্ছে। ২০১৮ সালে সারা পৃথিবীতে ক্যান্সারে আক্রান্ত হয়ে ৯৬ লক্ষ মানুষের মৃত্যু হয়েছে।বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা বলছে, ২০৩০ সালের মধ্যে ক্যান্সার আক্রান্ত হয়ে বছরে এক কোটি ৩০ লক্ষ মানুষ মারা যাবে। তবে ক্যান্সার আক্রান্ত হওয়ার পর সুস্থ হয়ে ফিরে আসার সংখ্যাও বাড়ছে প্রতি বছর। সেই সঙ্গে বিজ্ঞানীরাও ক্যান্সার শনাক্ত ও চিকিতসার নতুন নতুন উদ্ভাবন নিয়ে আসছেন।

সঙ্গৈফের প্রেমের প্রস্তাবে না করেছিলেন করিনা !

প্রথমে গ্রিসে এরপরে লাদাখ, পরপর দু"বার সাইফের বিয়ের প্রস্তাব ফিরিয়ে দিয়েছিলেন কারিনা। ভালভাবে না চিনে, না জেনে তিনি কোনোভাবেই সাইফ আলি খানকে বিয়ে করতে চাননি। সম্প্রতি একটি সাক্ষাতকারে নিজের বিয়ে নিয়ে কথা বলেছেন বেবো বেগম। তিনি বলেন, "টশন" এর শুটিংয়ের সময় সাইফকে দেখে মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিলেন তিনি। এরপর তাদের দু"জনের মধ্যে সখ্যতা গড়ে ওঠে। দুজনের মধ্যে সম্পর্কের সূত্রপাত হওয়ার পরই সরাসরি কারিনাকে বিয়ের প্রস্তাব দেন সাইফ আলি খান। গ্রিসে শুটিংয়ের সময় প্রথমে বেবোকে ঘরণী করার প্রস্তাব দেন তিনি। এরপর লাদাখে গিয়েও সেই একই প্রস্তাব দেন পতৌদির ছোটে নবাব। যদিও সাইফের বিয়ের প্রস্তাবে পরপর দুবারই না করে দেন কারিনা। সাইফকে প্রথমে তিনি ভালভাবে চিনতে ও জানতে চান। তারপরই বিয়ের বিষয় নিয়ে ভাবনাচিন্তা করতে চান বলে জানান কাপুর-কন্যা। কারিনার না শুনেও থেমে যাননি সাইফ। এরপর ক্রমশ তার উপর দুর্বল হয়ে পড়লে, শেষে খান সাহেবকে বিয়ে করতে রাজি হয়ে যান বেবো বেগম।যদিও বিয়ে করলেও সাইফ কখনো কারিনার কাজে বাধা দিতে পারবেন না বলে, আগে থেকেই শর্ত দেন কাপুর-কন্যা। যা শুনে এক পায়ে রাজি হয়ে যান সাইফ আলি খান।

যেখানে সালমানের চেয়ে এগিয়ে প্রিয়াঙ্কা চোপড়া

বলিউড সুপারস্টার সালমান খান অসংখ্য হিট ছবি উপহার দিয়েছেন দর্শকদের। তার জনপ্রিয়তার কথাও সবার জানা। সোশ্যাল মিডিয়াতেও বেশ সরব সাল্লু ভাই। কিন্তু অবাক হওয়ার মতো বিষয় হলো এই সময় নাকি সালমানের চেয়েও দ্বিগুণ জনপ্রিয় চিত্রনায়িকা প্রিয়াঙ্কা চোপড়া। বলিউডের রথী-মহারথী সবাইকে ছাড়িয়ে এখন নাম্বার ওয়ানে অবস্থান করছেন প্রিয়াঙ্কা।মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের এক একটি সংস্থার জরিপ বলছে, সোশ্যাল মিডিয়ায় প্রিয়াঙ্কাই সবচেয়ে সার্চড অভিনেত্রী। ২০১৮ সালের অক্টোবর থেকে ২০১৯ সালের অক্টোবর পর্যন্ত ২০ লক্ষ ৭৪ হাজার বার প্রিয়াঙ্কা চোপড়ার নাম সার্চ করা হয়েছে। অন্যদিকে সালমানকে ১০ লক্ষ ৮৩ হাজার বার সার্চ করা হয়েছে। দেখা যাচ্ছে, সালমানের চেয়ে দ্বিগুণ খোঁজা হয়েছেন প্রিয়াঙ্কাকে।

বিপন্ন বন্যপ্রাণ, ৩ মিলিয়ন ডলার অনুদান জনপ্রিয় অভিনেতা লিওনার্দো ডিক্যাপ্রিওর

অস্ট্রেলিয়ায় পরিবেশ ও বন্যপ্রাণ রক্ষায় এগিয়ে এল হলিউড অভিনেতা লিওনার্দো ডি ক্যাপ্রিওর পরিবেশ বিষয়ক স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা। ভয়াবহ দাবানলে ক্ষতিগ্রস্ত পূর্ব অস্ট্রেলিয়ার বিস্তীর্ণ বনভূমি ও বন্যপ্রাণ রক্ষায় তিন মিলিয়ান ডলার (৩০ লক্ষ ডলার) অনুদান দেওয়ার কথা জানালেন হলিউড অভিনেতা।টানা কয়েকমাস ধরে জ্বলতে থাকা আগুনে ক্ষতিগ্রস্ত অস্ট্রেলিয়ার নিউ সাউথ ওয়েলস ও ভিক্টোরিয়ার বিস্তীর্ণ বনাঞ্চল। মনে করা হচ্ছে এই দাবানলে মৃত্যু হয়েছে ৪৮০

মিলিয়নের বেশি পশুপাখির। এই পরিস্থিতিতে অস্ট্রেলিয়ার পাশে দাঁড়িয়েছে বহু তারকা। এবার সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিলেন অস্কার জয়ী হলিউড অভিনেতা লিওনার্দো ডি ক্যাপ্রিও। কিছুদিন আগেই অভিনেতা "আর্থ অ্যালায়েন্স" বলে একটি পরিবেশ বিষয়ক স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা গঠন করেছেন। বৃহস্পতিবার "আর্থ অ্যালায়েন্স" বলে ওই সংস্থার তরফেই অস্ট্রেলিয়া ওয়াইল্ড ফায়ার ফান্ডের হাতে ৩ মিলিয়ান ডলার (৩০ লক্ষ ডলার) দেওয়ার কথা জানানো হয়।প্রসঙ্গত, এর আগে আমাজনে জঙ্গল রক্ষায় ৫০ মিলিয়ান ডলার অনুদান দিয়েছিলেন লিওর্নাদো। তিনি ছাড়া আরও পয়তাল্লিশ জন তারকা ব্যক্তিত্ব রয়েছেন যাঁরা অস্ট্রেলিয়ার পাশে দাঁড়িয়েছেন।

রবিবার স্বামী বিবেকানন্দের জন্মবার্ষিকীতে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন বিধায়ক টিংকু রায়। ছবি- নিজস্ব।

চির বিদায় নিলেন বিশিষ্ট সাংবাদিক অসীম কুমার মিত্র

কলকাতা ,১২ জানুয়ারি (হি.স): প্রয়াত হলেন বিশিষ্ট সাংবাদিক, লেখক, সুবক্তা অসীম কুমার মিত্র। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮৩। তিনি রেখে গেলেন ছেলে অর্ণব মিত্র, স্ত্রী রেবেকা মিত্রকে। রেখে গেলেন তাঁর ৬ মাসের নাতিকেও। মাস মাস ছয়েক আগে তার হার্ট অপারেশন হয়। তারপর তিনি বাড়িতে ফিরেও আসেন। দিন পনেরো আগে বাথরুমে পড়ে যান। অচৈতন্য হয়ে পড়েন। তাকে টালিগঞ্জ ফাঁড়ির কাছে আরএসবি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। সেখানে তিনি কয়েক দিন আগে কোমায় চলে যান। শেষ পর্যন্ত কলকাতা প্রেসক্লাবের চেষ্টায় তাকে বাঙ্গুর ইনস্টিটিউট অফ নিউরোলজিতে ভর্তি করা হয়। আজ সকাল সাড়ে নটায় সেখনেই তাঁর মৃত্যু হয়। কয়েকদিন আগে কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী হর্ষবর্ধন তাঁর অবস্থার খবর নিতে হাসপাতালে ফোন করেন।

প্রয়াত অসীম কুমার মিত্রের বাবা প্রয়াত অমিয় কান্তি মিত্র। জন্ম ১৯৩৯ সালের ৫ সেপ্টেম্বর। তিনি তাঁর কর্মজীবন শুরু করেন 'হিন্দুস্থান সমাচার'-এ। এই প্রতিষ্ঠানে তিনি ১৯৬২ থেকে ১৯৬৬ সাল পর্যন্ত কাজ করেন।

এক সময় 'স্বস্তিকা' পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন অসীম মিত্র। 'আজকাল' পত্রিকার সিনিয়র সহকারী সম্পাদক ছিলেন। তিনি 'যুগান্তর' এবং 'যুগশঙ্খ' পত্রিকা তো বেশ কিছুদিন কাজ করেছেন। তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাংবাদিকতা বিভাগে ১২ বছর অধ্যাপনা করেন। তার অনেক গুনমুগ্ধ ছাত্র-ছাত্রী আছে। তিনি বেশ কিছু বই লিখেছেন। সর্বভারতীয় সাংবাদিক সংগঠন ন্যাশনাল ইউনিয়ন অফ জার্নালিস্টয়ের রাজ্য সভাপতি ছিলেন। তিনি প্রেস কাউন্সিল, ফিল্ম সেন্সর বোর্ডের সদস্য ছিলেন। ছিলেন নিবেদীতা মিশন ট্রাস্টের সভাপতিও।

সব এডিটর হিসেবে 'যুগান্তর' পত্রিকায় যোগ দেন ১৯৬৯ —এ। ১৯৮১ সালে আজকাল পত্রিকায় যোগ দেন। সেখান থেকে সিনিয়র আসিস্টেন্ট এডিটর হিসেবে ১৯৯৯ সালে অবসর নেন। তিনি প্রায় আড়াই বছর বাংলা সাপ্তাহিক স্বস্তিকার সম্পাদক ছিলেন।

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ছাড়াও তিনি টেকনো ইন্ডিয়ার মাস কমিনিকেশন ডিপার্টমেন্ট, ঝাড়খন্ডের কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়, ওয়েস্ট বেঙ্গল স্টেট ইউনিভার্সিটি, বেনারস হিন্দু ইউনিভার্সিটি, মাখনলাল চতুর্বেদী ইউনিভার্সিটি অফ জার্নালিজম, পুনে ইউনিভার্সিটি সহ বিভিন্ন ইউনিভার্সিটির ভিজিটিং প্রফেসর ছিলেন। ১৯৭২ সালে তিনি সংবাদপত্রের ট্রেড ইউনিয়নের সঙ্গে জড়িয়ে পরেন। তিনি সদস্য ছিলেন পালাকর এওয়ার্ড কমিটির। নিউজ প্রিন্ট এডভায়সারী কমিটি, প্রেস কাউন্সিল অফ ইন্ডিয়া, ফিল্ম সেন্সর বোর্ড, সেন্ট্রাল প্রেস এক্রিডিয়েশন কমিটির সদস্য ছিলেন। তিন দফায় তিনি ওয়েস্টবেঙ্গল ইউনিয়ন অফ জার্নালিস্ট-এর সভাপতি ছিলেন। ন্যাশনাল ইউনিয়ন অফ জার্নালিস্টের সেগ্রেটারি জেনারেল ছিলেন।

২০০১ সালে অটলবিহারী বাজপেয়ী প্রধানমন্ত্রী থাকার সময় তিনি তাঁর হাত থেকে সাংবাদিকতার সেরার সম্মান 'নচিকেতা সম্মান' গ্রহণ করেন। ২০০৫ সালে অশোক সিংহলের কাছ থেকে পান 'বাপুরাও লেলে' এওয়ার্ড। ১৯৭৫ সালে ইন্দিরা গান্ধীর প্রধানমন্ত্রিত্বের আমলে জরুরি অবস্থা চলার সময় তিনি তিন মাসের জন্য জেলও খাটেন।

আজ কিছুক্ষণ প্রেস ক্লাবের তাকে শায়িত রাখা হয়। রবীন্দ্র সঙ্গীতের মাধ্যমে ভাব গম্ভীর পরিবেশে তাকে শ্রদ্ধা জানানো হয়। কলকাতা প্রেসক্লাবের পক্ষ থেকে সভাপতি স্নেহাশিস সূর, সম্পাদক কিংশুক প্রামানিক এবং হীরক কর পুষ্পস্তবক দিয়ে তাঁকে শ্রদ্ধা জানান।

হিন্দুস্থান সমাচারের পক্ষে অন্যতম ডিরেক্টর রথীন্দ্রমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁকে ফুলের মালা দিয়ে শ্রদ্ধা জানান। শোকপ্রকাশ করেন হিন্দুস্থান সমাচারের বর্তমান ব্যুরো চিফ সন্তোষ মধুপ। তাকে শ্রদ্ধা জানান বিভিন্ন সংগঠন, এবং সাংবাদিকরা। ' আগুনের পরশমনি ছোঁয়াও প্রাণে..' রবীন্দ্রনাথের গানের সঙ্গে এদিন সন্ধ্যায় প্রেস ক্লাব থেকে চির বিদায় নেন তিনি। প্রেসক্লাব থেকে তার মরদেহ নিয়ে যাওয়া হয় বেহালার বাসভবনে। আজ সন্ধ্যা রাতে কেওড়াতলা মহাশ্মশানে তাঁর শেষকৃত্য সম্পন্ন হয়।

উদ্বাস্তুদের নাগরিকত্ব পাওয়া থেকে কেউ রুখতে পারবে না : অমিত শাহ

জব্বলপুর, ১২ জানুয়ারি (হি.স.) : উদ্বাস্তুদের নাগরিকত্ব পাওয়া থেকে কেউ রুখতে পারবে না বলে জব্বলপুরের জনসভা থেকে সাফ জানিয়ে দিলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। দেশস্বাধীন হওয়ার পর পশ্চিম পাকিস্তানে ৩০ শতাংশ এবং পূর্ব পাকিস্তানে (অধুনা বাংলাদেশ) ৩০ শতাংশ হিন্দু, শিখ, বৌদ্ধ, খ্রিষ্টান, পার্সিদের মতো সংখ্যালঘুরা ছিল। কিন্তু এখন পাকিস্তানে মাত্র ৩ শতাংশ এবং বাংলাদেশে ৭ শতাংশ সংখ্যালঘু রয়েছে। কংগ্রেসের অন্ধ এবং বধীর নেতাদের কাছে প্রশ্ন রইল সেই সকল সংখ্যালঘুরা গেল কোথায় ?

এদিন অমিত শাহ বলেন, সেই সকল সংখ্যালঘুদের হত্যা করা হয়েছে, নয়তো ধর্মান্তকরণ করা হয়েছে। বাড়ির পুরুষদের সামনেই মহিলাদের উপর অত্যাচার করা হয়েছে। এদের মধ্যে অল্পসংখ্যক মানুষ নিজেদের ধর্ম এবং সম্মান রক্ষা করার জন্য সমস্ত কিছু ছেড়ে দিয়ে ভারতে চলে আসতে বাধ্য হয়েছে। ১৯৪৭ সালের ১২ জুলাই মহাত্মা গান্ধী বলেছিলেন যে, যারা পাকিস্তানে থেকে গিয়েছে, তারা যে কোনও সময়ে ভারতে চলে আসতে পারেন। এখানে তাদের সমস্ত সুযোগ ও সুবিধা দেওয়া হবে। কিন্তু রাহুল বাবা মহাত্মা গান্ধীকে কবেই ছেড়ে দিয়েছেন। নেহেরুজী, সর্দার প্যাটেল, আচার্য কৃপলানি এবং রাজেন্দ্র প্রসাদ সেই সময় জানিয়েছিলেন যে, ভারত তাদের (পাকিস্তান থেকে উদ্বাস্তুদের) স্বাভাবিক জন্মভূমি। কংগ্রেস যত খুশি বিরোধিতা করুক। উদ্বাস্তুদের নাগরিকত্ব দেওয়া হবে। এই দেশের যতটুকু অধিকার আমাদের রয়েছে, ঠিক সমান অধিকার উদ্বাস্তুদেরও রয়েছে।

মানবাধিকার সংগঠনগুলিকে একহাত নিয়ে অমিত শাহ জানিয়েছেন, পাকিস্তানে সংখ্যালঘুদের উপর যখন অত্যাচার হয়েছে। তখন কোনও পদক্ষেপ নেয়নি বা নিন্দায় সরব হয়নি মানবাধিকার সংগঠনগুলি। এদিনের বক্তব্যে তিনি নানকানা গুরুদ্বারে হামলার প্রসঙ্গও উল্লেখ করেন।

অমিত শাহ আরও বলেন, দেশভাগের সময় যারা পাকিস্তানে থেকে গিয়েছিল, তাদের তৎকালীন নেতারা উপেক্ষা করেছিল। কিন্তু মোদী সরকার যখন সেই সকল

ছয়ের পাতায়

সোমবার আগরতলায় প্রদেশ কংগ্রেস ভবনে যুব কংগ্রেস স্বামী বিবেকানন্দের জন্মবার্ষিকী পালন করেন। ছবি- নিজস্ব।

পথ দুর্ঘটনায় প্রাণ গেল পঞ্চাশোর্ধ এক ব্যক্তির

সিউড়ি, ১২ জানুয়ারি (হি.স.) : পথ দুর্ঘটনায় প্রাণ গেল পঞ্চাশোর্ধ এক ব্যক্তির। ঘটনাটি ঘটেছে সিউড়ি থানা এলাকার মিনিস্টিলের কাছে। পুলিশ জানিয়েছে, মৃতের নাম জয়গোপাল গড়াই। তিনি সিউড়ি থানা এলাকার চাকদহ গ্রামের বাসিন্দা।

রবিবার সকালে তিনি মিনিস্টিলের কাছে একটু পেট্রোল পাম্প থেকে তেল ভরে সিউড়ির দিকে আসছিলেন। সেই সময় পিছন থেকে একটি লরি তাঁকে ধাক্কা মারে। ঘটনার স্থলেই তিনি রক্তাক্ত অবস্থায় লুটিয়ে পড়েন। স্থানীয় বাসিন্দারা তাঁকে উদ্ধার করে সিউড়ি সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে নিয়ে গেলে তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করা হয়।

রাজ্য বিজেপিতে হতে চলেছে রদবদল

কলকাতা, ১২ জানুয়ারি (হি.স.): সর্বভারতীয় সভাপতি পদের পরিবর্তনের পাশাপাশি রাজ্য বিজেপিতেও হতে চলেছে রদবদল। তবে গুঞ্জন উড়িয়ে আপাতত দলের রাজ্য সভাপতি পদে বহাল থাকছেন দিলীপ ঘোষ। ওদিকে যখন কেন্দ্রে সর্বভারতীয় সভাপতি পদে বর্তমান সভাপতি তথা স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের পরিবর্তে আসতে চলেছেন দলের কার্যকরী সভাপতি জগৎ প্রকাশ নাড্ডা।

ছয়ের পাতায়

দক্ষিণ শালমারার ভারত-বাংলা সীমান্তে আক্রান্ত বিএসএফ, গুলিবিদ্ধ গরু পাচারকারী হত, আহত দুই জওয়ান

দক্ষিণ শালমারা (অসম), ১২ ডিসেম্বর (হি.স.) : ফের বিএসএফ-এর গুলিতে মৃত্যু হয়েছে এক গরু পাচারকারীর। গত ১০ জানুয়ারির পর আজ রবিবার ভোররাতে নিম্ন অসমের দক্ষিণ শালমারা-মানকাচর জেলার অন্তর্গত ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তবর্তী সৈতনবাড়ি বিএসএফ ক্যাম্প এলাকার ফুলকাকাটায় এই ঘটনা সংঘটিত হয়েছে। টহলদারী সীমান্ত সুরক্ষা বাহিনীর সঙ্গে গরু পাচারকারীর সংঘর্ষ হলে গুলি চালাতে বাধ্য হয় বিএসএফ। বিএসএফ-এর গুলিতে বিদ্ধ হয়ে গরু পাচারকারী শমেজ আলির মৃত্যু হয়। পাশাপাশি পাচারকারীদের সশস্ত্র হামলায় দুই জওয়ান আহত হয়েছেন। তাদের ধুবড়ি সিভিল হাসপাতালে নিয়ে ভরতি করা হয়েছে। এর মধ্যে এক জওয়ান সুনীল কুমারের শারীরিক অবস্থ আশঙ্কাজনক বলে জানা গেছে।

প্রাপ্ত খবরে প্রকাশ, দক্ষিণ শালমারা-মানকাচর জেলার অন্তর্গত দক্ষিণ শালমারা থানা এলাকার ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তবর্তী ফুলকাকাটা প্রথমখণ্ড গ্রামের বাসিন্দা জনৈক সকের আলির ছেলে শমেজ আলি অন্য সঙ্গীদের নিয়ে আজ ভোররাতের দিকে বাংলাদেশ সীমান্তে গরু পাচার করতে যায়। ভোররাত তখন প্রায় ৩.৪০ মিনিট। তারা ফুলকাকাটা সীমান্ত পার করে বাংলাদেশে কয়েকটি গরু পাচার শুরু করে। তখন সীমান্তে টহলধারী বিএসএফ জওয়ানরা ছুটে গিয়ে পাচারকারী শমেজের হেফাজত থেকে চারটি গরু আটক করেন। তা দেখে গরু পাচারকারীরা সম্মিলিতভাবে হাতে হাতে দা-ড্যাগার, খুরপি, ভোজালি ইত্যাদি ধারালো অস্ত্র নিয়ে বিএসএফ-এর ওপর হামলা চালাতে তেড়ে আসে।

গরু পাচারকারীদের হামলার মোকাবিলা করতে সৈতনবাড়ি বিএসএফ ক্যাম্পের দায়িত্বপ্রাপ্ত সহকারী ওসি ওমবীর প্রকাশ শূন্যে গুলি চালনা করেন। এর পরও গরু পাচারকারীরা সীমান্ত ছেড়ে না গিয়ে উল্টো ওমবীর প্রকাশের মাথায় এবং জওয়ান সুনীল কুমারের শরীরে ধারালো অস্ত্র দিয়ে উপর্যুপরি ঘা বসিয়ে দেয়। এতে দুজনেই ঘায়েল হন। এই সুযোগে গরু পাচারকারীরা সুনীল কুমারের হাত থেকে একে ৪৭ রাইফেল কেড়ে নিয়ে গেলে মাথায় আঘাতপ্রাপ্ত ওমবীর প্রকাশ কয়েক রাউন্ড গুলি বর্ষণ করেন। এতে শমেজ আলি নামের গরু পাচারকারী ধরাশায়ী হয়ে যায়। এরই মধ্যে বিএসএফকে আক্রমণকারী কতিপয় পাচারকারী শমেজ আলির লাশ কাঁধে তুলে সুনীল কুমারের হাত থেকে ছিনতাই করা রাইফেল নিয়ে ঘটনাস্থল ছেড়ে পালিয়ে যায়।

এদিকে গুলির শব্দ শুনে ঘটনাস্থলের পার্শ্ববর্তী গ্রাম থেকে শ শ মানুষ ঘন কুয়াশার মধ্যে রাতের অন্ধকারে ছুটে আসেন। ইত্যবসরে গুলিবিদ্ধ হয়ে শমেজ আলি মারা গেছে দেখে সবাই দৌড়ে পালিয়ে নিজের নিজের ঘরে নিরাপদ আশ্রয় নেয়। আন্তর্জাতিক সীমান্তে সংঘটিত এই ঘটনায় এলাকায় উত্তজনার সৃষ্টি হয়।

খবর পেয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের জন্য দক্ষিণ শালমারা-মানকাচরের পুলিশ সুপার কঙ্কনজ্যোতি শইকিয়া, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার আরিফ আহমেদ, দক্ষিণ শালমারা থানার এএসআই আবু শামা-সহ পুলিশের এক বিশাল বাহিনী সীমান্তে গিয়ে হাজির হন। সকাল প্রায় ৭-টা নাগাদ পৌঁছে তাঁরা ফুলকাকাটা গ্রামে শমেজের মৃতদেহ এবং বিএসএফ-এর রাইফেলের সন্ধানে তালাশি অভিযান শুরু করেন।

অবশেষে গ্রামের এক জঙ্গল থেকে বিএসএফ-এর জওয়ানরা তাদের রাইফলটি উদ্ধার করে পুলিশের কাছে হস্তান্তর করেন। এর সঙ্গে গোটা গ্রাম জুড়ে চলে শমেজ আলির মৃতদেহের তালাশি। শেষ পর্যন্ত এক তথ্যের ভিত্তিতে গ্রামের একটি ছোট্ট ছড়ার ওপারে অবস্থিত গ্রামের জনৈক গৃহস্থের ঘর থেকে বেলা প্রায় ২-টায় শমেজের মৃতদেহ উদ্ধার করে পুলিশের দল। এর পর লাশটির ময়না তদন্তের জন্য ধুবড়ি সিভিল হাসপাতালে পাঠিয়ে দেয় পুলিশ।

এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে, গত ৩ জানুয়ারি রাত প্রায় ১১-টায় ফুলকাকাটা গ্রাম থেকে প্রায় দেড় কিলোমিটার দূরে মহামায়ার ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তে পুলিশের সঙ্গে গরু পাচারকারীদের সংঘর্ষ সংঘটিত হয়েছিল। এতে দক্ষিণ শালমারা পুলিশের গুলিতে নুরজামাল শেখ নামের এক গরু পাচারকারীর মৃত্যু ও অন্য তিন গরু পাচারকারী আহত হয়েছিল। একইভাবে

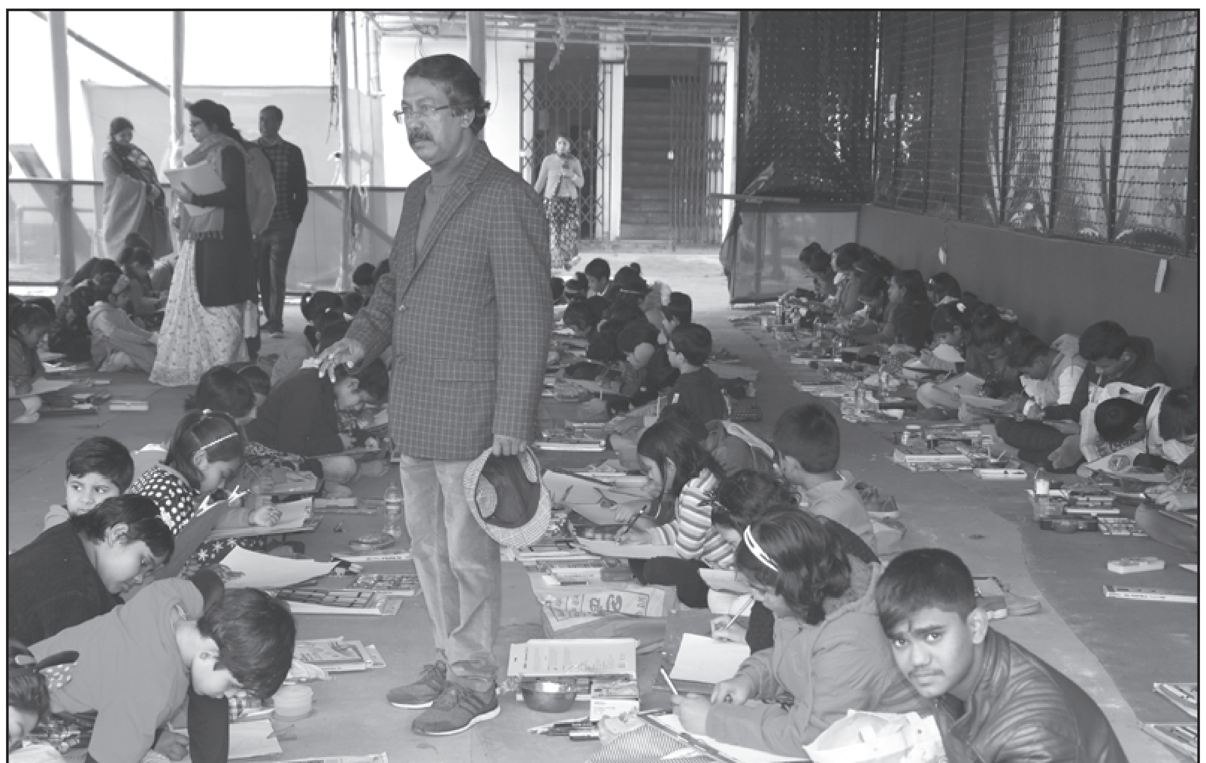

রবিবার আগরতলায় আয়োজিত বসে আঁকো প্রতিযোগিতায় খুঁদে শিল্পীরা। ছবি- নিজস্ব।

গঙ্গাসাগর থেকে অসুস্থ তীর্থযাত্রীদের পাঠানো হল কলকাতার হাসপাতালে

গঙ্গাসাগর, ১২ জানুয়ারি (হি.স.) : প্রতি বছরই গঙ্গাসাগর মেলায় এসে অসুস্থ হয়ে দু''একজন তীর্থযাত্রীর মৃত্যুর ঘটনা ঘটে। আর সেই কারণেই এবার দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলা প্রশাসনের তরফ থেকে গঙ্গাসাগর মেলা প্রাঙ্গণে গুরুতর অসুস্থ তীর্থযাত্রীদের জন্য এয়ার এ্যাম্বুলেন্সের ব্যবস্থা করা হয়েছে। রবিবার বিকেলেই মেলা প্রাঙ্গণে গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়া হাওড়া ও অসমের বাসিন্দা দুই তীর্থযাত্রীকে গঙ্গাসাগর থেকে হেলিকপ্টারের মাধ্যমে পাঠানো হল কলকাতায়।

অসম থেকে অনিমা দাস নামে এক বছর সাতান্নর মহিলা গঙ্গাসাগরে এসেছিলেন মকর সংক্রান্তি তিথিতে গঙ্গা সাগরে পূণ্যস্নান করে কপিল

ছয়ের পাতায়

ইউক্রেনের বিমান ধ্বংসের প্রতিবাদে ইরানে বিক্ষুব্ধ জনতার বিক্ষোভ, সমর্থন জানালেন ট্রাম্প

নয়াদিল্লি, ১২ জানুয়ারি (হি.স.) : তেহরানে ইউক্রেনের বিমান বিধ্বস্ত হওয়ার ঘটনায় তিনদিন পর 'অনিচ্ছাকৃত ভুল' বলে দায় স্বীকার করে ইরান। এই ঘটনায় বিক্ষোভ শুরু করেছে ইরানের ক্ষুব্ধ জনতা। রবিবার আন্তর্জাতিক সংবাদমাধ্যম সূত্রে জানা গেছে শনিবার ইরানের রাজধানী তেহরানে বিক্ষোভ করেন কয়েকশ' মানুষ। অন্তত দু'টি বিশ্ববিদ্যালয়ে বিক্ষোভ হয়। এসময় তারা দেশটির শীর্ষ নেতা আয়াতুল্লাহ আলি খামেনির পদত্যাগের দাবিতে স্লোগান দেন। তাঁদের এই প্রতিবাদ আন্দোলনকে সমর্থন করেছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। খবরে বলা হয়, বিক্ষোভকারীরা প্রথমে প্লেন বিধ্বস্তের ঘটনায় নিহতদের শ্রদ্ধা জানাতে জড়ো হলেও বিকেলের দিকে তারা ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠেন। এক পর্যায়ে নেতাদের বিরুদ্ধে স্লোগান দেওয়া শুরু করেন তারা। বিক্ষোভকারীরা এ সময় প্লেন বিধ্বস্তের ঘটনায় দায়ীদের শাস্তি দাবি করেন। ইরানের শীর্ষ নেতা খামেনির পদত্যাগ দাবি করে 'মিথ্যাবাদীদের মৃত্যু' চেয়ে স্লোগান দেন তারা। তাদের ছত্রভঙ্গ করতে কাঁদানে গ্যাস ছোড়ে পুলিশ।

এদিকে, তাঁদের এই প্রতিবাদ আন্দোলনকে সমর্থন করেছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প উ বিক্ষোভকারীদের 'অনুপ্রেরণাদায়ী' বলে মন্তব্য করেছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। ইংরেজি ও ফারসি উভয় ভাষায় লেখা টুইটে ট্রাম্প লেখেন, সাহসী ও নিপীড়িত ইরানিদের উদ্দেশ্যে বলতে চাই, প্রেসিডেন্সির শুরু থেকেই আমি ইরানিদের সঙ্গে রয়েছি। আমার সরকার ভবিষ্যতেও আপনাদের পাশে থাকবে। আপনাদের বিক্ষোভ আমরা নিবিড়ভাবে লক্ষ করছি। আপনাদের সাহস অনুপ্রেরণাদায়ী।

উল্লখ্য, গত ৮ জানুয়ারি, মঙ্গলবার ইরানের রাজধানী তেহরানের ইমাম খোমেইনি বিমানবন্দরের কাছে ভেঙে পড়েছিল ইউক্রেনের একটি বিমান (বোয়িং ৭৩৭)উ ওই বিমানটিতে ৯ জন ক্রু মেম্বার এবং ১৬৭ জন যাত্রী-সহ মোট ১৭৬ জন ছিলেনউ টেক-অফের কিছুক্ষণের মধ্যেই বিমানটি মাটিতে আছড়ে পড়েছিলউ বিমান দুর্ঘটনায় প্রাণ হারান ১৭৬ জনইউ তাঁদের মধ্যে ৬৩ জন কানাডার নাগরিকউ ওই বিমানে ইরানের ৮২ জন নাগরিক ছিলেন, ১০ জন সুইস, ৪ জন যাত্রী ছিলেন আফগানিস্তানের, ৩ জন ব্রিটিশ এবং ৩ জন জার্মান নাগরিক ছিলেন।

সিএএ নিয়ে অপপ্রচার করে সংখ্যালঘুদের উসকে দিচ্ছেন বিরোধীরা : অমিত শাহ

জব্বলপুর, ১২ জানুয়ারি (হি.স.) : বিরোধীরা সিএএ নিয়ে বিভ্রান্তিমূলক প্রচার করে সংখ্যালঘুদের উসকে দিচ্ছেন উ রবিবার মধ্যপ্রদেশের জব্বলপুরের নাগরিকত্ব সংশোধন আইনের (সিএএ) সমর্থনে আয়োজিত জনসভা থেকে দেশের বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলির বিরুদ্ধে এমনি অভিযোগ করলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী তথা বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি অমিত শাহ উ রবিবার জব্বলপুরের রেডিসন মাঠে আয়োজিত বিশাল জনসভায় বক্তব্য রাখেন তিনি উ বলেন, নাগরিকত্ব সংশোধন আইন (সিএএ) সম্পর্কিত বিজেপি জনসচেতনতা মূলক প্রচার চালাচ্ছে। কারণ বিরোধীরা সিএএ সম্পর্কে দেশে বিভ্রান্তি ছড়াচ্ছে, বাস্তবতা হচ্ছে সিএএ-তে নাগরিকত্ব ফিরিয়ে নেওয়ার জন্য কোথাও লিখিত নেই। দেশের সংখ্যালঘুদের উসকানি দেওয়া হচ্ছে যে আপনারা নাগরিকত্ব হারাবেন। আমি দেশের সংখ্যালঘু ভাই-বোনদের সিএএ পড়তে বলতে এসেছি, কোথাও কারও নাগরিকত্ব হারানোর বিধান নেই।

এর আগে আজ দুপুরে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ জব্বলপুরের পৌঁছলে, সেখানে তাঁকে স্বাগত জানান বিজেপির প্রবীণ নেতারা। এদিন রেডিসন গ্রাউন্ডে আয়োজিতবিশাল জনসভায় যারা দেশের নাগরিকত্ব পেয়েছেন তাদেরও স্বাগত জানানো হয় উ সমাবেশে অমিত শাহ বলেন, জব্বলপুরের বিশেষতা তুলে ধরে তিনি স্মরণ করেন আচার্য বিনোবা ভাবে রানি দুর্গাবতীকে উ তিনি বলেন, এই সেই জায়গা যেখানে আচার্য রজনীশ রানি দুর্গাবতী বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা চালিয়ে গিয়েছিলেন। এখানে বীরঘুনাথ শাহ মাদার ইন্ডিয়ার জন্য প্রাণ দিয়েছিলেন। এখানেই রানি দুর্গাবতী তাঁর বীরত্ব দেখিয়ে মুঘলদের কাঁপিয়ে দিয়েছিলেন। আজ আমি এমন একটি বিষয় সম্বোধন করতে এসেছি, যার জন্য আমি খুব গর্বিত।

তিনি বলেন, বিজেপিকে সিএএর জন্য জনসচেতনতা চালাতে হচ্ছে, কারণ বিরোধীরা এই আইন নিয়ে

ছয়ের পাতায়

২০২০ সাল শুধুমাত্র নতুন বছর নয়, যুবকদের অংশগ্রহণের এক নতুন দশক: প্রধানমন্ত্রী

কলকাতা, ১২ জানুয়ারি (হি.স.) : ২০২০ সাল শুধুমাত্র নতুন বছর নয়, একটি নতুন দশক যা দেশ গঠনে যুবকদের অংশগ্রহণকে আরও জোরদার করবে। রবিবার বেলুড় মঠে স্বামী বিবেকানন্দের জন্মবার্ষিকীতে অংশ নিয়ে প্রধানমন্ত্রী বলেন, তাঁর সরকার বিগত কয়েক দশকের চ্যালেঞ্জগুলি গ্রহণ করেছে এবং প্রযুক্তির সাথে এগিয়ে যাওয়ার জন্য নতুন পথকে শক্তিশালী করেছে। গঙ্গা নদীর তীরে অবস্থিত এই ঐতিহাসিক বেলুড় মঠে স্বামীজির এই জন্মবার্ষিকীতে জনগণ ও সাধুগণের সমাগম ছিল। তিনি বলেন, বেলুড় মঠে আসা বাড়িতে আসার মতো। ধন্যবাদ পশ্চিমবঙ্গ সরকারের প্রতি। তিনি বলেছিলেন যে জনসেবা ঈশ্বরের সেবা এই জ্ঞানটি এখান থেকে পেয়েছি। রামকৃষ্ণ মিশন সর্বদা পথ প্রদর্শন করবে। এদিন তিনি বলেন, বেলুড় মঠ তীর্থ যাত্রার চেয়ে কম নয়। আমার কাছে বেলুড়ে আসা মানেই ঘরে আসা। আমি ধন্য আমাকে এখানে থাকতে দেওয়া হয়েছে। স্বামীজির সংকল্পকে রূপায়ণের দ্বায়িত্ব আগামী প্রজন্মের। জনসেবাই জীবনের মূল মন্ত্র। এই ভূমিতে আসার পর মা সারদা দেবীর আঁচল মায়ের কথা মনে করায়। আমরা কখনই একা নই। আমাদের সঙ্গে আর একজন থাকেন। চোখে ধরা পড়েন না। কিন্তু সবসময় আমাদের সঙ্গেই থাকেন। তিনি ঈশ্বর। স্বামীজি চেয়েছিলেন একশো যুবক তাঁর হাতে থাকলে দেশকে পরিবর্তন করে দেবেন। আজ বিশ্বের সবচেয়ে বেশি যুবা ভারতে রয়েছেন। এই যুবার উপরই দেশের উজ্জ্বল ভবিষ্যত বলে মনে করতেন স্বামীজি। যুবার উপরই দেশের উজ্জ্বল ভবিষ্যত বলে মনে করতেন স্বামীজি। ডিজিটাল অর্থব্যবস্থায় ভারত প্রথম সারিতে রয়েছে। ১৩০কোটি দেশবাসীর জন্য সংকল্প স্থাপন করেছি। দুর্নীতির বিরুদ্ধে যুবসমাজ পথে নমেছে। বেলুড়ে এলে নতুন শক্তি পাওয়া যায়। হিন্দুস্থান সমাচার/সঞ্জয়

অমিত শাহ

পাচের পাতার পর

পীড়িতদের নাগরিকত্ব দেওয়ার জন্য আইন বানাল তখন কংগ্রেস, বামপন্থী, মমতা দিদি, কেজরিওয়াল বিরোধ করে চলেছেন। পাকিস্তান এবং বাংলাদেশ থেকে ধর্মের কারণের নিপীড়িত হয়ে যে সকল উদ্বাস্তুরা আসছেন তাদের মধ্যে দলিত, শ্রমজীবী, নমঃশুদ্ররা ছিল। বিরোধীদের কটাক্ষ করে তিনি বলেন, নিজেদের ভোটব্যাঙ্ককে তোষণ করে চলছে এই সকল নেতানেত্রীরা। ভোটব্যাঙ্ক যদি রেগে যায় সেই কারণে এরা সিএএ-র বিরোধিতা করছে।

৩৭০ ধারা বিলুপ্তি প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে তিনি জানিয়েছেন, মোদী সরকার ৩৭০ ধারা বিলুপ্ত করে কাশ্মীরকে ভারতের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ করে তুলেছে। কিন্তু কংগ্রেস এরও বিরোধিতা করেছে। রাম জন্মভূমি মন্দির প্রসঙ্গে কংগ্রেসের উকিল কপিল সিব্বল জানিয়েছিল সেখানে মন্দির হওয়া বাঞ্ছনীয় নয়। সার্জিক্যাল স্ট্রাইক, এয়ারস্ট্রাইকের পর কংগ্রেস পাকিস্তানের হয়ে প্রমাণ চাইছিল। জেএনইউ-তে বসে যারা দেশকে হাজার ভাগে ভাঙতে চাইছে। তাদের জেলে থাকা উচিত। কিন্তু কেজরিওয়াল ও রাহুল গান্ধী তাদের রক্ষা করার কথা বলছে। এই দেশবিরোধী স্লোগান দেওয়া লোকেরা কি রাহুল ও কেজরিওয়ালে ভাই হয়?

উসকে দিচ্ছেন বিরোধীরা

পাচের পাতার পর

দেশে বিভ্রান্তি ছড়াচ্ছেন। আমি এখানে রাহুল গান্ধী, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সহ যারা এই আইনের বিরোধিতা করছেন তাঁদের সবাইকে চ্যালেঞ্জ জানাতে চাই, সিএএ-তে কোথায় লেখা আছে যে কারও নাগরিকত্ব কেড়ে নেওয়ার কথা লেখা আছে তা আমাকে দেখান। এই আইন নাগরিকত্ব হরণ করার জন্য নয়, অন্য দেশ থেকে নির্যাতনের পরে ভারতে আগত লোকদের নাগরিকত্ব দেওয়ার জন্য। এর মাধ্যমে ভারত আশেপাশের দেশগুলিতে সংখ্যালঘুদের স্বাগত জানাবে এবং তাদের নাগরিকত্ব দেবে। তিনি বলেন, আমি কংগ্রেস নেতাদের জিজ্ঞাসা করতে চাই যে পাকিস্তান ও বাংলাদেশে খুব কম সংখ্যালঘু রয়ে গেছে, তারা কোথায় গিয়েছিল? পাকিস্তানে তাদের সঙ্গে যে নৃশংসতা চলছে তার কারণেই তারা ভারতে আসতে চায়। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী এও বলেন, আমি বিরোধীদের কাছে বলতে চাই তাঁরা যেন দেশের মানুষের আবেদন অনুভব করুন ঊ অন্যথায় সেখানে যে অল্প সংখ্যক সংখ্যালঘুরা টিকে আছেন তাঁরাও শেষ হয়ে যাবেন।

জরুরী পরিষেবা

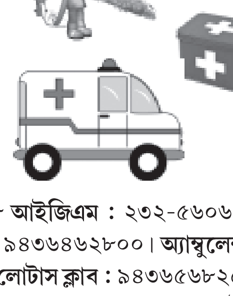

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ (টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। **ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ (পি বি এক্স), **আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

কালোপতাকার মোকাবিলা 'ফুলাম গামোছা' দিয়ে করলেন বিজেপির প্রদেশ সভাপতি রঞ্জিত দাস

সরভোগ (অসম), ১২ জানুয়ারি (হি.স.) : নাগরিকত্ব (সংশোধনী) আইন (সিএএ)-এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাতে সাম্প্রতিককালে বিজেপির নেতা-মন্ত্রী-বিধায়কদের কালোপতাকা প্রদর্শন চালু হয়েছে অসমে। মুখ্যমন্ত্রীকেও কালোপতাকার সম্মুখীন হতে হচ্ছে। আজও এর ব্যতিক্রম হয়নি। তবে আজ কালোপাতাকাধারীদের মোকাবিলা করা হয়েছে অসমিয়া স্বাভিমান 'ফুলাম গামোছা' দিয়ে।

নিজের নির্বাচন ক্ষেত্র বরপেটা জেলার অন্তর্গত সরভোগে আজ রবিবার শ্রীমন্ত শংকরদেব সংঘ-এর জেলা কমিটি আয়োজিত বার্ষিক সম্মেলনে প্রধান অতিথি হিসেবে অংশগ্রহণ করেছিলেন এলাকার বিধায়ক তথা বিজেপি-র প্রদেশ সভাপতি রঞ্জিতকুমার দাস। অনুষ্ঠান শেষ করে ফেরার পথে সারা অসম ছাত্র সংস্থার বড়নগর আঞ্চলিক কমিটির কতিপয় যুবকর্মী রঞ্জিত দাসকে কালোপতাকা নেড়ে বিজেপি ও সিএএ-বিরোধী স্লোগান দিচ্ছিল। সে সময় গাড়ির ভিতর থেকে জানালার বাইরে হাত বের করে অসমিয়ার স্বাভিমান ফুলাম গামোছা নেড়ে বিক্ষোভকারীদের স্বাগত জানান রঞ্জিত দাস।

প্রসঙ্গত, কয়েকদিন আগে পাঠশালায় বিজেপি-র প্রাক্তন মণ্ডল সভাপতি প্রাঞ্জল দাসের মৃত্যুর পর প্রয়াতের পরিবারের খবর নিতে যাওয়ার সময়ও দলের প্রদেশ সভাপতিকে কালোপতাকা প্রদর্শন করা হয়েছিল। সেদিনও তিনি গামোছা নেড়ে প্রতিবাদকারীদের সম্ভাষণ জানিয়েছিলেন।

এদিকে ঘটনা সম্পর্কে রঞ্জিতকুমার দাসের প্রতিক্রিয়া জানতে চাইলে তিনি বলেন, গণতান্ত্রিকভাবে বিরোধিতা করা বা আন্দোলন করার অধিকার সকলের আছে। তাই এ ধরনের আন্দোলনকারীদের সঙ্গে সংঘাতের প্রশ্নই উঠে না। এর মোকাবিলা নির্ভীকভাবে এভাবেই করতে হবে। দলীয় সকল কার্যকর্তার প্রতিও এভাবে আচরণ করতে আহ্বান জানান রঞ্জিত দাস।

পৌষ মেলা অনুষ্ঠিত

আটের পাতার পর

রাজ্য বিধানসভার মুখ্য সচেতক কল্যাণী রায় সহ অন্যান্যরা। এ ব্যাপারে তেলিয়ামুড়া পঞ্চায়েত সমিতির ভাইস চেয়ারম্যান অপু গোপ জানান, মেলার প্রস্তুতি চূড়ান্ত।

হাসপাতালে

পাচের পাতার পর

মুনির মন্দিরে পুজো দেওয়ার উদ্দেশ্যে। কিন্তু এখানে এসে শুক্রবার দুপুরে তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েন। তার রক্তচাপ একদিকে যেমন কমে যাচ্ছিল, তেমনি তার শরীর ও স্বাভাবিকের তুলনায় ঠাণ্ডা হয়ে পড়ছিল। সাগর প্রাঙ্গণের হাসপাতালের আইসিইউতে চিকিৎসা করে ও ওনার শারীরিক অবস্থার উন্নতি না হওয়ায় তাকে এয়ার এ্যাম্বুলেন্সে করে কলকাতার এসএসকেএম হাসপাতালে পাঠানোর সিদ্ধান্ত নেয় দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলা প্রশাসন। অন্যদিকে হাওড়ার আমতার বাসিন্দা বিকাশ বেজও(৫০) এদিন গঙ্গাসাগর মেলায় বেড়াতে এসে অসুস্থ হয়ে পড়েন। তিনি হৃদরোগে আক্রান্ত হন। তাকেও জেলা প্রশাসনের তরফ থেকে কলকাতার হাসপাতালে স্থানান্তরের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

এবারের গঙ্গাসাগর মেলাকে অন্যান্য বারের তুলনায় অনেক বেশি অত্যাধুনিক করে গড়ে তুলেছেন দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলা প্রশাসন। মেলার নিরাপত্তা ব্যবস্থার পাশাপাশি অন্যান্য নানারকম ব্যবস্থাও এবারের মেলায় করা হয়েছে। তবে এসবের মধ্যে মেলায় পুন্যারথিদের স্বাস্থ্য পরিষেবার উপর যথেষ্ট জোর দিয়েছে দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলা প্রশাসন। গঙ্গাসাগর মেলায় পর্যাপ্ত হেলথ ক্যাম্প, হাসপাতাল , আইসিইউ সহ অত্যাধুনিক স্বাস্থ্য ব্যবস্থা করা হলেও গুরুতর অসুস্থ তীর্থযাত্রীদের জন্য এয়ার এ্যাম্বুলেন্সের ব্যবস্থা করা হয়েছে বলে জানিয়েছেন দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলার জেলাশাসক ডাঃ পি উল্লানাথন।

চলেছে রদবদল

পাচের পাতার পর

তখনই রাজ্যে হতে চলেছে কিছু গুরুত্বপূর্ণ পদের বদল। বিজেপিতে রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর বদল আসতে চলেছে বলে বিজেপি সূত্রে খবর। রাজ্য কমিটিতে মুকুল রায়ের গুরুত্ব বাড়তে চলেছে তবে এই মুহূর্তেই রাজ্যে কোন বড় দায়িত্ব তাকে দেওয়া হচ্ছে নাঊ কিন্তু জাতীয় কমিটিতে তাঁর আরও গুরুত্ব বাড়তে পারে বলেই খবর।

অন্যদিকে বিজেপির সাংগঠনিক দায়িত্ব সামলায় রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘ বা আরএসএসঊ তাই কমিটিতে আরএসএসের তরফে নতুন কাউকে আনা যেতে পারে বলে চিন্তাভাবনা করছেন গেরুয়া শিবিরের নেতৃত্বরা। রাজ্যে আরএসএসের কার্যকরী সভাপতি নামক একটি নতুন পদ যুক্ত করা হবে বলেও বিজেপি সূত্রে খবর। যেহেতু লোকসভা নির্বাচনে সাফল্যের পর দিলীপ ঘোষ সাংসদ হিসেবে অনেকটা সময় দিল্লিতে কাটাচ্ছেন তাই রাজ্যের বেশকিছু দায়িত্ব পালনের জন্য কার্যকরী সভাপতি থাকা প্রয়োজন বলে মনে করছে গেরুয়া শিবিরঊ আর সে কারণেই নতুন কার্যকরী সভাপতি নিয়োগ করার কথা ভাবছেন তারা। পাশাপাশি সাধারণ সম্পাদক পদে সুব্রত চট্টোপাধ্যায় থাকছেন। সহ-সাধারণ সম্পাদক পদে অমিতাভ চক্রবর্তীকে নতুন নিয়োগ করা হয়েছে।

আগামী বছরই বিধানসভা নির্বাচন। লোকসভার অনুরূপ এই বিধানসভা নির্বাচনেও যাতে তাদের আসন বজায় থাকে সেই কারণে উঠে-পড়ে লেগেছে গেরুয়া শিবির। দলীয় সূত্রে খবর, যেমন কমিটির সাথে কয়েকজনকে যুক্ত করা হবে, ঠিক তেমনই সক্রিয় নন এমন অনেককেই বাদ দেওয়া হতে পারেঊ আর সেই তালিকায় নাম রয়েছে একাধিক সহ-সভাপতির। তবে কারা বাদ যাচ্ছেন আর কারাই বা যুক্ত হচ্ছেন তা জানতে অপেক্ষা করতে হবে মকর সংক্রান্তির অনুষ্ঠান শেষ হওয়া পর্যন্ত

উত্তেজনা এলাকায়

তিনের পাতার পর

মারে। এ নিয়ে উত্তেজনার সৃষ্টি হয়"। ঘটনার পর থেকেই গা ঢাকা দিয়েছে আফরোজা। গ্রামে ব্যাপক উত্তেজনা রয়েছে। গ্রামে প্রচুর পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে। এই ঘটনায় এখনও পর্যন্ত কাউকে গ্রেফতার করা হয়নি।

উড়িয়ে দিল বিদর্ভ

তিনের পাতার পর

বাংলা। মাত্র দু'জনের রান দু'অঙ্কের গণ্ডি পেরিয়েছে, অনুষ্টুপ মজুমদার(২৯) এবং আকাশদীপ(১৪)। বাকি অভিমন্যু ঈশ্বরণ (৮), অভিষেক রামন (৪), শ্রীবৎস গোস্বামী (২), মনোজ তিওয়ারি(৯), শাহবাজ আহমেদ (৯), শ্রেয়ান চক্রবর্তী (১) কিংবা অর্নব নন্দীরা (৪) কিছুই করতে পারেননি। বিদর্ভের দুই স্পিনার অক্ষয় ওয়াখাড়ে (২-২৩) এবং আদিত্য সারওয়াতের (৬-৪৭) স্পিনেই শেষ হয়ে গেল বাংলা। এছাড়া অক্ষয় কর্ণেয়ারও দুটি উইকেট নিয়েছেন।

জন্মজয়ন্তী পালিত

তিনের পাতার পর

করেন উপদেষ্টা মণ্ডলির আরেক সদস্য তথা বাজারিছড়া গ্রাম পঞ্চায়েতের উপ-সভাপতি রজত নাগ। পর্যায়ক্রমে মাল্যদান করেন বাজারিছড়া লায়ন্স ক্লাবের সম্পাদক অমিতাভ দে, বাজারিছড়া একল বিদ্যালয়ের কর্মীবৃন্দ-সহ নেতাজি সংঘের অনুপ দে, দেবজ্যোতি নাগ, বিভাস দাস, প্রমেশ দাস, কনক চক্রবর্তী, পল্লব দে, রাজীব দাস, রাজু মালাকার, অমিত দেব, সুব্রজিত পাল, শুভ্রজিত দেব প্রমুখ।

সকাল সাড়ে নয়টায় কংঘের পতাকা উত্তোলন করেন নেতাজি সংঘের সহ-সভাপতি অলক দে। তার পর সমবেত জাতীয় সঙ্গীত গাওয়া হয়। সব শেষে তাৎক্ষণিক বক্তব্য পেশ করেন অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক সন্দীপ করপুরকায়স্থ। স্বামীজির জন্মদিবসকে কেন যুবদিবস হিসেবে পালিত হয় তার ওপর আলোকপাত করেন তিনি। তিনি বলেন, জাগ্রত যুবা শক্তি সমাজ তথা দেশের বৃহত্তর শক্তি। তাই এদিন তিনি প্রত্যেক যুবাসাথীকে নিজেদের ইচ্ছাশক্তিকে দেশের কাজে লাগানোর অনুরোধ জানান। উল্লেখ্য, নেতাজী সংঘ পরিচালিত 'নেতাজি নক আউট ক্রিকেট' টুর্নামেন্টেরও আজ উদ্বোধনী ম্যাচ অনুষ্ঠিত হয়েছে।

শ্যামা প্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের নামে কলকাতা পোর্ট ট্রাস্টের নামকরন মোদীর

কলকাতা ,১২ জানুয়ারি (হি স):কলকাতা বন্দরের নাম বদলের ঘোষণা করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী।রবিবার কলকাতা পোর্ট ট্রাস্টের ১৫০ বছর পূর্তি অনুষ্ঠানে নেতাজি ইনডোরে পৌঁছালেন প্রধানমন্ত্রী।সেখানেই "শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় " - র নামে কলকাতা পোর্ট ট্রাস্টের নামকরন করলেন মোদি। কলকাতা বন্দরে ১৫০ বছর পূর্তি অনুষ্ঠানে কলকাতা পোর্ট ট্রাস্টের প্রধানমন্ত্রী নতুন নামকরন করলেন।নাম রাখা হলো "শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় পোর্ট "। এদিন বাংলায় ভাষণ শুরু করেন মোদি। কলকাতা পোর্ট ট্রাস্টের ১৫০ বছর পূর্তি অনুষ্ঠানে এসে প্রধানমন্ত্রী বলেন, "কলকাতা বিমানবন্দর এর সঙ্গে নেপাল ভুটান, বাংলাদেশ এবং মায়ানমার কে যুক্ত করা হবে।ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় ভারতের শিল্প বিকাশের পথিকৃত শ্যামাপ্রসাদের ভাবনায় গুরুত্ব দেওয়া হয়নি।এই বন্দরকে নতুন ভারতের প্রতীক হিসেবে গড়ে তুলতে হবে।

মুখ্যমন্ত্রী

● **প্রথম পাতার পর**

প্রশাসনের উদ্যোগে আয়োজিত ২১.১ কিলোমিটার হাফ ম্যারাথন দৌড়ে ৪১৪ জন এবং ৫ কিলোমিটার দৌড়ে ২০০ জন, সর্বমোট ৬১৪ জন দৌড়ে অংশ নেন। দৌড়ে বিএসএফ, সিআরপিএফ, আসাম রাইফেলস, আর্মি, সিআইএসএফ, ত্রিপুরা পুলিশ, টিএসআর জওয়ান, সিভিল ডিফেন্স কর্মী এবং খেলোয়াড়গণ অংশ নেন। ২১.১ কিলোমিটার ম্যারাথন দৌড়ে প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় হয়েছে যথাক্রমে মহম্মদ মেহাবুল আলম, সৌরভ দাস ও সুজন দেবনাথ। ৫ কিলোমিটার দৌঁড়ে ছেলেদের মধ্যে প্রথম হয়েছে বিশ্ব জমাতিয়া। মেয়েদের ৫ কিলোমিটার দৌঁড়ে প্রথম হয়েছে সাহারাজ আখতার। ২১.১ কিলোমিটার দৌঁড়ে প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় স্থানাধিকারীকে যথাক্রমে দেওয়া হয়েছে ১১ হাজার টাকার চেক ও একটি পদক, ৯ হাজার টাকার চেক ও একটি পদক এবং ৭ হাজার টাকার চেক ও একটি পদক। ৫ কিলোমিটারে প্রথম বিশ্ব জমাতিয়া (ছেলে) ও সাহারাজ আখতারকে (মেয়ে) স্মারক উপহার দিয়ে পুরস্কৃত করা হয়েছে। এছাড়া ১০০ জনকে সান্ত্বনা পুরস্কার হিসেবে একটি করে মেডেল দেওয়া হয়েছে আজকের অনুষ্ঠানে।

অনুষ্ঠানে আন্তর্জাতিক কিক বক্সার নিষ্ঠা চক্রবর্তী ও কলকাতা থেকে আগত দৌড়ে অংশগ্রহণকারী অশোক কুমার সিনহাকে সংবর্ধনা জ্ঞাপন করা হয়েছে। অনুষ্ঠানে রাজ্য পুলিশের পদস্থ আধিকারিকগণ ছাড়াও বিএসএফ, সিআরপিএফ, আসাম রাইফেলস, আর্মি, সিআইএসএফ-এর আধিকারিকগণ উপস্থিত ছিলেন।

বিঁধলেন প্রধানমন্ত্রী

● **প্রথম পাতার পর**

যুব দিবসের অনুষ্ঠানে অংশ নিয়ে প্রধানমন্ত্রী বলেন, তাঁর সরকার বিগত কয়েক দশকের চ্যালেঞ্জগুলি গ্রহণ করেছে এবং প্রযুক্তির সাথে এগিয়ে যাওয়ার জন্য নতুন পথকে শক্তিশালী করেছে। গঙ্গা নদীর তীরে অবস্থিত এই ঐতিহাসিক বেলুড় মঠে স্বামীজির এই জন্মবার্ষিকীতে জনগণ ও সাধুগণের সমাগম ছিল। তিনি বলেন, বেলুড় মঠে আসা বাড়িতে আসার মতো। ধন্যবাদ পশ্চিমবঙ্গ সরকারের প্রতি। তিনি বলেছিলেন যে জনসেবা ঈশ্বরের সেবা এই জ্ঞানটি এখান থেকে পেয়েছি। রামকৃষ্ণ মিশন সর্বদা পথ প্রদর্শন করবে। তাঁর ভাষণে তিনি আরও বলেন, অনেক সময় লোকেরা অনুভব করে, তারা একাকী আমার সাথে কী হবে তা অবাক করে দেয়। কিন্তু, আমরা কখনই একা থাকি না, ঈশ্বরের রূপ সর্বদা আমাদের সাথে থাকে। স্বামী বিবেকানন্দের শিক্ষার কথা স্মরণ করে প্রধানমন্ত্রী মোদী বলেন, দাসত্বের যুগে স্বামী বিবেকানন্দ বলতেন একশো জন যুবক যদি আমার থাকে, তবে আমি ভারত পরিবর্তন করব। আজ আমাদের লক্ষ লক্ষ উদ্যম যুবসমাজ রয়েছে। দেশের তরুণদের কাছ থেকে অনেক প্রত্যাশা রয়েছে। প্রধানমন্ত্রী বলেন, চার-পাঁচ বছর আগে ডিজিটাল অর্থ প্রদান অসম্ভব বলে মনে হয়েছিল, তবে যুবকরা এটি উপলব্ধি করেছিল। ২০২০ কেবল নতুন বছর নয়, নতুন দশকও বটে। প্রস্তাবগুলি উতর্গের সাথে দশকের সাথে যুক্ত হতে হবে। সরকার কয়েক দশকের পুরানো চ্যালেঞ্জগুলি সমাধানের চেষ্টা করছে। যুবকরা এতে অংশ নিচ্ছেন। বেলুড় মঠে ভাষণের পরে প্রধানমন্ত্রী কলকাতার নেতাজি ইন্ডোর স্টেডিয়াম উদ্দেশ্যে হন। কলকাতা বন্দর ট্রাস্টের দেড়শতম বার্ষিকী অনুষ্ঠানে অংশ নেবেন তিনি। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং রাজ্যপাল জগদীপ ধানখরও অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকবেন। হিন্দুস্থান সমাচার/সঞ্জয়

লকআপে মৃত্যু

● **প্রথম পাতার পর**

নির্যাতনে মারা গেছে। এখন গা বাঁচাতে পুলিশ আত্মহত্যার গল্প সাজাচ্ছে।

এদিকে, জিবি হাসপাতালে উত্তেজিত জনতা ডিআইবি-র এক কনস্টেবল অসীম পালকে মারধর করেছেন। সেখানে উপস্থিত অন্য পুলিশ কর্মীরা কোনওক্রমে তাকে উদ্ধার করেছেন। পুলিশ লকআপে মৃত্যুর ঘটনায় এটিএম হ্যাক কাণ্ডে তদন্তকারী ক্রাইম ব্রাঞ্চের ডেপুটি পুলিশ সুপার নির্দেশ দেব জানিয়েছেন, আদালত তাকে দুদিনের পুলিশ রিমাণ্ডে পাঠিয়েছিল। গতকাল রাতে তাকে একটি স্থানে নেওয়া হয়েছিল যেখানে এটিএম হ্যাকিঙে ব্যবহৃত জিনিসপত্র পাওয়া যেতে পারে বলে মনে করা হয়েছিল। কিন্তু সেখানে হাটু পর্যন্ত জল ছিল, তাই রাতে তল্লাশি বন্ধ রেখে তাকে পশ্চিম আগরতলা থানায় রেখে আমরা চলে যাই। তিনি বলেন, সকালে সুশান্তের মৃত্যুর খবর পেয়ে থানায় ছুটে গিয়েছি।

এদিকে, থানার লকআপে সন্দেহভাজন অপরাধীর মৃত্যুর ঘটনায় ম্যাজিস্ট্রেট তদন্তের নির্দেশ দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লবকুমার দেব। তিনি বলেন, আইনের চোখে সবাই সমান। তাই থানার লকআপে মৃত্যুর ঘটনায় দোষীর বিচার হবেই। তাঁর কথায়, ওই ঘটনায় ম্যাজিস্ট্রেট তদন্তের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। সঠিক তদন্তক্রমে প্রকৃত দোষীর বিচার হবেই।

এদিকে, প্রদেশ কংগ্রেসও থানার লকআপে মৃত্যুর ঘটনায় সন্দেহ প্রকাশ করেছে। পিসিসি-র অস্থায়ী সভাপতি পীযূষকান্তি বিশ্বাস বলেন, থানায় কড়া পুলিশের নজরদারিতে কোনও কয়েদি আত্মহত্যা কীভাবে করেছে, তা ভীষণ রহস্যজনক বলে মনে হচ্ছে। তাই ঘটনাপ সুষ্ঠু তদন্তক্রমে দোষীর শাস্তি চাইছি। সাথে মৃতের পরিবারকে ২৫ লক্ষ টাকা ক্ষতিপূরণের দাবিও জানিয়েছেন প্রদেশ কংগ্রেসের অস্থায়ী সভাপতি বিশ্বাস।

এদিকে, পুলিশী হেপাজতে আসামীর মৃত্যুর ঘটনার সুষ্ঠু তদন্তক্রমে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের দাবিতে রবিবার পশ্চিম থানার ওসির কাছে ডেপুটেশান প্রদান করেছে যুব কংগ্রেস। সদর জেলা যুব কংগ্রেসের পক্ষ থেকে এই স্পর্শকাতর ইস্যুতে রাজ্যের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর বিরুদ্ধে ব্যর্থতার অভিযোগ এনে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর পদত্যাগও দাবি করা হয়েছে।

এটিএম হ্যাক মামলায় যুক্ত থাকার সন্দেহে আগরতলা পুলিশ থানার পুলিশ সুশান্ত ঘোষ নামে এক যুবককে গ্রেপ্তার করে। শনিবার আদালত থেকে তাকে পুলিশ রিমান্ডে পাঠানো হয়। পুলিশ রিমান্ডে থাকাকালে গত রাতে আসামী সুশান্ত ঘোষের অস্বাভাবিক মৃত্যু হয়। মৃত্যুর ঘটনাকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন মহলে তীব্র প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়েছে। যুব কংগ্রেসের পক্ষ থেকে রবিবার পুলিশী হেপাজতে আসামীর মৃত্যুর ঘটনায় গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করে ঘটনার সুষ্ঠু তদন্তের দাবি জানানো হয়। সংগঠনের পক্ষ থেকে এক প্রতিনিধিদল পশ্চিম থানার ওসির কাছে ডেপুটেশানও প্রদান করা হয়েছে। ডেপুটেশান প্রদান কালে পশ্চিম থানার ওসি সুব্রত চক্রবর্তী প্রতিনিধিদলকে আশ্বস্থ করেছেন ঘটনা মেজিস্ট্রেট পর্যায়ের তদন্ত হবে।

মানবাধিকার কমিশনও ঘটনার তদন্ত করবে। ঘটনার সুষ্ঠু তদন্তক্রমে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে বলে তিনি আশ্বস্থ করেছেন। যুব কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ রাজধানী আগরতলা শহরে পুলিশী হেপাজতে আসামীর মৃত্যুর ঘটনায় উদ্বেগ প্রকাশ করে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর পদত্যাগ দাবি করেছে। সুষ্ঠু তদন্তক্রমে ঘটনার আসল রহস্য উদঘাটন ও অভিযুক্তদের কঠোর শাস্তির ব্যবস্থা করা না হলে বৃহত্তর আন্দোলন সংগঠিত করা হবে বলেও হুঁশিয়ারি দেওয়া হয়েছে।

পুলিশি হেপাজতে আসামীর মৃত্যুর ঘটনাকে কেন্দ্র করে পরিস্থিতি ক্রমশ জটিল থেকে জটিলতর আকার ধারণ করার আশঙ্কা রয়েছে।

পরমব্রত-র হাত ধরে স্বামী বিবেকানন্দের জন্মদিন পালন তরুণ তীর্থব

কলকাতা,১২ জানুয়ারি (হি.স.) : স্বামী বিবেকানন্দের ১৫৮ তম জন্মদিবস উপলক্ষ্যে রক্তদান ও স্বাস্থ্য পরীক্ষা শিবিরের আয়োজন করেছে তরুণ তীর্থ স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা। অভিনেতা পরমব্রত চট্টোপাধ্যায়ের হাত ধরে অনুষ্ঠান পালন করেন তাঁরাঊ

সকালে রক্তদান ও স্বাস্থ্য পরীক্ষা শিবির। সন্ধ্যায় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও সাথে শিশুদের বিদ্যার সরঞ্জাম ও দুঃস্থদের কম্বল বিতরণ আয়োজন করেছে উত্তর কলকাতার স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা তরুণ তীর্থঊ এই অনুষ্ঠানে প্রায় ১০০ জন রক্তদান করেন। তাদের বিশেষ স্মারক দিয়ে অভিনন্দন জানানো হয় সংস্থার তরফেঊ স্বাস্থ্য পরীক্ষা করেন প্রায় ৫০ জনঊ বিশেষ অতিথি রূপে উপস্থিত ছিলেন অভিনেতা পরমব্রত চট্টোপাধ্যায়।তা ছাড়াও অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন স্থানীয় বিধায়িকা স্মিতা বক্সী, প্রাক্তন বিধায়ক সঞ্জয় বক্সী, উত্তর কলকাতা তৃণমূল যুব কংগ্রেসের কার্যকরী সভাপতি সৌম্য বক্সী, রাজ্যের প্রাক্তন তৃণমূল ছাত্র পরিষদ সাধারন সম্পাদক তমোঘ্ন ঘোষ, বরো চেয়ারম্যান জীবন সাহা সহ স্থানীয় পুর প্রতিনিধি, সংগঠনের সভাপতি প্রবন্ধ রায়, সম্পাদক গোপাল সাহা সহ অসংখ্য সাধারন মানুষঊ

স্বামীজির জন্মদিনে সাতসকালে বেলুড় মঠে আরাধনায় প্রধানমন্ত্রী

কলকাতা, ১২ জানুয়ারি (হি.স.) : শনিবারের রাত বেলুড় মঠেই কাটিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। শ্রীরামকৃষ্ণ, মা সারদা ও স্বামী বিবেকানন্দকে নিবেদন করা ভোগ-প্রসাদ গ্রহণ করেছেন। রবিবার সকাল থেকেই এক অন্য মেজাজে দেখা গেল তাঁকে। আজ স্বামী বিবেকানন্দের জন্মদিন। সাতসকাল থেকেই বেলুড় মঠের ব্যস্ততা তুঙ্গে। এদিন ভোরে ঘুম থেকে উঠেই মঙ্গল আরতি দেখে বেলুড় মঠের প্রবীণ সন্ন্যাসীদের সঙ্গে দেখা করেন মোদী। স্বামী বিবেকানন্দনের ঘরে আজ ধ্যানে বসার কথাও আছে তাঁর। এর পরে যোগ দেবেন প্রার্থণাসভায়। বেলুড় মঠে মূল মন্দিরের পাশে জাতীয় যুব দিবসের অনুষ্ঠান মঞ্চ থেকে বক্তৃতা দিলেন প্রধানমন্ত্রী। এর আগে যোগ দেন প্রার্থণাসভায়। বৈদিক মন্ত্র উচ্চারণ করে প্রার্থণা করেন তিনি। স্বামী বিবেকানন্দের ছবিতে মালা দেন প্রধানমন্ত্রী। পরমহংসকে নতমস্তকে প্রণাম করেন তিনি। এরপর পায়ে হেঁটে তিনি যান সভাস্থলে। সভামঞ্চে করজোড়ে স্বামীজিকে স্বরণ করেন মোদী। রাজভবন নয়, স্বামী বিবেকানন্দের স্মৃতি বিজড়িত বেলুড় মঠেই রাত কাটাতে চান তিনি, এমন ইচ্ছা আগেই জানিয়েছিলেন মোদী। সেই মতো মঠ কর্তৃপক্ষদের সঙ্গে যোগাযোগ করা হয়। অতিথিশালা ফাঁকা করার কাজও শুরু করে দেন মঠ কর্তৃপক্ষ। প্রধানমন্ত্রীর আতিথেয়তাকে ঘিরে সাজো সাজো রব ছিল মঠে। নিরাপত্তা ব্যবস্থাও জোরদার করা হয়েছিল। গোটা মঠ ঘিরে রেখেছিল এসপিজি। মঠের বাইরে রাজ্য পুলিশের তরফেও কড়া নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা হয়েছিল। মঠ সূত্রে খবর, রাতে বেলুড় মঠের প্রসাদী ভোগ গ্রহণ করেন মোদী।

২০২১ এর মধ্যে গঙ্গায় বড় জাহাজ চালানোর উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে : মোদী

কলকাতা ,১২ জানুয়ারি (হি স): গঙ্গায় এবার চলবে বড় জাহাজ। আজ রবিবার কলকাতা পোর্ট ট্রাস্টের ১৫০ বছর পূর্তি অনুষ্ঠানে এসে এমনটাই বললেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। বেলুড় মঠের অনুষ্ঠান শেষে কলকাতা পোর্ট ট্রাস্টের ১৫০ বছর পূর্তি অনুষ্ঠানে জলপথে নেতাজি ইন্ডোর এলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। অনুষ্ঠানে এসে প্রধানমন্ত্রী বলেন, "২০২১ সালের মধ্যেই গঙ্গায় বড় জাহাজ চালানোর উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে।এরমধ্যেই নদীর গভীরতা বাড়ানোর কাজ শুরু হবে।হলদিয়া ব্যানারের মধ্যে জলপথ পরিবহন ব্যাবস্থা চালু হয়েছে।কলকাতা পোর্ট ট্রাস্ট ভারতের গর্ব।এই বন্দরকে দেশের প্রতীক হিসেবে গড়তে হবে"। পাশাপাশি কলকাতা পোর্ট ট্রাস্টের নতুন নামকরণ করলেন প্রধানমন্ত্রী।নাম পরিবর্তন করে "শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় পোর্ট "রাখা হলো।

বেলুড় মঠকে রাজনৈতিকে আখড়া হিসেবে ব্যবহার করেছে প্রধানমন্ত্রী : পার্থ

কলকাতা, ১২ জানুয়ারি (হি.স.): "বেলুড় মঠকে রাজনৈতিক আখড়া হিসেবে ব্যবহার করেছে প্রধানমন্ত্রী"। রবিবার এই ভাবেই প্রধানমন্ত্রীর বিরুদ্ধে ক্ষোভ উগরে দিলেন তৃণমূল মহাসচিব তথা রাজ্যের শিক্ষামন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায়। এদিন সকালে স্বামী বিবেকানন্দের জন্মদিন উপলক্ষ্যে বেলুড়মঠ থেকেই প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী দেশের যুব সম্প্রদায়ের জন্য বক্তব্য রাখেন। জানান নাগরিকত্ব আইনের বিষয়ে। আর তার এই ভাষণের পরেই বিতর্ক তৈরি হয়েছে রাজনৈতিক মহলে।

এদিন বেলুড় মঠের মঞ্চ থেকে প্রধানমন্ত্রী জানান, 'আজ যুব দিবসে দেশের যুবকদের, বাংলার যুব সমাজকে এই পবিত্র জমিতে দাঁড়িয়ে বলতে চাই, এমন নয় যে এই আইন আমরা রাতারাতি এনেছিঊ আমরা সবাই জানি অন্যান্য দেশের যে কোন ব্যক্তি, যে ভারতে বাস করে ভারতের সংবিধানে বিশ্বাস রাখে তাদের জন্য এই আইনঊ আমি আরও একবার বলছি নাগরিকত্ব আইন নাগরিকত্ব ছিনিয়ে নেওয়ার জন্য নয়, এটা নাগরিকত্ব দেওয়ার মঞ্চ।'

প্রধানমন্ত্রীর বক্তব্য প্রসঙ্গে নিন্দা করে পার্থবাবু জানিয়েছেন, 'নিজেকে লজ্জিত মনে হচ্ছেঊ আমার মাথা হেট হয়ে গিয়েছেঊ মঠকে রাজনৈতিক আখড়া হিসেবে ব্যবহার করেছে প্রধানমন্ত্রীঊ আমি এই কথা পরবর্তীকালেও তুলবঊ বেলুড় মঠের সভামঞ্চ ব্যবহার করে যে রাজনীতি তিনি করেছেন তা অত্যন্ত লজ্জার বিষয়।' সমালোচনার ঝড় তুলে পার্থবাবু আরও জানান, "এই ঘটনা অত্যন্ত নিন্দনীয়ঊ প্রধানমন্ত্রী হন বা যেকোনও বড় নেতাই হোক মঠ থেকে এইভাবে রাজনৈতিক বক্তব্য করা যায় নাঊ তার কিছু মন্তব্য করার থাকলে তিনি অন্য কোথাও বলতে পারতেন।'

একইভাবে বেলুড়মঠে নাগরিকত্ব সংশোধনী আইন নিয়ে মুখ খোলায় বাম নেতা মহম্মদ সেলিমও প্রধানমন্ত্রীর সমালোচনা করেন। বলেন, 'উনি সরকারি কাজে এসেছেনঊ ওনার বেলুড়মঠকে রাজনৈতিক মঞ্চ হিসেবে ব্যবহার করা উচিত হয়নি।'

বুঢ়াআতা পুরস্কার

আটের পাতার পর

২০১৩ সাল থেকে প্রতি দু-বছর অন্তর বিশেষ ক্ষেত্রে বিশেষ অবদানকারীদের এই পুরস্কার প্রদান করা হয়। প্রসঙ্গত, ড় অমলেন্দু চক্রবর্তী বরাক উপত্যকার করিমগঞ্জ জেলার অন্তর্গত দুল্লভছড়ার আদি বাসিন্দা। এছাড়া একই অনুষ্ঠানে যোরহাট জেলার তিতাবর মহকুমার মাধপুর চেকুরিয়ার বাসিন্দা মহাপুরুষীয়া ধর্ম-সংস্কৃতির সাধক-প্রচারক তথা সত্র সংগঠক বেণুধর কছারিকে সত্রভূষণ উপাধি প্রদান করা হয়েছে।

একটি সংস্থা

আটের পাতার পর

বিভিন্ন হাসপাতালগুলিতে রোগীদের মধ্যে ফল মিষ্টি বিতরণ করবেন। রক্ত সঙ্কট মেটাতে রক্তদান এর মতন একটি মহৎ উদ্যোগ গ্রহণ করার পরিকল্পনা রয়েছে আরো জানা যায় এই সামাজিক সংস্থা নতুন বছর আসতে দু'শতাধিক বৃদ্ধাদের শীতবস্ত্র বিতরণ করেন বলে জানান সামাজিক সংস্থা জেনারেল সেক্রেটারি খনারাম রিয়াং।

অঙ্গন

ওপেনিংয়ে রোহিতের সঙ্গী কে? লড়াই রাহুল ও ধওয়নের

দলে একাধিকওপেনার থাকায় কাজ কঠিন হতে চলেছে রবি শাস্ত্রী-বিক্রম রাঠৌরের। অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে ওয়ানডে সিরিজেওপেনার হিসেবে রয়েছেন শিখর ধওয়ন, লোকেশ রাহুল ও রোহিত শর্মা।ভারতের ব্যাটিং কোচ বিক্রম রাঠৌর অবশ্যএই অবস্থাউপভোগ করছেন। তাঁর কথায়, রোহিত এমনিতেই দলে ঢুকবেন। "হিটম্যান"-এর সঙ্গী হওয়ার জন্যলড়াই হবে রাহুল ও ধওয়নের মধ্যে। একই পজিশনে একাধিক ক্রিকেটারথাকলে সুস্থ প্রতিযোগিতা হয়। একটা দলে সুস্থ প্রতিযোগিতা যত বেশি থাকে, সেই দল ততই সাফল্য পায়।১৪ জানুয়ারি থেকে শুরু হচ্ছে অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে ওয়ানডে সিরিজ। প্রথম ম্যাচ হবে মুম্বইয়ে। সে দিন ভারতের হয়ে ওপেন করতে নামবেন কারা? শ্রীলঙ্কার বিরুদ্ধে টি টোয়েন্টি সিরিজে বিশ্রাম দেওয়া হয়েছিল রোহিত শর্মাকে।টি২০ বিশ্বকাপ: ১৬ বছরেই দলে ঢুকে পড়ল

বাংলার "বিগহিটার" রিচাঅজিদের বিরুদ্ধে ফিরে এসেছেন তিনি। লোকেশ রাহুল ও শিখর ধওয়নও অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে সিরিজে দলে জায়গা পেয়েছেন। বিক্রম রাঠৌর মনে করছেন, এতে সুবিধাই হবে।

রাঠৌর বলছেন, """রোহিতের দলে সুযোগ পাওয়া নিয়ে কোনও সমস্যা নেই।"""ভুল কিছু বলেননি রাঠৌর। ২০১৯ সালে রোহিতের ব্যাট কথা বলেছে। বিশ্বকাপে পাঁচটি সেঞ্চুরি করেন তিনি। ফলে অস্ট্রেলিয়ার মতো দলের বিরুদ্ধে ঘরোয়া সিরিজে রোহিত যে ওপেন করবেন এ কথা বলাই বাহুল্য। কিন্তু তাঁর সঙ্গী হবেন কে? শিখর নাকি রাহুল?ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে চোটের জন্য খেলেননি ধওয়ন। সুযোগ পেয়ে লোকেশ রাহুল নিজেকে দলে প্রতিষ্ঠিত করে ফেলেছেন। রাঠৌর বলছেন, """"শিখর ও রাহুল ভাল খেলছে। ওয়ানডে-তে শিখর ভাল খেলেছে। রাহুল ভালই ছন্দে রয়েছে। প্রথম ম্যাচের আগে দিন দুয়েক সময় রয়েছে। প্রথম একাদশ নির্বাচন নিয়ে আলোচনায় বসবে ম্যানেজমেন্ট।"""" অর্থাত রোহিত প্রথম একাদশে থাকার ব্যাপারে অটোমেটিক চয়েস। লড়াই হবে ধওয়ন ও রাহুলের মধ্যে।

সুনীল গাভাস্কার তুললেন ধোনি দীর্ঘ ব্রেক নিয়ে প্রশ্ন, বললেন নিজেকে করা উচিত প্রশ্ন

ভারতীয় ক্রিকেট দলের প্রাক্তন অধিনায়ক মহেন্দ্র সিং ধোনি বিশ্বকাপের সেমিফাইনালের পর থেকে দলের বাইরে রয়েছেন। ধোনি বিশ্বকাপের পর ২ মাসের ব্রেকের কথা জানিয়ে দলে না থাকার কথা ঘোষণা করেছিলেন। মাহি একের পর এক ঘরোয়া সিরিজ খেলছেন না। দক্ষিণ আফ্রিকা, বাংলাদেশ, ওয়েস্টইন্ডিজ আর শ্রীলঙ্কার বিরুদ্ধে খেলা হওয়া সিরিজে ধোনিকে দেখা যায়নি। এখন টিম ইন্ডিয়ার প্রাক্তন তারকা সুনীল গাভাস্কার ধোনির এই বিশ্রাম নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন।ধোনির নিজেকে করা উচিত প্রশ্নধোনির অবসর নিয়ে গুজব বাজারে দীর্ঘ সময় ধরে চলছে। কিন্তু মাহি এখনো পর্যন্ত দলে ফেরা বা নিজের অবসরের ব্যাপারে কোনো অফিসিয়াল বয়ান দেননি। এখন ২৬তম লালবাহাদুর শাস্ত্রী মেমোরিয়াল বক্তৃতা দিতে গিয়ে গাভাস্কার ধোনির ফিটনেসের ব্যাপারে কথা বলতে গিয়ে সাংবাদিকদের বলেছেন যে,'আমি ফিটনেসের ব্যাপারে বলতে পারব না, কিন্তু আমার মনে হয় যে ধোনির নিজেকে প্রশ্ন করা উচিত। ১০ জুলাইয়ের পর থেকে ও নিজেকে নির্বাচিত হওয়ার জন্য অনুপলব্ধ বলে জানিয়েছে। এটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। কেউ কি এত দীর্ঘ সময় পর্যন্ত নিজেকে ভারতের হয়ে খেলা থেকে দূরে রাখে? এটাই প্রশ্ন আর এই প্রশ্নের মধ্যেই উত্তর লুকিয়ে রয়েছে' ।আইপিএলের উপর রঞ্জির প্রভাব২০০৮ থেকে শুরু হওয়া ইন্ডিয়ান প্রিমিয়ার লীগে খেলোয়াড়দের এবং দর্শকদের আগ্রহ অনেক বেশি দেখতে পাওয়া যায়। অন্যদিকে ঘরোয়া ক্রিকেটকে ততটাও গুরুত্ব দেওয়া হয় না। এটা নিয়ে গাভাস্কার বলেন,'আইপিলের প্রভাব রঞ্জির উপর বেশি। যতক্ষণ ম্যাচ ফিজ বাড়ানো হবে না, ততক্ষণ রঞ্জি ট্রফিকে ভারতীয় ক্রিকেটের এক অনাথ বাচ্চার মতোই মনে করা হবে। রঞ্জি ট্রফিতে খেলোয়াড়দের মাইনে গত কিছু বছরে বাড়ে নি, আর আমার আশা যে সৌরভ গাঙ্গুলীর বিসিসিআইয়ের সভাপতি হওয়া পর এই বিষয়টা বদলাবে, ও এই দিকে মনোযোগ দেবে। যদি আপনি ১৪ দিন আইপিএল খেলা খেলোয়াড়দের দেখেন, যারা লাগাতার প্রথম শ্রেণীর ক্রিকেট খেলেন না, আর যারা ৮০ দিন রঞ্জি ট্রফি খেলেন, তাদের মাইনে দেখেন তো যথেষ্ট পার্থক্য দেখতে পাবেন। এটা যথেষ্ট বড়ো পার্থক্য। আশা রয়েছে এখন এটায় পরিবর্তন হবে' ।কেন সেদিন ডাইভ দিলেন না! ধোনি সেদিন ডাইভ দিলেই ক্রিজ ছুঁয়ে ফেলতে পারতেন। কিন্তু তিনি ডাইভ দেননি। তাঁর সঙ্গে গোটা দেশের স্বপ্নভঙ্গ হয়েছিল। ২০১৯ বিশ্বকাপ সেমিফাইনালে ধোনির সেই রান আউট নিয়ে এখনও ভারতীয় সমর্থকরা আক্ষেপ করেন। ধোনি সেদিনে ওভাবে আউট না হলে ম্যাচের ফল হয়তো অন্যরকম হতে পারত। গোটা দেশের সেদিন বিশ্বকাপ জয়ের স্বপ্নভঙ্গ হয়েছিল। ধোনি নিজেও সেদিনের আউট নিয়ে আক্ষেপ করেন। এতদিন সেটা প্রকাশ করেননি। এবার করলেন। জানালেন, সেদিন ডাইভ দেওয়া নিয়ে তাঁর মনেও আক্ষেপ রয়েছে।শেষ দু"ওভারে জেতার জন্য ভারতের দরকার ছিল ৩১ রান। তা হলেই ফাইনালে উঠত ভারতীয় দল। কিন্তু ধোনি আউট হওয়ার পরই স্বপ্নভঙ্গ হয়। শেষ চারের লড়াই থেকে ছিটকে যায় ভারত। সেমিফাইনালের ৪৯তম ওভারে ফার্গুসনের প্রথম বলে ছক্কা মারেন ধোনি। পরের বল ডট যায়। তিন নম্বর ডেলিভারিতে দুরান নিতে গিয়ে রান আউট হন ধোনি। গাপ্তিলের থ্রো-তে আউট হন এমএস। মাত্র দু ইঞ্চির জন্য ক্রিজে পৌঁছতে পারেননি ধোনি।বড় ধাক্কা খেল টিম ইন্ডিয়া! চিন্তা বাড়িয়ে দিলেন হার্দিক পান্ডিয়াওই আউটের পর ধোনি আর জাতীয় দলের জার্সিতে নামেননি। রয়েছেন লম্বা ছুটিতে। কিন্তু এতদিন পর সেই আউট নিয়ে মুখ খুললেন ধোনি। সর্বভারতীয় এক সংবাদমাধ্যমকে বললেন, """"কেরিয়ারের প্রথম ম্যাচে আমি রান আউট হয়েছিলাম। বিশ্বকাপের সেমিফাইনালেও রান আউট হয়েছি। মনে মনে এখনও আমি আক্ষেপ করে বলি, কেন যে ডাইভ দিলাম না! সেদিন আমার ডাইভ দেওয়া উচিত ছিল।

যোগ্য সম্মানই পাই না আমি, বলছেন মর্মাহত "ইউনিভার্স বস"

সীমিত ওভারের ক্রিকেটের বিনোদন তিনি। সেই ক্যারিবিয়ান ক্রিকেট তারকা ক্রিস গেল দক্ষিণ আফ্রিকার টি-টোয়েন্টি প্রতিযোগিতা এমএসএলে খেলছিলেন জোজি স্টারসের হয়ে। কিন্তু ছয় ইনিংসে ১০১ রান করায় সেই ক্রিস গেলের প্রতি মোহভঙ্গ হয় ক্লাবকর্তাদের। তাই দল ছাড়তে হয়েছে গেলকে। যে কারণে মর্মাহত এই ক্যারিবিয়ান ব্যাটসম্যান। বলে দিলেন, """ক্রিস গেলসম্মান পায় না।"""রবিবার শেষ ম্যাচ ছিল গেলের। যে ম্যাচে তিনি ৫৪ রান করেন। তার পরেই সাংবাদিক সম্মেলনে এসে আবেগপ্রবণ হয়ে পড়েন। বলেন, """দু"তিনটে ম্যাচে খেলতে না পারলেই বলা হয়, ক্রিস গেল দলের বোঝা। আমি কেবল বর্তমান দলের কথাই বলছি না। ফ্র্যাঞ্চাইজি লিগে যে দিন থেকে খেলছি, তখন থেকে আজ পর্যন্ত অতীতের সব ঘটনা বিশ্লেষণ করেই এই প্রতিক্রিয়া।""""ইউনিভার্স বস" গেল আরও বলেন, """দুই, তিন বা চার ম্যাচে রান করতে না পারলেই ক্রিস গেল সব দলের কাছে বোঝা হয়ে দাঁড়ায়। শুরু হয় ঝগড়াঝাটি। যা দেখে মনে হয়, এক জন ব্যক্তিই দলের ব্যর্থতার জন্য দায়ী। আমি সম্মান পাই না। লোকে ভুলেই যায়, আমি তাঁদের দলের জন্য কী করেছি।""" যোগ করেন, """এক বার ক্রিস গেল ব্যর্থ হলেই নাকি তার কেরিয়ার শেষ হয়ে যায়। শুরু হয় নানা গুঞ্জন। কেউ বলেন, ক্রিস গেল আর আগের মতো বিধ্বংসী নয়। কেউ বলেন, ক্রিস গেল খেলা ভুলে গিয়েছে। এগুলো শুনতে শুনতে গা সওয়া হয়ে গিয়েছে। এ সব নেতিবাচক কথাবার্তা শুনেই খেলা চালিয়ে যেতে আমি অভ্যস্ত।"""এ বারের এমএসএল টি-টোয়েন্টি প্রতিযোগিতায় গেল ও তাঁর দল দু"তরফেরই খারাপ সময় গিয়েছে। প্রথম পাঁচ ম্যাচে গেলের রান ছিল ৪৭। আর তাঁর দল জোজি স্টারস হেরেছে ছ"টি ম্যাচে। শেষ ম্যাচের আগের রাতে জ্বর হয়েছিল গেলের। কিন্তু তা সত্ত্বেও মাঠে নেমেছিলেন তিনি শেষ ম্যাচ স্মরণীয় করে রাখতে। যে ম্যাচে তাঁর চেনা মেজাজেই ২৮ বলে ৫৪ রান করেন গেল। কিন্তু তা সত্ত্বেও হারে তাঁর দল। যে প্রসঙ্গে গেল পরে বলেন, """দলের প্রত্যেকেই দুঃখ পেয়েছে ফের হারায়। ওদের চেয়ে দুঃখটা আমার কাছে বেশি ব্যক্তিগত। কারণ, শেষ ম্যাচটা আমি জিততে চেয়েছিলাম।""""পাশাপাশি দলের পারফরম্যান্সেরও সমালোচনা করেন গেল। বলেন, """গত বারের চ্যাম্পিয়ন হলেও আমাদের দলটা চ্যাম্পিয়নের মতো নয়। কারণ কোনও বিজয়ী দল এই ছন্দে একটা প্রতিযোগিতায় খেলে না। খেতাব ধরে রাখার একটা তাগিদ থাকে সেই আগের বারের চ্যাম্পিয়ন দলের মধ্যে। আমাদের দলে এই মানসিকতার অভাব ছিল।""" যোগ করেন, """গত বছর এই দলে খেলেই যা আনন্দ পেয়েছি, তা এ বার ছিল না। দলের মধ্যে সমঝোতাটাই ছিল না। আমি খেলতে এসে এ সব দেখে অবাকই হয়েছি। এই সময়ে একটা বিশ্রাম নেওয়ার ইচ্ছা ছিল। তার পরে ফিরতাম। কিন্তু এ বার আর ফিরছি না। কারণ, দলের ড্রেসিংরুমের পরিবেশটাই ঠিক নয়।"""পাশাপাশি গেল জানিয়ে দিয়েছেন, ২০১৯ সালে আর ক্রিকেট খেলবেন না তিনি। আগামী মাসে ভারতের বিরুদ্ধে তিনটি ওয়ান ডে ম্যাচেও খেলবেন না গেল। যে প্রসঙ্গে তিনি দক্ষিণ আফ্রিকায় বলেছেন, """ওয়েস্ট ইন্ডিজ আমাকে ভারতের বিরুদ্ধে তিনটি ওয়ান ডে ম্যাচে খেলতে বলেছিল। কিন্তু আমি না করে দিয়েছি। নির্বাচকরা চেয়েছিলেন, আমি তরুণ ক্রিকেটারদের সঙ্গে খেলি। কিন্তু আমি বিশ্রাম নিতে চাই।""" তিনি আরও বলেন, """বিগ ব্যাশেও খেলতে যাচ্ছি না আমি। জানা নেই বাংলাদেশ প্রিমিয়ার লিগেও কী ভাবে ড্রাফে আমার নাম থাকছে। কী ভাবে এটা সম্ভব হয়েছে তা জানা নেই। শরীরের বিশ্রাম দরকার। সেটা হয়ে গেলে, ফের তরতাজা হয়ে মাঠে ফিরব।

বিশ্বকাপের দল ঘোষণা ভারতের, নির্বাচনে চমক বাঙালি ক্রিকেটার

ফেব্রুয়ারি মাসের ২১ তারিখ থেকে মহিলাদের টি২০ বিশ্বকাপ শুরু হচ্ছে অস্ট্রেলিয়ায়। বিশ্বকাপগামী ভারতীয় দলেই এবার জায়গা পেলেন বাংলার তারকা ব্যাটসম্যান রিচা ঘোষ। অধিনায়ক থাকছেন যথারীতি হরমনপ্রীত কউর।স্কোয়াডে আর কোনও চমক নেই। ১৫ বছরের বিদ্যালয়ের ছাত্রী শেফালি ভার্মা জাতীয় দলের জার্সিতে প্রথম আন্তর্জাতিক মরশুমে ভাল পারফরম্যান্স মেলে ধরেছেন। তিনিও থাকছেন। তবে চমক বাংলার রিচা।সম্প্রতি মহিলাদের চ্যালেঞ্জার ট্রফিতে রিচা দারুণ পারফর্ম করেছিলেন। একটি ম্যাচে ২৬ বলে ৩৬ রানের ঝোড়ো ইনিংস উপহার দিয়েছিলেন। হাকিয়েছিলেন চারটে বাউন্ডারি ও একটি ওভার বাউন্ডারি।বাংলার ক্রিকেটার রিচা ঘোষ (টুইটার)ক্তাক্ত জেএনইউ, ছাত্রসমাজকে কড়া বার্তা দিলেন গাভাসকারবিশ্বকাপের আগে অস্ট্রেলিয়ায় ত্রিদেশীয় টুর্নামেন্টের দল ঘোষণাও করেছেন নির্বাচকরা। সেই স্কোয়াডে যোলোতম সদস্য হিসেবে যোগ দিয়েছেন নুঝহাত পারভিন। ভারত, অস্ট্রেলিয়া ছাড়াও সেই টুর্নামেন্টে থাকছে ইংলান্ড। টুর্নামেন্ট শুরু জানুয়ারির ৩১ তারিখে।ধোনিকে জোরালো "আক্রমণ" গাভাসকারের, আরও বিতর্কে মাহিবিশ্বকাপ স্কোয়াড- হরমনপ্রীত কউর, স্মৃতি মন্ধানা, শেফালি ভার্মা, জেমিমা রড্রিগেজ, হারলিন দেওল, দীপ্তি শর্মা, ভেদা কৃষ্ণমূর্তি, রিচা ঘোষ, তানিয়া ভাটিয়া, পুণম যাদব, রাধা যাদব, রাজেশ্বরী গায়কোয়াড়, শিখা পাণ্ডে, পূজা বস্ত্রকার, অরুন্ধতী রেড্ডিত্রিদেশীয় সিরিজের স্কোয়াড- হরমনপ্রীত কউর, স্মৃতি মন্ধানা, শেফালি ভার্মা, জেমিমা রড্রিগেজ, হারলিন দেওল, দীপ্তি শর্মা, ভেদা কৃষ্ণমূর্তি, রিচা ঘোষ, তানিয়া ভাটিয়া, পুণম যাদব, রাধা যাদব, রাজেশ্বরী গায়কোয়াড়, শিখা পাণ্ডে, পূজা বস্ত্রকার, অরুন্ধতী রেড্ডি, নুঝহাত পারভিন

সুয়ারেসের হাঁটুতে অস্ত্রোপচার

বার্সেলোনার তারকা স্ট্রাইকার লুইস সুয়ারেসের ডান হাঁটুতে মারাত্মক এক চোট ধরা পড়েছে। রবিবারই উরুগুয়ান এই ফুটবলারের হাঁটুতে অস্ত্রোপচার করানো হবে বলে এক বিবৃতিতে জানিয়েছে কাতালান ক্লাবটি।গত শুক্রবার সৌদি আরবের জেদ্দায় স্প্যানিশ সুপার কাপের সেমি-ফাইনালে আতলেতিকো মাদ্রিদের কাছে ৩-২ গোলে হারে বার্সেলোনা। ম্যাচটির পুরোটা সময়ই খেলেছিলেন সুয়ারেস। ম্যাচ শেষে তার হাঁটুতে চোট ধরা পড়ে।বরাবরের মতো এই মরসুমেও দারুণ ফর্মে আছেন সুয়ারেস। সব ধরনের প্রতিযোগিতায় ২৩ ম্যাচে করেছেন ১৪ গোল। এর মধ্যে ১১টি গোল করেছেন লা লিগায়; ৩টি গোল করেন চ্যাম্পিয়নস লিগে। তাছাড়া লা লিগায় সাতটি গোলে অবদানও রাখেন ৩২ বছর বয়সী এই ফুটবলার। এখন তাঁর তাড়াতাড়ি সুস্থ হয়ে মাঠে ফেরার অপেক্ষায় ভক্তরা।

কৃষ্ণ ও সুদামা", সচিনের সঙ্গে ছবি ট্যুইট কাইফের

নয়াদিল্লি: ক্রিকেটের কিংবদন্তী সচিন তেন্ডুলকরকে "কৃষ্ণ" বলে উল্লেখ করলেন তাঁর একসময়ের সতীর্থ মহম্মদ কাইফ। তিনি ট্যুইটারে সচিনের সঙ্গে একটি ছবি দিয়ে লিখেছেন, "প্রভু কৃষ্ণর সঙ্গে আমি সুদামা।" সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল এই ছবি। অনেকেই কাইফের প্রশংসা করছেন।২০১৮ সালের ১৩ জুলাই সব ধরনের ক্রিকেট থেকে অবসর নেওয়ার কথা ঘোষণা করেন কাইফ। তিনি ভারতের অন্যতম সেরা ফিল্ডার। ব্যাটসম্যান হিসেবেও তিনি যথেষ্ট সফল। ২০০২ সালের ১৩ জুলাই ন্যাটওয়েস্ট ট্রফির ফাইনালে তাঁর ম্যাচ জেতানো ইনিংস ভারতীয় ক্রিকেটের ইতিহাসে অন্যতম স্মরণীয় ঘটনা।

রিকি পন্টিং এই দলকে বললেন ২-১ ফলাফলে বিজেতা

অস্ট্রেলিয়ার প্রাক্তন অধিনায়ক তথা দিগগজ ব্যাটসম্যান রিকি পন্টিং ভারতের বিরুদ্ধে আগামী ওয়ানডে সিরিজে অস্ট্রেলিয়ার জয়ের ভবিষ্যতবাণী করেছেন। পন্টিং অস্ট্রেলিয়াকে জয়ের প্রবল দাবীদার মনে করেছেন। চিরকালই ভারত তথা অস্ট্রেলিয়ার সিরিজ ত সে টেস্ট হোক, ওয়ানডে হোক বা টি-২০ সিরিজ, প্রত্যেকটা সিরিজ শুরু হওয়ার আগে ভারত তথা অস্ট্রেলিয়ার খেলোয়াড় তথা দিগগজদের মধ্যে কথার লড়াই চলতে থাকে।১৪ জানুয়ারি থেকে হবে সিরিজ শুরু ভারত বনাম অস্ট্রেলিয়ার মধ্যে ৩ ম্যাচের ওয়ানডে সিরিজের শুরু মঙ্গলবার ১৪ জানুয়ারি থেকে হবে। এই ম্যাচ মুম্বাইয়ের ঐতিহাসিক ওয়াংখেড়ে স্টেডিয়ামে হবে। এখনো ম্যাচ শুরু হতে দুদিন বাকি রয়েছে কিন্তু সবসময়েরই মতো অস্ট্রেলিয়া তথা ভারতের মধ্যে কথার লড়াই শুরু হয়ে গিয়েছে। তা সে মার্নস লাবুসেন হোক বা অধিনায়ক অ্যারণ ফিঞ্চ, এই তালিকায় এখন আরো একটি নাম যোগ হয়ে গিয়েছে। আর সেই নাম হল প্রাক্তন অস্ট্রেলিয়ান অধিনায়ক রিকি পন্টিংয়ের, যিনি অস্ট্রেলিয়াকে সিরিজ শুরু হওয়ার আগে বিজেতা ঘোষিত করে দিয়েছেন।ভারতীয় সমর্থক করেছিলেন রিকি পন্টিংকে এই প্রশ্নআসলে রিকি পন্টিঙ্গকে একজন ভারতীয় সমর্থক টুইটারে প্রশ্ন করেন। ওই সমর্থক প্রশ্ন করেন, স্যার ভারত বনাম অস্ট্রেলিয়া সিরিজ নিয়ে আপনার ভবিষ্যতবাণী কি হবে?'ওই ভারতীয় সমর্থকের প্রশ্নের জবাব দিতে গিয়ে রিকি পন্টিং টুইটারে অস্ট্রেলিয়াকে এই সিরিজের বিজেতা বলেছেন।রিকি পন্টিং দিলেন এই জবাবএই প্রশ্নের জবাব দিতে গিয়ে রিকি পন্টিং বলেন,'একটা দারুণ বিশ্বকাপ আর এই গ্রীষ্মের মরশুমে টেস্ট ক্রিকেটে দুর্দান্ত প্রদর্শন করার পর অস্ট্রেলিয়া আত্মবিশ্বাসে ভরে থাকবে, কিন্তু ভারত অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে শেষ একদিনের সিরিজে হারায় ভারতীয় দলের উপর এই সিরিজে নিজেকে প্রমান করার চাপ থাকবে। এই কারণে এই সিরিজ নিয়ে আমার ভবিষ্যতবাণী হল যে অস্ট্রেলিয়া এই সিরিজে ভারতকে ২-১ ফলাফলে হারাবে'।

ফিনিশার হতে চাই, ধোনি হতে পারব না: হার্দিক

নয়াদিল্লি: চলতি বছরেই অক্টোবর-নভেম্বর মাস নাগাদ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ হবে অস্ট্রেলিয়ায়। আর তারজন্য এখন থেকেই প্রস্তুতি শুরু করে দিয়েছে টিম ইন্ডিয়া। ইংল্যান্ডে বিশ্বকাপের জন্য দল বাছাই নিয়ে যে বিপাকে দেশকে পড়তে হয়েছিল, এবার যেন তেমনটা না হয়, সেবিষয়ে যথেষ্ট সচেতন ম্যানেজমেন্ট। ওপেনিংয়ে রোহিত শর্মা, কেএল রাহুল নাকি রোহিত শর্মা এবং শিখর ধবন, এ নিয়ে এখন থেকেই পরীক্ষা নিরীক্ষা শুরু হয়ে গিয়েছে। চার নম্বরে শ্রেয়স আইয়ারও পোক্ত হচ্ছেন। হাতে রয়েছেন ঋষভ পন্থও। মহেন্দ্র সিংহ ধোনি খেললে সমীকরণ বদলাতে পারে। এই পরিস্থিতিতে দলে যদি হার্দিক পাণ্ড্যরও ঠাঁই হয়, তাহলে কী হবে? বোলার হিসেবে তাঁর ভূমিকা থাকবে এনিয়ে কোনও সন্দেহ নেই। তবে ব্যাটিংয়ের গভীরতা বাড়াতেও যে তিনি দলের পছন্দ হয়ে উঠতে পারেন সে সম্ভাবনাও ফেলে দেওয়া যায় না। হার্দিক নিজেও ব্যাটে দায়িত্ব পালনের জন্য প্রস্তুত। টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে ফিনিশারের ভূমিকা পালন করতে চান হার্দিক।তাহলে কি ধোনির জায়গা নেবেন তিনি? উত্তর হল, না। হার্দিক ফিনিশার হতে চান। ঠিকই। তবে ধোনি হতে পারবেন না। এক সাক্ষাতকারে তিনি জানিয়েছেন, "আমি কখনই ধোনির জুতোয় পা গলাতে পারব না এবং সে কথা আমি ভাবিও না। তবে সত্যি বলতে আমি চ্যালেঞ্জ নিতে চাই। আমি যাই করব, তা দলের ভালর জন্যই করব।"প্রসঙ্গত, গত বছর সেপ্টেম্বরে দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে শেষ টি-টোয়েন্টি খেলেছেন হার্দিক। চোটের কারণে ছিটকে গিয়েছিলেন তিনি। সার্জারি হয়েছে। বিশ্রামের পর মাঠে ফিরেছেন। নিজের নেট প্র্যাক্টিসের ভিডিও শেয়ার করে বার্তা দিয়েছেন, তিনি সুস্থ এবং শীঘ্রই ফিরবেন। আন্তর্জাতিক দলে না থাকলেও নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে ভারতীয় এ দলের হয়ে খেলতে পারেন হার্দিক।এই সাক্ষাতকারে কফি উইথ করণের বিতর্কিত এপিসোড নিয়েও কথা বলেন তিনি। তাঁর বক্তব্য ওই এপিসোডে বল তাঁর কোর্টে ছিল না। যা ঘটেছে, তার ওপর নিয়ন্ত্রণ ছিল না, মন্তব্য হার্দিকের। চাপ কাটাতে ধোনির বিশেষ টোটকার কথা ফাঁস করলেন হার্দিকউইকেটের পিছনে মহেন্দ্র সিংহ ধোনি সব সময়েই "কুল"। শান্ত থাকতেই দেখা যায় তাঁকে। সে ভাবে কখনও মেজাজ হারান না তিনি। উইকেটের পিছনে দাঁড়িয়ে অধিনায়ককে সঠিক পরামর্শ দেন।ব্যাট হাতেও কোনওদিন টেনশন করতে দেখা যায়নি মাহিকে। যত কঠিন টার্গেটই হোক না কেন, অদ্ভুত রকমের শান্ত থাকতে দেখা যায় তাঁকে। বিশ্বকাপ সেমিফাইনালে নিউজিল্যান্ডের বাড়তে থাকা চাপটা শান্ত ভাবে সামাল দিচ্ছিলেন তিনি। গাপ্তিলের ডাইরেক্ট থ্রো সব হিসেব এলোমেলো করে দেয়।কী ভাবে তিনি এত শান্ত থাকেন? চাপ বলে কি কোনও শব্দই নেই তাঁর অভিধানে? নিজে যে ভাবে ভাবনাচিন্তা করেন, অনুজ ক্রিকেটারদেরও সেই রাস্তাই নিতে বলেন। ধোনির দেখানো রাস্তা ধরে হেঁটে লাভবান হন অনুজ ক্রিকেটাররা। হার্দিক পাণ্ড্যই যেমন ধোনির পরামর্শ অক্ষরে অক্ষরে মেনে চলে চাপ কাটিয়ে উঠেছেন।কলকাতা বন্দর আজ থেকে শ্যামাপ্রসাদের নামে: মোদীইন্ডিয়া টুডে-কে দেওয়া এক সাক্ষাতকারে পাণ্ড্য বলেছেন, """"এমএস একবার বলেছিল, তোমার উপরে বাড়তে থাকা চাপ যদি কাটাতে চাও, তা হলে স্কোর বোর্ডে নিজের নামের পাশে কত রান লেখা রয়েছে সে দিকে তাকিও না। সবার আগে রাখো দলকে। তা হলে দেখবে চাপ অনুভব করবে না।""""ধোনির এই পরামর্শ মেনে চলে ফল পেয়েছেন পাণ্ড্য। কেরিয়ারের শুরুর দিকে তিনি চাপ অনুভব করতেন। কিন্তু ধোনির পরামর্শ মেনে চলার পরে সেই চাপ আর অনুভব করেননি বলে জানিয়েছেন তিনি। পাণ্ড্য বলেন, """ধোনির কথা মেনে চলায় আমি আগের মতো আর চাপ অনুভব করিনি।"""" দেশের ক্রিকেটে ধোনি ছাপ ফেলে গিয়েছেন বিভিন্ন ভাবে।

তালিম দিচ্ছেন ঝুলন "চাকদহ এক্সপ্রেস"-এর জন্য ঘাম ঝরাচ্ছেন অনুষ্কা

"চাকদহ এক্সপ্রেস"-এর শুটিং শুরু করলেন অনুষ্কা শর্মা। ইডেন গার্ডেনসে শনিবার শুরু হয় ছবির শুটিং। ময়দানে এদিন উপস্থিত ছিলেন ঝুলন গোস্বামীও। অনুষ্কাকে হাতে ধরে বল করতে শেখালেন। কিন্তু এখানেই শেষ নয়। জানা গিয়েছে, অনুষ্কাকে ক্রিকেটের পাঠ পড়াতে প্রায়ই নাকি মুম্বই উড়ে যাচ্ছেন ঝুলন।শনিবার সন্ধেবেলাতেই ইডেনে শুটিং শুরু হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু রাত প্রায় সাড়ে ন'টা নাগাদ মাঠে নামেন ভারতীয় ক্রিকেটের ফার্স্ট লেডি। গায়ে তাঁর ভারতের জার্সি। মাঠে নেমেই তিনি শট বুঝতে চলে যান পরিচালক প্রসিত রায়ের কাছে। সেখানেই ছিলেন ঝুলন গোস্বামী। অনুষ্কাকে তিনি টুকটাক নির্দেশ দেন। তারপর শুরু হয় শুটিং। অনেক রাত পর্যন্ত শুটিং চলে ইডেনে। ঝুলনের মতো গেট-আপে অনুষ্কাকে এদিন বেশ অন্যরকম লাগছিল। ঝুলনের মতো পকেটে হাত দিয়ে হাঁটাও বেশ রপ্ত করেছেন অনুষ্কা।কিন্তু ঝুলন যে শুধু অনুষ্কাকে শুটিংয়ের আগেই গাইড করছেন, তা ভাবলে ভুল হবে। শোনা যাচ্ছে, বিরাটপত্নীকে তালিম দিতে নাকি মাঝেমধ্যেই মুম্বই উড়ে যেতেন বাস্তবের চাকদহ এক্সপ্রেস। মুম্বইয়ের মাঠেই চলত প্র্যাকটিস। বলের গ্রিপ ধরা, রান-আপ, বল করার কায়দা, ডেলিভারি কীভাবে করতে হবে, সবই শিখেছেন অনুষ্কা। তবে ঝুলনের পাশাপাশি অনুষ্কার এই "মেকওভারের" পিছনে রয়েছে বিরাটের পরামর্শ। জানা গিয়েছে, ইডেনে শুটিং করার কথা নাকি তিনিই বলেন। যদিও অনুষ্কা বলেছিলেন, ইডেনে শুটিং হলে সমস্যা হতে পারে। সংবাদমাধ্যমের ভিড়ে গোপন থাকবে না কোনও কিছুই। কিন্তু বিরাট সেসব কথা নাকি কানেই তোলেননি। তিনি নাকি চেয়েছিলেন, যে মাটিতে চকদহ এক্সপ্রেসের উত্থান, সেখানেই শুটিং করুক অনুষ্কা।ঝুলনের সঙ্গে অনুষ্কার বন্ধুত্ব ইতিমধ্যেই নাকি বেশ জমে উঠেছে। শোনা যাচ্ছে, অনুশীলনের ফাঁকে ঝুলনের জীবনের গল্প শুনছেন অভিনেত্রী। গল্পের ছলেই তিনি জানতে পেরেছেন, একসময় ক্রিকেট প্র্যাকটিস করতে প্রতিদিন চাকদহ থেকে কৃষ্ণনগর লোকাল ধরে কলকাতায় আসতেন ঝুলন। ভরা বর্ষা হোক বা কনকনে শীত, কোনও কিছুই তাঁর প্র্যাকটিসের সামনে বাধা হয়ে দাঁড়াত না। তাঁর অভিনয় ছবিতে ফুটিয়ে তুলতে ঝুলনের এই কাহিনি যে তাঁকে সাহায্য করবে, তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না।

জাগরণ 13 January, 2020, Monday আগরতলা ১৩ জানুয়ারি, ২০২০ ইং, ■ ২৭পৌষ, ১৪২৬ বঙ্গাব্দ, সোমবার

■ Phone : 0381- 2384984, e-mail : jagarandaily@gmail.com
■ Postal Regd. No. AGT/NE-928/2018- 2020

১০৩২৩ শিক্ষক সংগঠনের দ্বিতীয় বার্ষিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১২ জানুয়ারি।। অল ত্রিপুরা ১০,৩২৩ ভিক্টিমাইজড শিক্ষক সংগঠনের পশিচম জেলা ভিত্তিক দ্বিতীয় বার্ষিক সম্মেলন রবিবার মাতঙ্গিনী প্রীতিলতা হলে অনুষ্ঠিত হয়। সম্মেলনের উদ্দেশ্যে ব্যক্ত করতে গিয়ে নেতৃবৃন্দ বলেন, এই সম্মেলনের মধ্য দিয়ে পুরানো কমিটি ভেঙে দিয়ে নতুন জেলা কমিটি এবং জেলার অন্তর্ভুক্ত সদর, জিরানীয়া ও মোহনপুর মহকুমা কমিটি গঠন করা হয়। এই সম্মেলনের মধ্য দিয়ে তারা বার্তা দিতে চান আদালতের রায়ে যে ১০,৩২৩ শিক্ষক চাক্যুরীচ্যুত হয়েছেন তা উত্তোরণের জন্য জনদরদী রাজ্য সরকার ব্যবস্থা নেবেন। এই বিশ্বাস নিয়েই তারা সম্মেলনে করেন। মানসিকভাবে ভেঙে যা পড়তে সকলের প্রতি সম্মেলন থেকে আহ্বান জানানো হয়। এখনও পর্যন্ত প্রায় ৫০ জন মানসিক চাপে পড়ে মারা গেছেন বলেও সংগঠনের রাজ্য সভাপতি প্রদীপ বণিক জানান।

যুব মোর্চার উদ্যোগে বিবেকানন্দের জন্মদিন পালিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১২ জানুয়ারি ।। ভারতীয় যুব মোর্চার উদ্যোগে রবিবার স্বামী বিবেকানন্দের জন্মদিনটি জাতীয় যুব দিবস হিসেবে পালন করা হয়। এ উপলক্ষ্যে আয়োজিত অনুষ্ঠানে যুবক অঙ্গীকারও গ্রহণ করেন। এ উপলক্ষ্যে আয়োজিত অনুষ্ঠানে সম্মানিত অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিজেপি'র রাজ্য সাধারণ সম্পাদক রাজীব ভট্টাচার্য, বিধায়ক ডাঃ দিলীপ দাস প্রমুখ। যুব মোর্চা আয়োজিত জাতীয় যুব দিবসে আলোচনা করতে গিয়ে বিজেপির রাজ্য সাধারণ সম্পাদক রাজীব ভট্টাচার্য বলেন, সুষ্ঠু সমাজ গঠনের ক্ষেত্রে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী ও দেশের প্রধানমন্ত্রী আহ্বান করেছেন যুবকদের এগিয়ে আসার জন্য। তাদের আহ্বানে সাড়া দিয়ে যুব মোর্চা জাতীয় যুব দিবসে সুষ্ঠু সমাজ গঠনের অঙ্গীকার গ্রহণ করেছে। এ উপলক্ষ্যে, দুঃস্থদের মধ্যে বস্ত্র বিতরণ করা হয়। দিব্যাঙ্গদের মধ্যে বস্ত্র বিতরণের পাশাপাশি মধ্যাহ্ন ভোজনের ব্যবস্থাও করা হয়। জাতীয় যুব দিবসে যুবকদের মধ্যে প্রেরণাবোধ জাগ্রত করার জন্যও আহ্বান জানানো হয়।

প্রদেশ যুব কংগ্রেসের বিবেকানন্দ জন্মজয়ন্তী পালিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১২ জানুয়ারি ।। ১২ই জানুয়ারি যুব দিবস স্বামী বিবেকানন্দের শুভ জন্মজয়ন্তী। এই দিবসটি উপলক্ষ্যে প্রদেশ যুব কংগ্রেসের পক্ষ থেকে রাজধানীর প্রদেশ কংগ্রেস ভবনের সামনে স্বামিজীর প্রতিকৃতিতে ফুল ও মালা দিয়ে শ্রদ্ধার্ঘ্য অর্পণ করা হয়। এ প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে যুব নেতা অনির্বান সাহা বলেন, বর্তমানে ভারতবর্ষ এক কঠিন পরিস্থিতির মদ্যে দিয়ে চলছে। এ সময়ে স্বামিজীর আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে যুব সমাজকে এগিয়ে এসে এক নতুন ভারত গঠনের অঙ্গীকার করতে হবে।

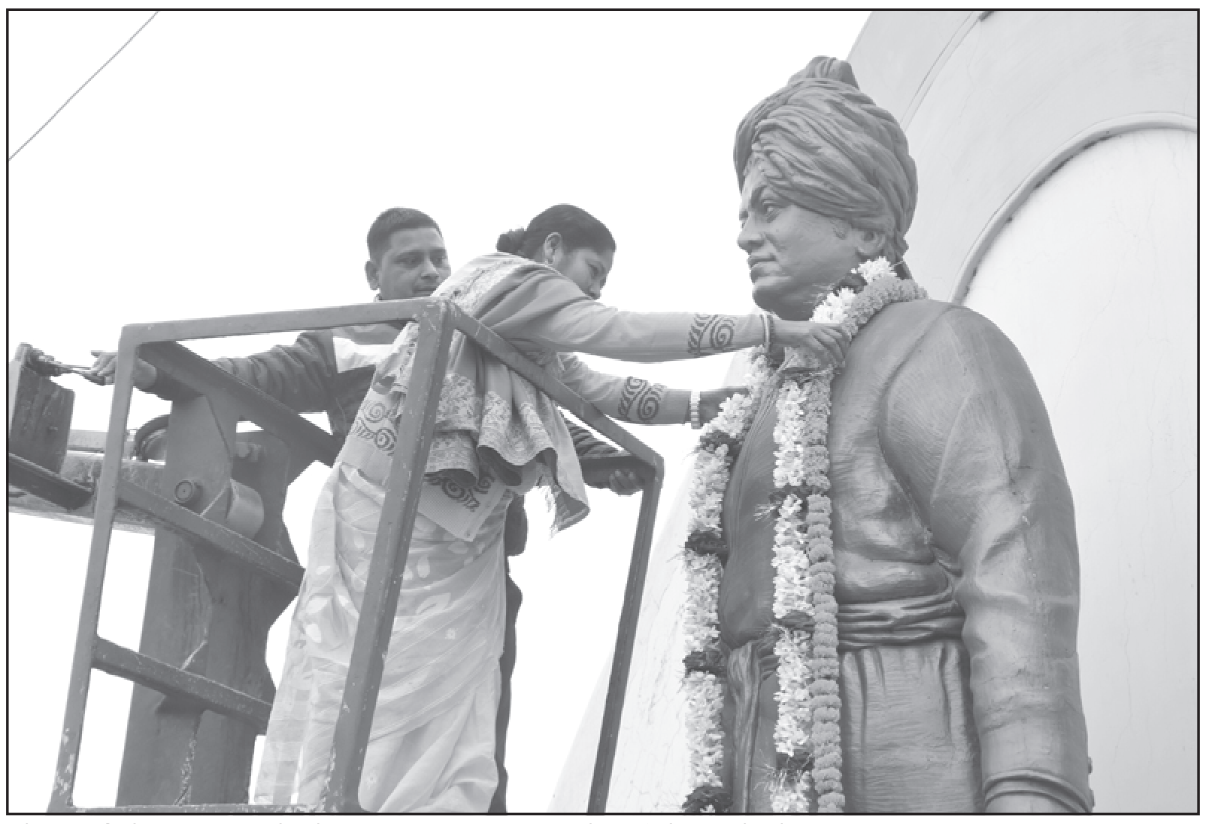

রবিবার স্বামী বিবেকানন্দের প্রতিকৃতিতে মাল্যদান করেন সাংসদ প্রতিমা ভৌমিক। ছবি- নিজস্ব।

ধর্মান্তকরণরোধী আইন আনতে চলেছে কেন্দ্র : রবীন্দ্র কিশোর সিনহা

নয়াদিল্লি, ১২ জানুয়ারি (হি.স.) : বাজেট অধিবেশনের সময়ই ধর্মান্তকরণরোধী আইন আনতে চলেছে কেন্দ্রীয় সরকার বলে জানিয়েছেন বিজেপির বর্ষীয়ান নেতা তথা রাজ্যসভার সাংসদ রবীন্দ্র কিশোর সিনহা।

স্বামী বিবেকানন্দের ১৫৮তম জন্মজয়ন্তী উপলক্ষ্যে রাজধানী দিল্লির বিজ্ঞান ভবনে আয়োজিত জাতীয় যুব-উৎসবের এক অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে রবীন্দ্রকিশোর সিনহা জানিয়েছেন, সংসদের পরবর্তী অধিবেশনে ধর্মান্তকরণরোধী আইনের প্রস্তাব পেশ করা হবে।

এই আইন কার্যকর হলে ধর্মান্তকরণ আইনের চোখে অপরাধ হয়ে উঠবে।

স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকে এই বিষয়ে রবীন্দ্রকিশোর সিনহা জানিয়েছেন যে গত বছরে প্রলোভন এবং জোর করে ধর্মান্তকরণের ঘটনাগুলিকেও এই আইনের আওতায় নিয়ে আসতে হবে।

এদিনের সভায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে রবীন্দ্রকিশোর সিনহা আরও বলেন, হিন্দুরা নিজেদের চরিত্রগত দিক দিয়ে ভগবানের থেকেও উদার হয়। এর অপব্যবহার কেউ যাতে না করতে পারে, তা নিশ্চিত করতে হবে।

স্বামী বিবেকানন্দ যে তাঁর আদর্শ তা মনে করিয়ে তিনি জানিয়েছেন, ভারতীয় দর্শনকে পুনরুদ্ধাররক, মহান দার্শনিক, আধ্যাত্মিকগুরু। ভারতকে যদি কেউ উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন তিনি হলেন স্বামী বিবেকানন্দ।

যুব সম্প্রদায়কে ভারতীয় মূল্যবোধে উদ্বুদ্ধ হতে হবে ঃ উপমুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১২ জানুয়ারি।। আগরতলার রামকৃষ্ণ মিশনের উদ্যোগে আজ শিশু উদ্যানস্থিত বিবেক উদ্যানে স্বামী বিবেকানন্দের জন্মজয়ন্তী উপলক্ষে জাতীয় যুব দিবস উদযাপন করা হয়। অনুষ্ঠান আয়োজনে সহযোগিতায় ছিল বিদ্যালয় শিক্ষা দপ্তর, তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তর, আগরতলা পুরনিগম, বিবেক উদ্যান সংরক্ষণ সমিতি ও বিবেকানন্দ যুব মহামণ্ডল। অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করে প্রধান অতিথি উপমুখ্যমন্ত্রী যীষ্ণু দেববর্মা বলেন, স্বামী বিবেকানন্দ বলতেন ভারতবর্ষের ভবিষ্যৎ তৈরী হচ্ছে বিদ্যালয়, মহাবিদ্যালয় ও বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে। এখানকার ছাত্রছাত্রীদের আশা আকাঙ্খাই হচ্ছে ভারতবর্ষের ভবিষ্যৎ। তিনি বলেন, যুব সমাজের যে চরিত্র গঠন হবে তাই হবে ভারতবর্ষের আগামী দিনের চরিত্র। আমাদের আধুনিক হতে হবে। বর্তমানে বিশ্ব আমাদের দিকে তাকিয়ে আছে, আর আমরা পাশ্চাত্যের সবকিছু নকল করব সেটা কাম্য নয়।

অনুষ্ঠানে উপমুখ্যমন্ত্রী আরও বলেন, যুব সম্পদায়কে ভারতীয় মূল্যবোধে উদ্বুদ্ধ হতে হবে। যুব দিবসে সকলের এই প্রতিজ্ঞা নেওয়া উচিত যাতে আমরা সত্যের পথে, সঠিক দিশায়, আত্মবিশ্বাস ও ভারতীয় মূল্যবোধ নিয়ে অগ্রসর হতে পারি। অনুষ্ঠানের শুরুতে উপস্থিত সকল অতিথিগণ স্বামীজীর প্রতিকৃতিতে মাল্যদান করেন। এরপর বিবেক জ্যোতি প্রজ্জলন করেন আগরতলা পুরনিগমের মেয়র ড. প্রফুল্লজিৎ সিনহা এবং পরে যুব দিবসের পতাকা উত্তোলন করেন উপমুখ্যমন্ত্রী যীষ্ণু দেববর্মা। অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে বক্তব্য

কাটমানির সুযোগ নেই বলেই রাজ্যে চালু করা হয়নি কৃষক সম্মান প্রকল্প মোদি

কলকাতা ,১২ জানুয়ারি (হি .স):রবিবার কলকাতা পোর্ট ট্রাস্টের ১৫০ বছর পূর্তি অনুষ্ঠানে নেতাজি ইনডোরে পৌঁছালেন প্রধানমন্ত্রী।সেখান থেকেই মুখ্যমন্ত্রীর বিরুদ্ধে সুর চড়ালেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি।

রাজ্যের মানুষের উন্নতির জন্য কেন্দ্রের বিভিন্ন প্রকল্পের কথা তুলে ধরেন মোদি। এরই মাঝে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দোধ্যায়ের বিরুদ্ধে সুর চড়িয়ে প্রধানমন্ত্রী বলেন, "কৃষক সম্মান নিধি প্রকল্পে কাটমানি, সিন্ডিকেটের সুযোগ নেই বলেই রাজ্যে চালু করা হয়নি এই প্রকল্প।তিনি আরও বলেন,পিএম কৃষক সম্মান নিধি প্রকল্পের আওতায় আট কোটির বেশি কৃষকের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে সরাসরি মোট ৪৩ হাজার কোটি টাকা জমা হয়েছে। এর মধ্যে কোনও কাটমানি নেই, সিন্ডিকেট নেই, কোনও মিডলম্যান নেই। যখন টাকা সোজাসুজি পৌঁছে যাচ্ছে, টাকা কামানোর সুযোগ পাওয়া যাচ্ছে না, তখন কেন সেই প্রকল্প করতে দেওয়া হবে। তাই বাংলায় এই প্রকল্প চালু হয়নি"।

চাকমাঘাটের ব্যারেজ প্রাঙ্গণে ২২তম পৌষ মেলা অনুষ্ঠিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ১২ জানুয়ারি ।। আগামী মঙ্গলবার চাকমাঘাটের খোয়াই নদীর ব্যারেজ প্রাঙ্গণে অনুষ্ঠিত হবে ২২তম পৌষ মেলা। মেলা কমিটি পৌষ মেলাকে সামনে রেখে চূড়ান্ত প্রস্তুতি পর্ব সেরে নিচ্ছে। ২০২০ সালে পৌষ মেলায় সরকারি স্টল থাকবে ২৫টি এবং অন্যান্য স্টল থাকবে প্রায় ৩৫০টির উপর। পূণ্যার্থীদের জন্য অস্থায়ী শেড ঘরও নির্মাণ হয়েছে। সরকারি ও বেসরকারি স্টল বণ্টনের কাজও সম্পন্ন করেছে মেলা কমিটি। উল্লেখ্য থাকে জাতি-উপজাতির মধ্যে মেলবন্দনকে সুদৃঢ় করার লক্ষ্যে ১৯৯৮ সালে তৎকালীন এমডিসি হরিমোহন দেববর্মা এই পৌষমেলার সূচনা করেছিলেন প্রথম। ওই দিন কাল পেরিয়ে ২৩তম পৌষ মেলা অনুষ্ঠিত হবে চাকমাঘাটের খোয়াই নদীর ব্যারেজ প্রাঙ্গণে। এবারের পৌষ মেলার উদ্বোধন করবেন রাজ্য রাজস্ব ও মৎস্য দপ্তরের মন্ত্রী এনসি দেববর্মা। এছাড়াও থাকবেন কল্যাণপুর, কৃষ্ণপুর এর দুই বিধায়ক,

ছয়ের পাতায় দেখুন

বিশ্বের দরবারে ভারতবর্ষকে নতুন পরিচিতি দিয়েছে স্বামীজি ঃ সাংসদ প্রতিমা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১২ জানুয়ারি ।। বিশ্বের দরবারে ভারতবর্ষকে নতুন পরিচিতিতে যিনি পরিচয় করিয়েছেন সেই মহাপুরুষ ছিলেন স্বামী বিবেকানন্দ। ১২ জানুয়ারি রবিবার এই প্রবাদপ্রতীম পুরুষের শুভ জন্ম জয়ন্তীতে রাজধানী বিবেকানন্দ ময়দানে স্বামিজীর প্রতিকৃতি পুষ্প মাল্য অর্পণ করে একথা বলেন সাংসদ প্রতিমা ভৌমিক। অখিল ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদের পক্ষ থেকে আয়োজিত এই অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে তিনি বলেন, স্বামিজী আমাদের যে বাণী দিয়ে গেছেন যে আদর্শে তিনি ভারতবর্ষকে বিশ্বের দরবারে প্রতিষ্ঠিত করেছেন, আজ আমরাও তার এই আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে দেশের জন্য কাজ করে যাবো। তিনি বলেন, বর্তমান প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিও স্বামিজী এই আদর্শ ও চেতনাকে অনুসরণ করেই বিশ্বের দরবারে ভারতকে প্রতিষ্ঠিত করতে কাজ করে চলেছেন।

মাস্টারদা সূর্য সেনের শহিদ দিবস পালিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১২ জানুয়ারি।। ভারতবর্ষের স্বাধীনতা আন্দোলনের আপোসহীন ধারায় বিপ্লবী মাস্টারদা সূর্য সেনের ৮৭তম শহীদ দিবস আজ পালিত হয়েছে। দিনটি উদযাপনে অল ইন্ডিয়া ডি এস ও ত্রিপুরা রাজ্য কমিটির পক্ষ থেকে বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়। সকাল ৮টায় বিভিন্ন অঞ্চলে শহীদবেদী স্থাপন করে পথিকৃতিতে মাল্যদান করা হয়। রাজ্যের কেন্দ্রীয় অনুষ্ঠানটি হয় আগরতলার রাজ্য মিউজিয়ামের সামনে। সেখানে অল ইন্ডিয়া ডি এসও, ডিওয়াইও এবং এমএসএস এর যৌথ উদ্যোগে শহীদবেদী স্থাপন ও মাস্টারদা বিপ্লবী কর্মকান্ডের সাথে জড়িত সহযোদ্ধাদের ছবি নিয়ে একটি ছবি প্রদর্শনী করা হয়। প্রথমে মাস্টারদা সূর্য সেনের মূর্তিতে মাল্যদান করা হয় এবং পরে শহীদ বেদীতে মাল্যদান করেন অল ইন্ডিয়া ডিএসও এর রাজ্য সভাপতি মৃদুল কান্তি সরকার, অল ইন্ডিয়া এমএসএস এর রাজ্য সহ সভানেত্রী শুক্লা চক্রবর্তী ও সংগঠনের উপস্থিত কর্মীরা। শহীদ দিবস উদযাপন অনুষ্ঠানে মাস্টারদার বিপ্লবী চিন্তাধারা ছড়িয়ে দেওয়ার উদ্দেশ্যে সংক্ষিপ্ত বক্তব্যে মৃদুল কান্তি সরকার বলেন, যে ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে মূল্যবোধ গড়ে তোলার জন্য মাস্টারদা সূর্য সেনসহ ভারতবর্ষের স্বাধীনতা সংগ্রামীদের জীবন কাহিনী সিলেবাসে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। সাথে সাথে প্রতিটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সরকারকে মনীষীদের স্মরণ করার উদ্যোগ নিতে হবে।

জব্বলপুরে পৌঁছলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী, অমিত শাহকে স্বাগত জানালেন বিজেপি নেতারা

জব্বলপুর, ১২ জানুয়ারি (হি.স.) : কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী তথা বিজেপির সর্ব ভারতীয় সভাপতি অমিত শাহ রবিবার দুপুরে জব্বলপুরের ডুমনা বিমানবন্দরে পৌঁছেছেন। বিমানবন্দরে তাঁকে স্বাগত জানান বিজেপির বরিষ্ঠ নেতারা ঊ এখানে তিনি নাগরিকত্ব সংশোধন আইন (সিএএ) এর সমর্থনে বিশাল সমাবেশে বক্তব্য রাখবেন। এর আগে, যুব কংগ্রেস কর্মীরা সিএএ এবং এনআরসি-র প্রতিবাদ করার জন্য জড়ো হয়ে প্ল্যাকার্ড নিয়েছিল এবং কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীকে কালো পতাকা দেখানোর জন্য বিমানবন্দরের দিকে যাচ্ছিল। পুলিশ তাদের অগ্রসর হতে বাধা দেয় এবং তাদের গ্রেফতার করে রঞ্জি থানায় নিয়ে যায়।

নির্ধারিত সূচি অনুযায়ী কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ রবিবার দিল্লি থেকে জববলপুরের ডুমনা বিমানবন্দরে নামেনঊ সেখানে দলের রাজ্য সভাপতি ও সাংসদ রাকেশ সিং, প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী শিবরাজ সিং চৌহান, বিধানসভার বিরোধী নেতা গোপাল ভার্গব, কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ফাগান সিং কুলস্তে, রাজ্যের সংগঠন মন্ত্রী সুহাস ভগত সহ অন্যান্য কর্মকর্তা-কর্মীরা তাকে স্বাগত জানিয়েছেন। এর পরে, তিনি এখান থেকে সরাসরি উপাসনাগার গ্যারিসন গ্রাউন্ডে পৌঁছন, যেখানে অল্প সময়ের মধ্যেই তিনি বিশাল জনসভায় ভাষণ দেবেন।

এদিকে আজ অমিত শাহ জব্বলপুরে পৌঁছানোর আগেই কংগ্রেস ও যুব কংগ্রেস-নেতাকর্মীরা জড়ো হয়ে কালো পতাকা ও প্ল্যাকার্ড হাতে নিয়ে বিমানবন্দরের দিকে এগিয়ে যায় ঊ তবে পুলিশ তাদের অগ্রসর হতে বাধা দিলে তারা পুলিশের সাথে সংঘর্ষে লিপ্ত হয়।এরপর পুলিশ ২৫০ জনের বেশি নেতাকর্মীকে গ্রেফতার করে এবং বর্তমানে সবাইকে রাঞ্জি থানায় বসিয়ে রাখা হয়েছে।

মাস্টার দা সূর্য সেনের আত্মবলিদান দিবস পালিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ১২ জানুয়ারি ।। ১২ জানুয়ারি রবিবার মাস্টার দা সূর্য সেনের আত্মবলিদান দিবস উপলক্ষ্যে স্মরণসভা সহ বিভিন্ন কর্মসূচি পালন করেন চিত্রাঙ্গদা কলা কেন্দ্রে মাস্টার দা সূর্য সেন অ্যাওয়ার্ড ট্রাস্টবোর্ড ও তেলিয়ামুড়া পুর পরিষদ। এই মহতি অনুষ্ঠানের প্রদীপ প্রজ্জ্বলন করে সূচনা করেন রাজ্য বিধানসভার মুখ্য সচেতক কল্যাণী রায়। এছাড়াও অনুষ্ঠানে ছিলেন স্বাধীনতা সংগ্রামী প্রয়াত সুশীল কুমার দে'র পুত্র কাজল বরণ দে, এলাকার শিক্ষাবিদ্ নিত্যানন্দ দেব, তেলিয়ামুড়া পুরপিতা সহ গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিত্বরা। রবিবার দিনের সকালে মাস্টার দা সূর্য সেনের কর্মসূচিতে মাল্যদান, চিত্রাঙ্গদা কলাকেন্দ্রে অঙ্কন প্রতিযোগিতা সহ অন্যান্য অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। এই মহতি অনুষ্ঠানে ট্রাস্ট বোর্ডের পক্ষ থেকে বিধায়িকা কল্যাণী রায়কে সংবর্ধনা দেওয়া হয়। এর পাশাপাশি স্বাধীনতা সংগ্রামীর ১০টি পরিবারের ১০জনকে মাস্টার দা সূর্য সেনের প্রতিকৃতি ও শীত পশম চাঁদর দিয়ে সংবর্ধনা দেয় মাস্টার দা সূর্য সেন অ্যাওয়ার্ড ট্রাস্ট বোর্ডের পক্ষ থেকে। পরে এই স্মরণ সভায় অংশ নিয়ে বিধানসভার মুখ্য সচেতক কল্যাণী রায় জানান, মাস্টারদা সূর্য সেন দেশের স্বাধীনতার স্বপ্নের বিভোর হয়ে আত্ম বিসর্জন দিতে বাধ্য হয়েছিলেন। তাকে ভবিষ্যৎ প্রজন্মের সামনে তুলে ধরতে এবং স্বাধীনতাকামী মানসিকতায় যুব সমাজকে উদ্বুদ্ধ করতে আহ্বান জানিয়েছেন তিনি।

রবীন্দ্রনাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অমলেন্দু চক্রবর্তীকে মথুরাদাস বুঢ়াআতা পুরস্কার

বরপেটা (অসম), ১২ জানুয়ারি (হি.স.) : রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ড় অমলেন্দু চক্রবর্তীকে মথুরাদাস বুঢ়াআতা পুরস্কারে ভূষিত করা হয়েছে। ঐতিহ্যমণ্ডিত বরপেটা সত্রের উদ্যোগে সত্রসমাজ, মহাপুরুষ শংকরদেবের ধর্ম ও দর্শনের প্রবক্তা, বিশিষ্ট গবেষক, প্রচারক তথা হোজাইয়ে অবস্থিত রবীন্দ্রনাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ড় চক্রবর্তীর হাতে এই পুরস্কার ও সামগ্রী তুলে দিয়েছেন অসম বিধানসভার অধ্যক্ষ হিতেন্দ্রনাথ গোস্বামী। বরপেটা জেলা গ্রন্থাগার প্রেক্ষাগৃহে বরপেটা সত্রের বুঢ়াসত্রীয়া বশিষ্ঠ শর্মার পৌরোহিত্যে আয়োজিত অনুষ্ঠানে অন্যান্য বিশিষ্টদের সঙ্গে ছিলেন সাহিত্যাচার্য বসন্তকুমার ভট্টাচার্য, স্থানীয় বিধায়ক গুণীন্দ্রনাথ দাস প্রমুখ।

বৃন্দাবনী বস্ত্রের মুখ্য তাঁতি তথা বরপেটা সত্রের আদি সত্রাধিকার মথুরাদাস বুঢ়াআতার নামে গত

ছয়ের পাতায় দেখুন

পৌষ সংক্রান্তিতে ডুম্বুর তীর্থ যাত্রীদের জন্য এগিয়ে আসলো সামাজিক একটি সংস্থা

নিজস্ব প্রতিনিধি, শান্তিরবাজার, ১২ জানুয়ারি ।। পৌষ সংক্রান্তিতে ডুম্বুর তীর্থ যাত্রীদের যাতায়াতের সুবিধার জন্য শান্তিরবাজার মহকুমা থেকে দেবিপুর হয়ে অমরপুর যাতায়াতের প্রায় ১৫ কিলোমিটার রাস্তার দু'পাশের জঙ্গল কেটে পরিষ্কার করে রাস্তাটি দিয়ে গাড়ি এবং মানুষের চলাচল যোগ্য করে তুলতে এগিয়ে এলেন ব্রু সংগ্রংমা মথহ্ সামাজিক সংস্থার। এদিন প্রায় ৫০০ শতাধিক রিয়াং জনজাতি যুব, নারী, বৃদ্ধা উভয় উপস্থিত ছিলেন। সামাজিক সংস্থা এই মহৎ উদ্যোগকে সাধুবাদ জানাতে শান্তিরবাজার মহকুমা শাসক তাদের সঙ্গে দেখা করেন ছুটে আসেন এবং শান্তিরবাজার পি ডব্লিউ ডি এস ডু প্রবীর দাস এই সামাজিক সংস্থার জেনারেল সেক্রেটারি হাতে ২৫ হাজার টাকা তুলে দেন দপ্তর তরফ থেকে। মানুষের কার্যকারী পরিষেবা দিয়াই এই সংস্থার মূল উদ্দেশ্য তাই শুভবুদ্ধি সুনাগরিকদের আহ্বান করেন এ ধরনের সামাজিকতা এগিয়ে আসার জন্য। তার পাশাপাশি জানান আগামীদিনের সামাজিক সংস্থা এই মহকুমার এর বিভিন্ন স্কুল, অফিস, বাজার, হাটে, সামাজিকতার অঙ্গ হিসেবে স্বচ্ছ ভারত অভিযান সংগঠিত করবেন, তার পাশাপাশি জেলা হাসপাতাল এবং এলাকার

ছয়ের পাতায় দেখুন

স্বত্বাধিকারী পরিতোষ বিশ্বাস কর্তৃক রেনবো প্রিন্টিং ওয়ার্কস আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল এন বাড়ী লেইন, আগরতলা ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক-পরিতোষ বিশ্বাস।